

সূরা ত্বা-হা-মাক্কী

আয়াত : ১৩৫

রুকু' : ৮

নামকরণ

সূরার প্রথমে উল্লেখিত বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা 'ত্বা-হা' দ্বারা এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা মারইয়াম-এর সম-সাময়িক কালেই সূরা ত্বা-হা নাযিল হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, সূরাটি হযরত ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাযিল হয়েছে। কেননা, এ সূরার আয়াত পড়েই তাঁর মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের কিছুকাল পরের ঘটনা।

সূরার আলোচ্য বিষয়

সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন যে, আমি তো কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, আপনি কষ্ট ভোগ করবেন; এটাতো উপদেশ হিসেবে সেই সত্তার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে যিনি যমীন ও সুউচ্চ আসমান সৃষ্টি করেছেন, তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করবে। তিনি দয়াময়, আরশে সমাসীন। আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে এবং যাকিছু ভূগর্ভে আছে তা সবই তাঁর আয়ত্বাধীন। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

অতপর মুসা আ.-এর কাহিনী আরম্ভ করা হয়েছে। কারণ আরববাসীদের ওপর সেদেশে বসবাসরত ইহুদীদের জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রভাব বহুলাংশে বিস্তার লাভ করেছিল। তাছাড়া রোম ও হাবশায় খৃষ্টানদের শাসন বলবৎ থাকায় সারা আরবে হযরত মুসা আ.-কে সাধারণভাবে নবী বলে মানা হতো। আর তাই মুসা আ.-এর কাহিনী উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে,

এক. হযরত মুসা আ.-কে যেমন গোপনীয়তা রক্ষা করে নবুওয়াত দান করা হয়েছে, মুহাম্মাদ স.-কেও একইভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করেই নবুওয়াত দান করা হয়েছে। কারণ কাউকে নবী বানানোর জন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে অথবা আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠিয়ে নবী হিসেবে ঘোষণা করে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়।

দুই. হযরত মুসা আ. যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন হযরত মুহাম্মাদ স.-ও একই দাওয়াত নিয়েই এসেছেন।

তিন. হযরত মুসা আ.-কে যেমন একাকী মহাশক্তিধর ফিরআউনের নিকট সত্যের

দাওয়াত নিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, ঠিক তেমনি হযরত মুহাম্মদ স.-কেও কুরাইশদের নিকট সত্যের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে।

চার. মূসা আ.-এর বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রান্ত ফিরআউন যেভাবে অপবাদ, প্রতারণা ও যুলমের অস্ত্র ব্যবহার করেছিল মক্কাবাসী কাফিররাও একইভাবে মুহাম্মদ স.-এর বিরুদ্ধে একই অস্ত্র ব্যবহার করেছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ স.-ই জয়ী হবেন, যেমন সৈন্য-সামন্তের বলে বলিয়ান ফিরআউনের বিরুদ্ধে মূসা আ. বিজয়ী হয়েছিলেন।

পাঁচ. মূসা আ.-এর জাতি বনী ইসরাঈল যেমন দেবতা ও উপাস্য তৈরি করেছিল যা মূসা আ. কর্তৃক প্রত্যাখ্যান হয়েছে; তেমনি মক্কাবাসিরাও নিজেদের তৈরি দেবতার পূজা করছে; এটা মুহাম্মাদ স.-এ ধরনের শিরকের নামগন্ধও বাকী রাখার পক্ষপাতি নন; কারণ নবী-রাসূলগণ কখনো এ ধরনের শিরক এর প্রচলনকে বরদাশত করতে পারেন না। সুতরাং মুহাম্মাদ স. যে শিরক ও মূর্তী পূজার বিরোধিতা করেছেন তা কোনো নতুন ঘটনা নয়।

অতপর এই বলে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, কুরআন তোমাদের জন্য একটি কিতাব যা তোমাদের ভাষায় তোমাদের বুঝার জন্য নাখিল করা হয়েছে। তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। আর যদি এ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ না কর তবে তার অকল্যাণকর পরিণামও তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে।

তারপর হযরত আদম আ.-এর কাহিনীর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চলছো। তোমাদের সামনে তোমাদের ভুল তুলে ধরার পরও তোমরা তা থেকে ফিরে আসছোনা। অথচ মানুষের জন্য সঠিক পথ হচ্ছে কখনো শয়তানের প্ররোচনায় পদস্থলন-হয়ে গেলেও যা একটি সাময়িক দুর্বলতা—ভুল ধরা পড়ার পরপরই তাওবা করে তা থেকে ফিরে আসা এবং তাদের আদি পিতা আদম আ.-এর মতো সুস্পষ্টভাবে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্যের পথে ফিরে চলা। একের পর এক ইচ্ছাকৃত ভুল করতে থাকা এবং সব উপদেশ-নসীহতকে উপেক্ষা করে ভুলের ওপর অটল থাকা মানুষের জন্য সঠিক কর্মপন্থা হতে পারে না। কারণ হঠকারী কাজের পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে।

অবশেষে মুহাম্মাদ স. ও মু'মিনদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে যে, এসব কাফির-মুশরিকদেরকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পাকড়াও করবেন এবং তাদের এসব অমানবিক যুলম-অত্যাচারের শাস্তি তারা অবশ্যই পাবে। এ ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না এবং বে-সবর হবেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে ততক্ষণ পর্যন্ত পাকড়াও করেন না, যতক্ষণ না তাদেরকে সংশোধনের যথেষ্ট অবকাশ দেন। আপনারা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে এসব লোকের বাড়াবাড়ি ও যুলমের মোকাবিলা করুন এবং নিজেদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। আর নিজেদের মধ্যে ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, অল্পেতুষ্টি, আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি গুণাবলী সৃষ্টি করার জন্য নামাযের বিকল্প নেই।

ককূ'-৮

২০. সূরা ত্বা-হা-মাক্কী

আয়াত-১৩৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه ① مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ② إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن

১. ত্বা-হা। ২. আমি আপনার প্রতি কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, আপনি কষ্ট ভোগ করবেন। ৩. উপদেশ ছাড়া (এটা) কিছু নয় তার জন্য, যে

يُخْشَى ③ تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ④

ভয় করে। ৪. (এটা) নাযিল করা হয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন ও সুউচ্চ আসমানকে।

⑤ الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ⑥ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

৫. (তিনি) দয়াময়—আরশের ওপর তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। ৬. তাঁরই অধিকারে রয়েছে যা কিছু আছে আসমানে,

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ⑦

যা কিছু আছে যমীনে আর যা আছে এতদুভয়ের মাঝে এবং
যা কিছু আছে মাটির নিচে।

① طه-ত্বা-হা (এর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন)। ② مَا-আমি নাযিল করিনি ;
عَلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْقُرْآن-কুরআন ; لِتَشْقَى-এজন্য যে, আপনি কষ্ট ভোগ
করবেন। ③ تَذَكُّرَةً-উপদেশ ; لِّمَن-তার জন্য, যে ; يُخْشَى-ভয়
করে। ④ تَنْزِيلًا-নাযিল করা হয়েছে ; مِّنْ-তাঁর পক্ষ থেকে যিনি ; خَلْق-সৃষ্টি
করেছেন ; الْعُلَى-সুউচ্চ ; السَّمَوَاتِ-আসমান ; وَالْأَرْضِ-যমীন ; ⑤ الرَّحْمَنِ-
(তিনি) দয়াময় ; عَلَى-ওপর ; الْعَرْشِ-আরশের ; اسْتَوَى-তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। ⑥ لَهُ-
তাঁরই অধিকারে রয়েছে ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي السَّمَوَاتِ-আসমানে ; وَأ-এবং ;
وَمَا-যা কিছু আছে ; بَيْنَهُمَا-(বিন+হমা)-যা কিছু আছে ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ;
و-আর ; وَمَا-যা আছে ; تَحْتَ-নিচে ; الثَّرَى-মাটির।

১. অর্থাৎ কুরআনতো তাদের জন্য উপদেশ যারা আল্লাহকে ভয় করে। যারা আল্লাহকে
ভয় করে না—মানতে চায় না তাদেরকে মানতেই হবে এবং এজন্য আপনি কষ্ট ভোগ

﴿١﴾ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ

৭. আর যদি তুমি উকৈশ্বরে কথা বলো—তবে তিনিতো অবশ্যই জানেন, চুপে চুপে
বলা কথা এবং গোপনতম কথাও ।^৩ ৮. আল্লাহ—নেই কোন ইলাহ

إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝ وَهَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ مُوسَى ۝ إِذْ رَأَى

তিনি ছাড়া ; তাঁর আছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম ।^৯ আর (হে নবী !) আপনার কাছে মূসার খবর পৌছেছে কি ? ১০. তিনি যখন দেখতে পেলেন

نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ

আগুন^৭ তখন তিনি বললেন তার পরিবারকে—তোমরা (এখানে) একটু অপেক্ষা করো, আমি নিশ্চিত আগুন দেখতে পেয়েছি, হয়ত আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে আসতে পারবো,

১) فَاتَهُ ; কথা-(ব+আ+কোল)-بِالْقَوْلِ-উচ্চ স্বরে বলা ; وَجْهٌ-যদি ; إِنْ-আর ; وَ-
 ২) وَ ; কথা-চুপে চুপে السِّرِّ-জানেন ; يَعْلَمُ-তবে তিনিতো অবশ্যই ; (ف+আ+ও)-
 ৩) الْإِلَهِ ; কোনো ইলাহ ; لَا-নেই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; ৪) أَخْفَى-গোপনতম কথাও
 ৫) الْحُسْنَى-সুন্দর সুন্দর ; الْأَسْمَاءُ-অনেক নাম ; لَهُ-তার আছে ; هُوَ-তিনি ;
 ৬) وَ-আর ; حَدِيثٌ-খবর ; (أَتَى+كَ)-আপনার কাছে পৌঁছেছে ; هَلْ-কি ;
 ৭) فَقَالَ-আগুন ; رَأَى-তিনি দেখতে পেলেন ; إِذْ-যখন ; ৮) مُوسَى-মুসা
 ৯) امْكُثُوا-তোমরা ; لَكُمْ-আপনার ; لَكُمْ-আপনার ; لَكُمْ-আপনার ;
 ১০) أَنْتُمْ-আপনি ; أَنْتُمْ-আপনি ; أَنْتُمْ-আপনি ;
 ১১) مِنْهَا-তাদের ; أَنْتُمْ-আপনি ; أَنْتُمْ-আপনি ;
 ১২) مِنْهَا-তাদের ; أَنْتُمْ-আপনি ; أَنْتُمْ-আপনি ;

করবেন, সে জন্য কুরআন নাখিল করা হয়নি। যারা ঈমান আনতে রাজী নয়, তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানো আপনার জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়নি।

২. অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেই এমনি ছেড়ে দেননি ; তিনি সকল সৃষ্টির ব্যবস্থাপনাও তিনি নিজে করছেন। অসীম এ জগতের সর্বময় কর্তৃত্বও তাঁরই হাতে।

৩. অর্থাৎ আপনার ও আপনার সাথীদের উপরে যেসব যুলম-নির্যাতন চলেছে এবং যেসব শয়তানী কার্যকলাপের মাধ্যমে আপনাদেরকে হয়ে করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে সেজন্য আপনি উচ্চত্বেরে ফরিয়াদ করেন আর না-ই করেন আল্লাহ তাআলা আপনাদের অবস্থা ভালো করেই জানেন। তিনি আপনাদের অন্তরের নিরব কামনাও অবগত আছেন।

৪. অর্থাৎ তিনি সেসব গুণের যথার্থ অধিকারী, যেসব সুন্দর সুন্দর নামে তাঁকে ডাকা হয়।

أَوْ أَجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى ۖ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَى ۚ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ

অথবা আগনের নিকট (পৌছে) পথের দিশা পাবো। ১১. অতপর তিনি যখন সেখানে পৌছলেন, তাঁকে ডাকা হলো—হে মূসা ! ১২. অবশ্যই আমি আপনার প্রতিপালক

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۖ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ

অতএব আপনার জুতা জোড়া খুলে ফেলুন,^৭ কেননা আপনি পবিত্র ‘তুয়া’ উপত্যকায়
 রয়েছেন।^৮ ১৩. আর আমি আপনাকে বাছাই করে নিয়েছি

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿٥٩﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ

অতএব আপনি মনযোগ দিয়ে শুনুন যা কিছু ওহী করা হয় । ১৪. অবশ্যই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো 'ইলাহ' নেই । অতএব আমারই ইবাদাত করুন ;

فَلَمَّا ۙ (ۙ) - অথবা ; اَجِدْ - পাবো ; عَلَى - নিকট ; النَّارَ - আগুনের ; هُدًى - পথের দিশা ।
 অতপর যখন ; اِنَّهَا - (তা+হা) -তিনি সেখানে পৌঁছলেন ; نَزَدِي -তাকে ডাকা হলো :
 (رَبِّكَ - (ক+رب) ; اَنَا -আমিই ; اِنِّى ۙ (ۙ) -অবশ্যই আমি ; (يا+موسى) - (يُوسَى -
 আপনার প্রতিপালক ; نَعْلَيْكَ - (ك+نعل) -অতএব খুলে ফেলুন ; (ف+اخلع) - (فَاَخْلَعْ -
 আপনার জুতা জোড়া ; اِنَّكَ - (ك+ان) - কেননা আপনি ; (ب+ال+واد) -
 উপত্যকায় রয়েছেন ; اَنَا -আর ; وَ ۙ (ۙ) -তুয়া ; طَوًى - (ال+مُقَدِّس) -পবিত্র ;
 আমি ; (ف+استمع) - (فَاَسْتَمِعْ -আপনাকে বাছাই করে নিয়েছি ; (ك+اخترت) -
 অতএব আপনি মনযোগ দিয়ে শুনুন ; لَمَّا -যা কিছু ; اِنِّى ۙ (ۙ) -ওহী করা হয় ।
 (اِنِّى ۙ (ۙ) -অবশ্যই আমি ; اَنَا -আমিই ; اَللّٰهُ -আল্লাহ ; لَآ -নেই ; اِلٰه -কোনো ইলাহ ;
 (ف+اعبد) - (فَاَعْبُدْنِى - (اَنَا -আমি ; اَلَا -ছাড়া ;

৫. হযরত মুসা আ. যখন ফিরআউনের হাতে শ্বেফতার হওয়ার আশংকায় মিসর ত্যাগ করে মাদইয়ানে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেখানে বিয়ে করে কয়েক বছর নির্বাসিত জীবনযাপন করে স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে নিয়ে মিসরে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখনই এ ঘটনা ঘটিয়েছিল এবং এ সময়ই তিনি নবওয়াত লাভ করেছিলেন।

৬. মূসা আ. মনে করেছিলেন—শীতের এ অন্ধকার রাতে একটু আগুন পাওয়া গেলে পরিবারের লোকদের শরীর গরম রাখার ব্যবস্থা হবে এবং আগুনের আলোতে সঠিক পথে চলা সহজ হবে। তিনি দুনিয়ার পথের সন্ধান করছিলেন, অথচ আল্লাহ তাঁকে আখিরাতের পথের সন্ধান দিয়ে দিলেন।

৭. হযরত মুসা আ.-এর প্রতি জুতা খুলে ফেলার এ নির্দেশ থেকে ইয়াহুদীরা জুতোসহ নামায পড়াকে জায়েয মনে করে না। ইসলামের বিধান অনুসারে জতোয় যদি কোনো

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ

আর আমার স্মরণে নামায কায়েম করুন। ১৫. কিয়ামত অবশ্যই আগমনকারী,
আমি চাই তা তার নির্দিষ্ট সময় গোপন রাখি, যাতে বিনিময় দেয়া হয়

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۖ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ

প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে অনুযায়ী, যা সে চেষ্টা করে। ১৬. সূতরাং সে যেন কখনো আপনাকে তা (কিয়ামতের
স্মরণ) থেকে বিরত না রাখে, যে তাতে বিশ্বাস না রাখে এবং অনুসরণ করে

অবশ্যই ; ১৫-আমার স্মরণে ; لِذِكْرِي-নামায ; الصَّلَاة-কায়েম করুন ; أَقِم-আর ;
তা- (اخفى+ها)-অখ্ফীহা ; آتِيَةٌ-আগমনকারী ; أَكَادُ-আমি চাই ; السَّاعَةَ-কিয়ামত ;
বিনামায ; بِمَا-ব্যক্তিকে ; تَسْعَى-প্রত্যেক ; كُل-যাতে বিনিময় দেয়া হয় ; لِتُجْزَى-গোপন রাখি ;
সে-সুতরাং (ف+لا يصدن+ك)-فَلَا يَصُدُّكَ-সে চেষ্টা করে ; تَسْعَى-সে অনুযায়ী যা ;
যেন আপনাকে কখনো বিরত না রাখে ; عَنْهَا-তা থেকে (عن+ها)-مَنْ-যে ;
অনুসরণ করে ; اتَّبَعَ-এবং ; وَ-তাতে ; بِهَا-বিশ্বাস না রাখে ; لَّا يُؤْمِنُ

নাপাকী লেগে না থাকে তবে জুতোসহ নামায পড়া জায়েয। তবে এটা তখনই প্রযোজ্য যখন মাঠে-ময়দানে অথবা মাসজিদে বিছানা ছাড়া খালি মাটিতে নামায আদায় করা হয়ে থাকে, কেননা জুতোসহ নামায পড়ার বৈধতা যখন দেয়া হয় তখন মাসজিদে নববীতে চাটাইয়ের ব্যবস্থা ছিল না ; শুধুমাত্র কাঁকর বিছানো ছিল। আজকাল মাসজিদসমূহে যেখানে চাটাই, মোজাইক এবং কার্পেট এর ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে কেউ যদি হাদীসের ভিত্তিতে জুতোসহ নামায পড়তে চায় তবে সঠিক হবে বলে মনে হয় না। আবার মাঠে-ময়দানে বা খালি মাটিতে নামায পড়ার সময় যদি কেউ জুতো খুলে ফেলার ওপর জোর দিতে চায়, তা-ও শরয়ী বিধানসম্মত হবে বলে মনে হয় না।

৮. ‘তুওয়া’ সিরিয়ার একটি উপত্যকার নাম, যাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র করা হয়েছে। এখানেই মুসা আ.-কে নবুওয়াত দান করা হয়েছিল।

৯. নামাযের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে স্মরণ করা। দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন প্রকার ব্যস্ততা, চোখ ধাঁধানো দৃশ্যাবলী ইত্যাদি যেন মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল না করে দেয়। আর মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করবে, তখন আল্লাহও মানুষকে স্মরণে রাখবেন। যেমন আল্লাহ বলেন—“তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও স্মরণ করবো।” আর আল্লাহকে স্মরণ করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামায।

এ আয়াত থেকে ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ এ বিধান নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায়, সে যেন তা মনে পড়ার সাথে সাথেই নামায আদায় করে নেয়। হাদীসের মাধ্যমে এটাও জানা যায় যে, কেউ যদি নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে তখন জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই তার প্রথম কাজ হবে নামায আদায় করে নেয়া।

هُوَ فَتَرَدَّى ۝ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُوسَى ۝ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ

তার নফসের (কুপ্রবৃত্তির), তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। ১৭. আর হে মুসা ! ওটা কি আপনার হাতে ?”

১৮. তিনি (যূসা) বললেন: তা আমার লাঠি, আমি ভর দেই

عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى ۝ قَالَ أَلْقِهَا

ওতে—এবং ওর সাহায্যে আমি গাছের পাতা বরই আমার হাগুলগুলোর জন্য ; আর ওতে আমার আরো

অন্য প্রয়োজনও আছে।^{১২} ১৯. তিনি (আল্লাহ) বলেন—‘আপনি ওটা ছুড়ে ফেলে দিন

يَمُوسَى ۝ فَالْقَمَٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۝ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۝ رَفَعَهُ

হে মূসা ! ২০. অতপর তিনি (মূসা) তা ছুড়ে ফেলে দিলেন, তৎক্ষণাৎ তা সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগলো।

২১. তিনি (আব্রাহাম) বলেন—“আপনি তাকে ধরে ফেলুন এবং তয় করবেন না।

তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে (ফ+তর্দী)-فَتَرَدُّی ; তার নফসের (হু+দ)-هُوَ
 যাবেন । ১৭) (আর+ও)-وَأَر ; কি-مَا ; ওটা-تِلْكَ ; আপনার হাতে :
 (عصا+ই)-عَصَايَ ; তা-هِيَ ; তিনি বললেন-قَالَ ১৮) (হে মুসা-يَا+মুসা)-يُوسَى
 আমার লাঠি ; (এবং+ও)-وَوَ ; ওতে-عَلَى+হা)-عَلَيْهَا ; আমি ভর দেই-أَتَوَكَّلُ ; আমার
 লাঠি পাতা ঝড়াই ; (ওর সাহায্যে+জন্ম)-عَنَّمِيْ ; জন্ম-عَلَى ; আমি পাতা ঝড়াই ;
 (অন্য+অন্য)-أُخْرَى ; আর-وَوَ ; আমার আছে-فِيْهَا ; ওতে-وَأَر ; আর-وَوَ ;
 (হে মুসা-يُوسَى ; তিনি (আল্লাহ)-قَالَ ১৯) (আপনি ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিন-فَالْقَهَا
 (ফ+আড়া)-فَإِذَا ; অতপর তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন-فَالْقَهَا ২০) (ফ+আড়া)-
 (তৎক্ষণাৎ+হা)-إِذَا ; তা-هِيَ ; সাপ হয়ে-حَيَّةٌ ; দৌড়াতে লাগলো-تَسْعَى ; তিনি-قَالَ ২১)
 বলেন ; (ভয় করবেন না-لَا تَخَفْ ; এবং+ও)-وَوَ ; আপনি তাকে ধরে ফেলুন-خُذْهَا ;

১০. অর্থাৎ কিয়ামতের আসাটা অবশ্যজ্ঞাবী; কিন্তু আসার সময়টা গোপন রাখা হয়েছে এজন্য যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে চেষ্টা-সাধনা চালিয়েছে এবং আখিরাতের লক্ষ্যে কাজ করেছে তার প্রতিদান তাকে দেয়া হবে আখিরাতে। পরীক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই এরূপ করা হয়েছে। যার মধ্যে আখিরাতের সামান্য চিন্তাও থাকবে, সে কিয়ামত-এর সময় সম্পর্কে চিন্তা করে নিজেকে ভুল পথ থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কাজ-কর্মে ডুবে থেকে মনে করবে যে, কিয়ামত তো অনেক দূরে, আখিরাতের কাজ করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

১১. হযরত মুসা আ.-কে হাতের বস্ত্রটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এজন্য যে, তিনি যেনো হাতে যে লাঠি আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যান ; কারণ একটু পরেই এ লাঠির মাধ্যমেই আল্লাহর কদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. ٣٩) وَاضْمُرْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ

আমি তাকে এখনই তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবো ২২. আর আপনার হাতকে আপনার বগলে চেপে ধরুন, তা বের হয়ে আসবে

بِضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ آيَةٌ أُخْرَى ﴿٦٩﴾ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۝

উজ্জ্বল হয়ে কোনো কষ্ট ছাড়াই^{১০}—(এটা) অপর একটি নিদর্শন। ২৩. এজন্য যে, আমি আপনাকে দেখাবো আমার আরও বড় বড় নিদর্শন।

③ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ ۝

২৪. আপনি ফিরআউনের কাছে যান, যে অবশ্যই বিদ্রোহ করেছে।

তার অবস্থায় (সিঁের+হা)-سَيَّرَتْهَا ; আমি এখনই তাকে (সংعيد+হা)-سَنَعِيدُهَا ফিরিয়ে দেবো ; আগের-الأُولَى-و-আর ; আঁপনি চেপে ধরুন ; يَدَكْ-(-+يد) ; তা বের-تَخْرُجْ ; আপনার বগলে (-الى+جناح+ك)-الى جَنَاحِكَ ; আপনার হাতকে (-ك) ; একটি-أَيَّةٌ ; কোনো কষ্ট-سُوءٌ ; ছাড়াই-مِنْ غَيْرٍ ; উজ্জ্বল হয়ে-بَيَضاءٌ ; হয়ে আসবে ; নিদর্শন-مِنْ آيَاتِنَا ; এজন্য-لِنُرِيَكَ-আপনার দেখাবো ; অপর-أُخْرَى ; আমার আরোও হ্রিদর্শন ; বড় বড়-الْكُبْرَى ; আপনি যান-اذْهَبْ-আছে ; الى-আপনি ফিরআউনের-فِرْعَوْنَ ; নিশ্চয়ই সে-نَافِعِي ; বিদ্রোহ করেছে।

১২. আল্লাহ তাআলার প্রশ্নের জবাব তো শুধু এতোটুকুই ছিল যে, 'এটা একটা লাঠি' কিন্তু মূসা আ. ~~রা~~ জবাব দিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলার সময়টাকে দীর্ঘায়িত করতে চেয়েছিলেন।

১৩. অর্থাৎ তোমার হাত সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, কিন্তু এতে কোনো তাপ থাকবে না, যাতে তোমার কোনো প্রকার কষ্ট হতে পারে।

১ম ক্লক' (১-২৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের কারণ নয়; বরং কুরআন মাজীদই তাদের সৌভাগ্যের পরশমনি; কিন্তু সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে তার বিধানকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্যই কুরআনের উপদেশ-নসীহত কার্যকরী। যারা তা করে না তারা এর সফল থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

৩. যারা ঈমান আনতেই রাজী নয় তাদেরকে যে কোনো ভাবেই ঈমানদার বানাতে হবে—ত এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। তবে ঈমান আনার জন্য তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

৪. কুরআন মাজীদ আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য নাযিল করেছেন। এটা আল্লাহর মহা দয়া মানুষের ওপর।

৫. আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর এসব কিছুর শাসন-কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে রয়েছে। এসব কাজে তাঁর কেউ শরীক-অংশিদার নেই।

৬. আসামান-যমীনে যাকিছু আছে এবং মাটির নীচে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিকানাও তাঁর।

৭. তিনি সকল ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদ-ই শোনেন। ফরিয়াদ সশব্দে হোক বা নিঃশব্দে হোক ; এমনকি তা যদি অন্তরের গোপন কামনাও হয়, তাও তিনি জানেন।

৮. আল্লাহ তাআলার গুণবাচক যেসব সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। তিনি সেসব গুণের অধিকারী।

৯. হযরত মূসা আ.-ও আল্লাহর একজন নবী। তাঁর ওপর তাওরাত' কিতাব নাযিল হয়েছিল। এখানে তাঁর নবুওয়াত পাওয়ার ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। সকল নবী-রাসুলের উপর ঈমান আনা ফরয।

১০. মূসা আ. 'তুওয়া' উপত্যকায় নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। তিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথন করতেন। এজন্য তিনি 'কালীমুল্লাহ' নামে ভূষিত হন।

১১. সকল নবীর দাওয়াতের মূলকথা একই ছিল। আর তা হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারেই জীবনযাপন করতে হবে।

১২. আল্লাহর দাসত্বকে স্বরণে রাখার জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নামায।

১৩. কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে। আর তখন দাসত্বের দায়িত্ব কতটুকু পালিত হয়েছে তার হিসেব দিতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৪. কিয়ামতের নির্ধারিত সময় গোপন রাখা হয়েছে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য এবং দুনিয়াতে মানুষের চেষ্টা-সাধনার যথাযথ প্রতিদান দেয়ার জন্য।

১৫. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং দুনিয়াতে নিজের নফসের গোলামী করে তারা মানুষকেও কিয়ামত থেকে তথা আখিরাতে থেকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। এসব লোকের কথা কখনোও মানা যাবে না—এদের অনুসরণও করা যাবে না।

১৬. মূসা আ.-কে যেসব মু'জিয়া আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তার দু'টো মু'জিয়া এখানে উল্লিখিত হয়েছে—এক. তাঁর হাতের লাঠি যা হাত থেকে ছেড়ে দিলে সাপ হয়ে দৌড়াতে থাকে। দুই. উজ্জ্বল হাত যা বগলে রেখে বের করে আনলে সূর্যালোকের মতো ঝকঝক দেখা যায়।

১৭. দুনিয়ার যালিম ও আল্লাহদ্রোহী শাসকদের সামনে আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌছানো সকল নবী-রাসুলের যেমন দায়িত্ব ছিল, তেমনি তাঁদের অনুসারী মুসলিম উম্মাহর ওপরও এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

১৮. শেষ নবী মুহাম্মদ স.-এর অনুসারী বর্তমান মুসলিম উম্মাহর ওপর দাওয়াতের উল্লিখিত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত এ মুসলিম উম্মাহকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-২
পারা হিসেবে রুক্ক'-১১
আয়াত সংখ্যা-৩০

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَاجْعَلْ عَقْدَةً

২৫. তিনি (মূসা) বললেন—হে আমার প্রতিপালক ! আমার বুক-কে প্রশস্ত করে দিন ; ২৬. আর আমার কাজকে সহজ করে দিন ; ২৭. এবং জড়তা দূর করে দিন

مِّنْ لِّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۚ

আমার জিহ্বা থেকে, ২৮. (যেন) তারা আমার কথা বুঝতে পারে । ২৯. আর আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দিন ।

২৫-তিনি (মূসা) বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اشْرَحْ-প্রশস্ত করে দিন ; وَاجْعَلْ-আমার জন্য ; صَدْرِي-(صدر+য়)-আমার বুককে । وَيَسِّرْ-সহজ করে দিন ; أَمْرِي-(امر+য়)-আমার কাজকে । وَاجْعَلْ-দূর করে দিন ; أَهْلِي-আমার জন্য ; يَفْقَهُوا-আমার জিহ্বা ; لِّسَانِي-(لسان+য়)-আমার জিহ্বা ; عَقْدَةً-জড়তা ; (যেন) তারা বুঝতে পারে ; قَوْلِي-(قول+য়)-আমার কথা । وَاجْعَلْ-আর ; وَزِيرًا-একজন সাহায্যকারী ; أَهْلِي-আমার পরিবার ।

১৪. হযরত মূসা আ.-কে এক বিরাট কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল । সে যুগের সবচেয়ে প্রতাপশালী, অত্যাচারী ও বিপুল শক্তি সম্পন্ন শাসকের সামনে দীনের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল । এজন্য প্রয়োজন দুরন্ত-দুর্বীর সাহসের । তাই তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমার মনে এ মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য সাহস, ধৈর্য, দৃঢ়তা, সংযম, নির্ভিকতা ও দুর্জয় সংকল্প সৃষ্টি করে দিন ।

১৫. হযরত মূসা আ. নিজের মধ্যে বাকপটুতার অভাব দেখেছিলেন । তাই তাঁর মনে এ আশংকা দেখা দিয়েছিল যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে এটা বাঁধা হতে পারে, তাই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন—“হে আল্লাহ আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে আমি নিজের কথা লোকদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে পারি এবং লোকেরাও আমার কথা সহজে বুঝতে সক্ষম হয় ।” মূসা আ.-এর এ দুর্বলতাকে লক্ষ্য করেই ফিরআউন একবার ঠাট্টা করে বলেছিল যে, এ লোকতো নিজের কথাই সঠিকভাবে বলতে পারে না । আর মূসা আ.-ও নিজের এ দুর্বলতা অনুভব করে তাঁর ভাই হারুনকে নিজের সাহায্যকারী হিসেবে চেয়েছেন ; কারণ হারুন আ. ছিলেন অধিকতর

﴿٥٩﴾ هَرُونَ أَخِي ﴿٦٠﴾ أَشَدُّ دِينَهُ أَزْرَى ﴿٦١﴾ وَأَشْرَكَهُ فِي أَمْرِي ۖ

৩০. আমার ভাই হার্লানকে ।^{১৬} ৩১. তার মাধ্যমে আমার শক্তিকে সুদৃঢ় করে দিন ।

৩২. এবং তাকে আমার কাজে অংশী করে দিন।

﴿٥٥﴾ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٥٦﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٥٧﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَاصِرٍ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾

৩৩. যেন আমরা বেশী বেশী আপনার পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে পারি ; ৩৪. এবং আপনাকে (যেন) বেশী বেশী স্মরণ করতে পারি। ৩৫. নিশ্চয়ই আপনি হচ্ছেন সর্বদাই আমাদের অবস্থার দ্রষ্টা।

﴿٥٦﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۖ

৩৬. তিনি (আল্লাহ) বলেন—হে মুসা ! নিসন্দেহে আপনাকে দেয়া হলো আপনার প্রার্থিত বিষয়। ৩৭. আর আমি তো আপনার প্রতি আরো একবার ইহসান করেছিলাম।^{১৭}

তার- بِهٖ ; দিন-سُدُّدُ ۞۱। আমার ভাই- (اخ+ی)- اَخِي ; হারুনকে- هَرُونَ ۞۲।
তার- (اشرك+ه)- اَشْرِكُهُ ; এবং- وَ ۞۳। আমার শক্তিকে- (ازر+ی)- اَزْرِي ;
করে দিন- (نَسِيح+)- نَسِيْحَكَ ; যেন- كَيْ ۞۴। আমার কাজে- (فی+امر+ی)- فِیْ اَمْرِي ;
এবং- وَ ۞۵। বেশী বেশী- كَثِيْرًا ; আপনার পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে পারি- (ك)
- اِنَّكَ ۞۶। বেশী বেশী- كَثِيْرًا ; আপনাকে স্মরণ করতে পারি- (نذكر+ك)- نَذْكُرُكَ
- فَالْ ۞۷। সর্বদাই দ্রষ্টা- بَصِيْرًا ; আমাদের অবস্থার- بِنَا ; হচ্ছেন- كُنْتُ ;
- (سؤل+ك)- سَوَّلَكَ ; নিসন্দেহে আপনাকে দেয়া হলো- اُوْتِيْتُ ; তিনি (আল্লাহ)
- لَقَدْ مَنَّا ۞۸। আর- وَ ۞۹। হে মুসা- (يا+موسى)- يٰمُوسٰى ; আপনার প্রার্থীত বিষয়-
আমিতো ইহসান করেছিলাম- اٰخِرٰى ; একবার- مَرَّةً ; আপনাকে- عَلَيْنَكَ ; আরও- اٰخِرٰى ।

বাকপটু। পরবর্তীতে অবশ্য মুসা আ. একজন সুবক্তা হয়ে গিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদে তাঁর যেসব ভাষণ উদ্ধৃত হয়েছে তা একথার সাক্ষ্য দেয়।

১৬. হারুন আ. মুসা আ.-এর তিন বছরের বড় ছিলেন বলে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে।
করআনে এ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

১৭. হযরত মূসা আ.-এর প্রতি আল্লাহ তাআলা যেসব ইহসান করেছেন তা সবই কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। সূরা কাসাসে ও আয়াত থেকে ক্রমাগত বর্ণিত মূসা আ. ও ফিরআউনের কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে ইশারায় মূসা আ.-কে একথা বুঝানো হয়েছে যে, তোমাকে একাজ অর্থাৎ ফিরআউনের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তার সাথে মুকাবিলা করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তোমাকে বিশেষ তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত করা হয়েছে।

﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ

৩৮. (স্মরণ করুন) যখন আমি আপনার মায়ের প্রতি ইশারা করেছিলাম, যা ইশারা করার। ৩৯. যে, তাকে (শিশুটিকে) রেখে দিন সিন্দুকে,

فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي

তারপর তাকে (সিন্দুকটিকে) নদীতে ভাসিয়ে দিন। পরে নদী তাকে কিনারায় নিয়ে ফেলবে, তাকে উঠিয়ে নেবে আমার দূশমন

وَعَدُوٌّ لَّهُ ۖ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝

ও তার (শিশুটির) দূশমন ; আর আমি ঢেলে দিয়েছিলাম আপনার ওপর আমার পক্ষ থেকে ভালবাসা ; যাতে আপনি আমার চোখের সামনে লালিত—পালিত হন।

﴿٣٩﴾ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ

৪০. যখন আপনার বোন (নদীর কিনারে কিনারে) গিয়ে পৌঁছল এবং বললো—“আমি কি তোমাদেরকে এমন একজনের খোঁজ দেবো, যে তার (শিশুটির) লালন-পালনের ভার নেবে ? এভাবে আমি আপনাকে ফেরত দিলাম।

﴿٣٧﴾-যখন ; إِذْ-আমি ইশারা করেছিলাম ; إِلَى-প্রতি ; أُمِّكَ-আপনার মায়ের ; يُوحَى-ইশারা করার। ﴿٣٨﴾-তাকে রেখে (আফ্‌যী+হ) ; أَقْذِفِيهِ-ইশারা করার। ﴿٣٩﴾-যখন ; إِذْ-যখন ; تَمْشِي-গিয়ে পৌঁছল ; أَخْتُكَ-আপনার বোন ; فَتَقُولُ-এবং বললো ; هَلْ-কি ; أَدُلُّكُمْ-আমি তোমাদেরকে খোঁজ দেবো ; عَلَىٰ مَن-এমন একজনের, (ফ+আফ্‌যী+হ) ; فَاقْذِفِيهِ-তারপর তাকে ; فِي الْيَمِّ-নদীতে ; يُلْقِيهِ-নদীতে ; السَّاحِلِ-কিনারায় ; يَأْخُذْهُ-তাকে ; عَدُوٌّ لِّي-আমার দূশমন ; عَدُوٌّ لَّهُ-তার দূশমন ; وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ-আমি ঢেলে দিয়েছিলাম ; مَحَبَّةً-ভালোবাসা ; مِّنِّي-আমার পক্ষ থেকে ; وَلِتُصْنَعَ-আপনি লালিত-পালিত হন ; عَلَىٰ عَيْنِي-আমার চোখের সামনে ; فَرَجَعْنَاكَ-আমি আপনাকে ফেরত দিলাম ;

إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّعَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَكُنتَ نَفْسًا فَتَجُنَّكَ

আপনার মায়ের কাছে, যেন তাঁর চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি যেন দুঃখ না পান ; আর আপনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, অতপর আমি আপনাকে মুক্তি দিয়েছি ।

مِنَ الْغُرُوفَتِكَ فُتُونَا ۖ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۖ

দুশ্চিন্তা থেকে এবং আপনাকে পরীক্ষায় ফেলেছি—নানাবিধ পরীক্ষায়; তারপর আপনি মাদইয়ান বাসীদের মধ্যে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন;

ثُمَّ رَجِئْتُ عَلَىٰ قَدْرِ مُوسَىٰ ۖ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۚ إِذْ هَبَّ أَنْتَ

অতপর হে মূসা! আপনি যথাসময়ে (এখানে) এসে পড়েছেন। ৪১. আমি আপনাকে আমার নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি। ৪২. আপনি যান

وَآخُوكَ بَايْتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٦٩﴾ اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٧٠﴾

আপনার জইসহ আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে এবং আপনারা আমার স্বরণে কোনো অলসতা করবেন না।

৪৩. আপনারা উভয়ে ফিরআউনের নিকট যান, সে অবশ্যই সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

- عَيْنُهَا ; جُوذِيَ ; تَقَرَّ ; يَنَاقِ ; -كَ- (ام+ك) -أَمَكْ ; -الِي-
-آপনি ; قَتَلْتَ ; -আর ; وَ- দুঃখ না পায় ; لَا تُحْزَنْ ; -এবং ; وَ- তার চক্ষু ; (عين+ها)
হত্যা করেছিলেন ; -অতপর আমি ; (ف+نَجِينَا+ك)- فَتَجِّئُكَ ; এক ব্যক্তিকে ; نَفْسًا
আপনাকে মুক্তি দিয়েছি ; -এবং ; وَ- দুঃশিস্তা ; الْغَمِّ ; مِنْ- থেকে ; -
আপনাকে পরীক্ষায় ফেলেছি ; فَلَبِثْتَ ; -তারপর ; (ف+لَبِثْتَ)- فُلِبْتُ ; নানাবিধ পরীক্ষায় ; فُتُّوْنَا
আপনি অবস্থান করেছিলেন ; مَدِينٍ ; -মধ্যে ; فِي- ; مدِين- কয়েক বছর ; سِنِينَ
মাদইয়ান ; عَلَى قَدَرٍ ; -যথাসময় ; -আমি ; (اصطنعت+ك)- اصْطَنَعْتُكَ ; -আর ; (وَ٥١) اِهْمَسُوا
আপনাকে তৈরি করে নিয়েছি ; لِنَفْسِي ; -আমার নিজের জন্য ; اَذْهَبْ ٥٢।
-আপনি যান ; بَأَيْتِي ; -আপনার ভাই ; (اخو+ك)- اخُوكْ ; সহ ; وَ- আপনি ; أَنْتَ
-আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে ; وَ- এবং ; لا تَنْبِإَ ; আপনারা কোনো অলসতা
করবেন না ; ذِكْرِي ; -আমার স্মরণে । (فِي+ذَكَر+ي)- فِي ذِكْرِي ; اَذْهَبَا ٥৩
যান ; طَغَى ; -সীমা ; (ان+ه)- إِنَّهُ ; -ফিরআউনের ; فِرْعَوْنَ ; -নিকট ; إِلَى-
ছাড়িয়ে গেছে ।

﴿٨٨﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿٨٨﴾ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا

৪৪. অতপর আপনারা তার সাথে নরম কথা বলবেন, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। ৮৮

৪৫. তাঁরা উভয়ে বললেন—‘হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা তো

نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴿٨٩﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي

আশংকা করছি যে, সে আমাদের ওপর যুলুম করবে, অথবা (যুলমে) বাড়াবাড়ি করবে। ৪৬. তিনি (আল্লাহ) বলেন—‘আপনারা ভয় করবেন না, নিশ্চয়ই আমি

مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿٨٩﴾ فَاتَيْنَهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا

আপনাদের সাথে আছি—আমি (সবই) শুনি ও দেখি। ৪৭. সুতরাং আপনারা তার কাছে যান এবং বলুন—

“অবশ্যই আমরা উভয়ে তোমার প্রতিপালকের রাসূল”; অতএব আমাদের সাথে যেতে দাও

بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ

বনী ইসরাঈলকে; এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না; নিসন্দেহে আমরা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি; আর ‘সালাম’

- لَيْنًا ; কথ্য-قَوْلًا ; তার সাথে-لَهُ ; অতপর আপনারা বলবেন ; (ف+قولا)-فَقُولَا ﴿٨٨﴾
- অথবা-أَوْ ; উপদেশ গ্রহণ করবে-يَتَذَكَّرُ ; হয়ত সে-لَعَلَّ (হ+ه)-لَعَلَّهُ ; নরম ;
- হে আমাদের প্রতিপালক-رَبَّنَا ; তাঁরা উভয়ে বললেন-قَالَا ﴿٨٩﴾ ; ভয় করবে-يَخْشَى ;
- عَلَيْنَا ; সে যুলুম করবে-يَفْرُطَ ; যে-أَنْ ; আশংকা করছি-نَخَافُ ; আমরা তো-إِنَّا ;
- তিনি বললেন-قَالَ ﴿٨٩﴾ ; বাড়াবাড়ি করবে-يَطْغَى ; অথবা-أَوْ ; আমাদের ওপর ;
- (مع+كما)-مَعَكُمْ ; অবশ্যই আমি-إِنِّي ; আপনারা ভয় করবেন না-تَخَافَا ;
- فَاتَيْنَهُ ﴿٨٩﴾-দেখি-أَرَى ; ও-و ; আমি (সবই) শুনি-أَسْمَعُ ; আপনাদের সাথে আছি ;
- (ف+قولا)-এবং বলেন-إِنَّا ; সুতরাং আপনারা তার কাছে যান-فَأَرْسِلْ مَعَنَا ;
- (ف+ارسل)-অতএব যেতে দাও-إِنَّا ; আমাদের সাথে-مَعَنَا ; তোমার প্রতিপালকের-رَبِّكَ ;
- (ف+ارسل)-বনী ইসরাঈলকে-بَنِي إِسْرَءِيلَ ; এবং-و ; তাদেরকে কষ্ট দিও না-قَدْ جِئْنَاكَ ;
- (ب+اية)-بِآيَةٍ ; নিসন্দেহে আমরা তোমার নিকট এসেছি-إِنِّي ;
- (ب+اية)-তোমার প্রতিপালকের-رَبِّكَ ; পক্ষ থেকে-مِّنْ ; আর-و ;
- (ف+ارسل)-সালাম-السَّلَامُ ;

عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۖ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ

তার ওপর যে সৎপথ অনুসরণ করে। ৪৮. অবশ্যই আমাদের প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে—নিশ্চয়ই শাস্তি তার জন্য, যে

كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَمُوسَىٰ ۖ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ

মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৯. সে (ফিরআউন) বললো—হে মুসা! তাহলে তোমাদের উভয়ের প্রতিপালক কে? ৫০. তিনি (মূসা) বললেন—আমাদের প্রতিপালকতো তিনি, যিনি দান করেছেন

فَذُ ۖ إِنَّا ۖ الْهُدَىٰ-সৎপথ করে ; اتَّبَعَ-অনুসরণ করে ; عَلَى-ওপর ; شَاسْتِي-শাস্তি ; الْعَذَابُ-নিশ্চয়ই ; إِنَّا-আমাদের প্রতি ; وَهَى-ওহী পাঠানো হয়েছে ; رَبُّنَا-আমাদের প্রতিপালক ; يَمُوسَى-হে মুসা ; قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; دَانَ-দান করেছেন ; أَعْطَى-তিনি, যিনি ; الَّذِي-আমাদের প্রতিপালকতো ; (رَبُّنَا)-

১৮. অর্থাৎ ফিরআউন দীনের দাওয়াত পেয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝে শুনে সঠিক পথে আসবে অথবা আল্লাহর পাকড়াওয়ার ভয়ে সঠিক পথে আসবে। আর মানুষের সঠিক পথে আসার পথও এ দু'টোই।

১৯. হযরত মূসা আ. ও হারুন আ. যখন মিসরে পৌছেন এবং ফিরআউনের নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি নেন সম্ভবত তখনই আল্লাহর নিকট এ নিবেদন পেশ করেন।

২০. হযরত মূসা আ. ও আল্লাহর সাথে একথাগুলো কুরআন মাজীদে মার্জিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ বাইবেলে ও তালমূদে এটা যে ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে তা অমার্জিত। আল্লাহর সাথে একজন নবীর কথোপকথন বিবেক-বুদ্ধি সমর্থন করে না। (তাফহীমুল কুরআন সূরা ত্বা-হা'র ১৯ টীকায় বাইবেল ও তালমূদের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। আগ্রহী পাঠকদেরকে উক্ত অংশ দেখে নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।)

২১. ফিরআউনের নিকট হযরত মূসা আ.-এর গমন ও তার সামনে দাওয়াত দেয়ার ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আ'রাফের ১০৪ আয়াত থেকে ১৩৬ আয়াতে, সূরা আশ-শুরার ১০ থেকে ৫১ আয়াতে, সূরা আল-কাসাস ৩-৪০ আয়াতে এবং সূরা আন-নাযিয়াতের ১৫-২৬ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

২২. হযরত মূসা আ. যেহেতু দু'জনের মধ্যে প্রধান নবী ছিলেন, তাই ফিরআউন মূসা আ.-কে সম্বোধন করেই কথা বলছিল। সে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলো—“তোমাদের প্রতিপালক আবার কে?” এ প্রশ্নের মাধ্যমে সে বলতে চেয়েছে যে, মিসরের একচ্ছত্র ক্ষমতাতো আমার, তোমরা আমাকে ছাড়া আবার কাকে ক্ষমতাসীন বানিয়ে নিয়েছ?

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ تَرَهْدَى ۝ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۝ قَالَ

প্রত্যেক জিনিসকে তার গঠন আকৃতি। অতপর পথ দেখিয়েছে।^{১৪} ৫১. সে (ফিরআউন) বললো—‘তাহলে আগের যুগের (লোকদের) অবস্থা কি?’^{১৫} ৫২. তিনি (মূসা) বললেন—

কُل-প্রত্যেক ; জিনিসকে ; خَلَقَهُ-তার গঠন-আকৃতি ; تَرَهْدَى-অতপর ;
قَالَ-পথ দেখিয়েছেন। ৫১-সে (ফিরআউন) বললো ; فَمَا-(ف+ما)-তাহলে কি ;
قَالَ-তিনি (মূসা) ৫২-আগের। الْأُولَى-যুগের (লোকদের) ; الْقُرُونِ-অবস্থান ;
বললেন ;

ফিরআউন নিজেকে ‘আল্লাহ’ বলে দাবী করতো না। আর আল্লাহর অস্তিত্বকেও অস্বীকার করতো না। সে যা বলতো তা হলো—আমি তোমাদের প্রধান প্রতিপালক; আমি তোমাদের ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই প্রতিপালক ও ইলাহ হিসেবে মানবে, আমারই আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। মিসরের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আমার। এর অর্থ এটা নয় যে, সে নিজেকে ‘একমাত্র পূজনীয়’ বলে দাবী করতো; বরং সে আল্লাহ ও ফেরেশতার অস্তিত্ব স্বীকার করতো। তবে তার রাজনৈতিক প্রভুত্ব অন্য কারো হস্তক্ষেপ করবে এবং আল্লাহর কোনো রাসূল এসে তাঁর হুকুম চালাবে এটা সে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। সে মনে করতো আল্লাহর কর্তৃত্ব আসমানে, দুনিয়ার কর্তৃত্ব আমার। এখানে আল্লাহর কোনো হুকুম চলতে পারে না।

২৩. অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি আমাদের সকলের স্রষ্টা। তিনিই আমাদের প্রভু, মালিক, শাসক। এক কথায় আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকে প্রতিপালক বলে স্বীকার করি না। তিনিই সকল কিছু আমাদেরকে দান করেছেন।

২৪. এখানে মূসা আ. শুধুমাত্র তাঁর প্রতিপালক কে—এ প্রশ্নের উত্তরই দেন নি বরং এর সঙ্গে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ-ই একমাত্র ‘রব’ বা প্রতিপালক কেন এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেয়া যায় না কেন ?

আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসকে তাঁর নিজের কৌশলে গঠন করেছেন। তিনিই সবকিছুকে আকার-আকৃতি, শক্তি, যোগ্যতা, গুণ ও বিশেষত্ব দান করেছেন। যে জিনিসের যে রকম আকার-আকৃতি, শক্তি-যোগ্যতা প্রয়োজন, সে জিনিসকে সে রকম আকার-আকৃতি ও শক্তি যোগ্যতা তিনি দান করেছেন। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, জড়বস্তু, আলো-বাতাস, পানি ইত্যাদি সৃষ্টিকে বিশ্বজাহানে নিজ নিজ কাজ করার জন্য যা প্রয়োজন তা সবই তিনি দান করেছেন। অতপর তিনি প্রত্যেক জিনিসকে পথ-নির্দেশনাও দিয়েছেন। দুনিয়াতে এমন কোনো জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার পথ বাতলে দেন নি। গাছকে ফুল ও ফল দেয়ার, মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার, মাছকে সাঁতার কাটার, পাখিকে উড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। মূলতঃ তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পথ প্রদর্শক ও শিক্ষক। সুতরাং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ‘রব’ বা প্রতিপালক হিসেবে কিভাবে মানা যেতে পারে ? অতএব ফিরআউন যে নিজেকে ‘রব’ বলে দাবী করে তা এবং যারা ফিরআউনকে ‘রব’ হিসেবে মানে তাদের এ মানাটা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

عَلَّمَاعِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝ الَّذِي جَعَلَ

‘তার খবর আমার প্রতিপালকের কাছে একটি কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে ; আমার প্রতিপালক পথ হারিয়ে ফেলেন না এবং ভুলেও যান না । ২৫ ৫৩. যিনি করে দিয়েছেন’

لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ এবং তাতে বানিয়ে দিয়েছেন তোমাদের জন্য চলার পথ, আর বর্ষণ করেছেন আসমান থেকে পানি ;

عَلَّمَاعِنْدَ-তার খবর ; رَبِّي-আমার প্রতি পালকের ; (رب+ی)-আমার প্রতি পালকের ; عِنْدَ-কাছে ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; وَ-এবং ; لَا يَضِلُّ-ভুলেও যান না । ২৫ ৫৩. যিনি করে দিয়েছেন ; جَعَلَ-আমার প্রতিপালক ; وَ-এবং ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; مَهْدًا-বিছানা স্বরূপ ; وَأَنْزَلَ-বর্ষণ করেছেন ; مِنَ السَّمَاءِ-আসমান ; مَاءً-পানি ;

২৫. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ‘রব’ বা প্রতিপালক না-ই থাকে, তাহলে আমাদের পূর্ব পুরুষ যারা আল্লাহকে একমাত্র ‘রব’ হিসেবে মেনে চলেনি, বরং যারা একাধিক ‘রব’-এর উপাসনা করে দুনিয়া থেকে চলে গেছে, তাদের অবস্থা কি হবে ? এটা ছিল মূসা আ.-এর যুক্তির জবাবে ফিরআউনের প্রশ্ন। এ প্রশ্নের মাধ্যমে সে মূসা আ.-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে মিসরের অধিবাসী ও তার সভ্যদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। সত্য দীনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে সকল যুগেই এ প্রশ্নটি তোলা হয়ে থাকে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ স.-এর দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যও এ প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশী তোলা হয়েছে। হযরত মূসা আ.-এর বিরুদ্ধে ফিরআউনও এ প্রশ্নটি যে তুলেছে, সেটাই এখানে উল্লেখ করে মক্কার কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, এটি একটি অতিপুরাতন কৌশল যার জবাব প্রত্যেক যুগেই নবী-রাসূলগণ দিয়েছেন।

২৬. অতীতের লোকদের অবস্থা কি হবে—ফিরআউনের এ প্রশ্নের জবাবে মূসা আ. অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তারা যা কিছুই করেছে তাদের সেসব কৃতকর্ম নিয়ে তারা আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের কর্মের পেছনে তাদের কি উদ্দেশ্য ছিল তা-তো আমাদের জানা নেই। সেটার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই সংরক্ষিত রয়েছে, সুতরাং তিনিই ভালো জানেন, তাদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে। তিনি কোনো কিছুই ভুলে জান না। ফিরআউন চেয়েছিল মূসা আ.-এর বিরুদ্ধে উপস্থিত শ্রোতা এবং এদের মাধ্যমে গোটা জাতির মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেয়া ; কিন্তু মূসা আ.-এর জবাবে তার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। মূসা আ. যদি বলতেন যে, তারা সবাই মূর্থ ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে, তাহলে ফিরআউনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো।

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۝ كُلُّوْا وَاَرْعَوْا اَنْعَامَكُمْ

আর আমি তা দিয়ে নানা রকম গাছপালা জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন করি।

৫৪. তোমরা খাও এবং তোমাদের পশু পালকেও চরাও ;

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاَوَّلِي النُّهٰى ۝

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন বিবেকবানদের জন্য।^{২৮}

ফাখরজা-জোড়ায় জোড়ায়; তা দিয়ে; অ-আর আমি উৎপন্ন করি; (ফ+আখরজা)-ফাখরজা; -অ-এবং; ও-কুলু-তোমরা খাও; ৫৪-নানা রকম; শতী-গাছপালা; -অ-চরাও; -এতে; -ফি-এতে; -লাই-নিশ্চয়ই; -আ-তোমাদের পশুপালকে; -আন-নিশ্চয়ই; -আন-নিশ্চয়ই; -লাই-নিদর্শন; -লাই-বিবেকবানদের জন্য।

২৭. হযরত মুসা আ.-এর বক্তব্য “তিনি ভুলেও যান না” পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অতপর এখান থেকে আল্লাহ তাআলার কথা থেকে কিছু কথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উপদেশ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আর এর সম্পর্কও মুসা আ.-এর পুরো বক্তব্যের সাথেই রয়েছে।

২৮. অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়গুলোতে সেসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা নিজের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সত্য অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা করে। তারা অবশ্যই এ সবার সাহায্যে মনযিলে মাকসূদে পৌঁছার পথ জানতে পারবে এবং এসব নিদর্শন তাকে এ প্রমাণ অবশ্যই দেবে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একজনই এবং সমগ্র শাসন-কর্তৃত্বও একমাত্র তাঁরই হাতে নিবদ্ধ রয়েছে।

২ ককু' (২৫-৫৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দীনের দাওয়াতী কাজে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে, যেমন হযরত মুসা আ. আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছেন।

২. এ কাজে সর্বাবস্থায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে এবং তাঁকে বেশী বেশী স্মরণ করতে হবে। অবশ্যই আল্লাহ এ কাজে গায়েবী সাহায্য করবেন।

৩. আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে দুনিয়ার কোনো শক্তি মারতে পারবে না। আর যাকে আল্লাহ মারতে চাইবেন, দুনিয়ার কোনো শক্তি-ই তাকে বাঁচাতে পারবে না।

৪. আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে তার চরম শত্রুর তত্ত্বাবধানেও লালন-পালন করতে পারেন। যেমন হযরত মুসা আ.-কে ফিরআউনের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করেছেন।

৫. আল্লাহ তাআলার অপার মহিমা—যে শিশুটির আগমনের পথ বন্ধ করার জন্য ফিরআউন বনী ইসরাঈলের অগণিত শিশুকে হত্যা করেছিল; সেই শিশুটি তার ঘরেই লালিত-পালিত হয়েছে; আর পূরণ হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছা।

৬. আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে শিশু মুসাকে তার মায়ের কোলেই ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং মায়ের দুধ পান করেই তাঁর শরীর সুগঠিত হয়েছে।

৭. আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-কে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছেন, মুসা আ. সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই তাঁকে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

৮. ফিরআউন ক্ষমতার অহংকারে উদ্ধত হয়ে বনী ইসরাঈলের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন-এর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তখন মুসা আ.-কে নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে তার মুকাবিলায় পাঠিয়েছেন।

৯. আল্লাহর দীনকে বিজয়ীর আসেন আসীন করার জন্য সংগ্রাম করাই নবী-রাসূলদের দায়িত্ব।

১০. মুসা আ.-এর আবেদনক্রমে আল্লাহ তাআলা তাঁর ভাই হারুন আ.-কেও নবী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং উভয়কে ফিরআউনের নিকট পাঠান।

১১. আল্লাহর পথের সৈনিকদের আল্লাহ নিজেই হিফায়ত করেন এবং তারা সদা সর্বদা আল্লাহ তাআলার সজাগ দৃষ্টিতে থাকেন। শুধু তা-ই নয় আল্লাহ নিজেই তাদের সাথেই থাকেন।

১২. আল্লাহর পথের সৈনিকদের যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায়ই ভয় করার কোনো কারণ নেই। কেননা আল্লাহ যেখানে সাথে আছেন, সেখানে কোনো ভয়ই থাকতে পারে না।

১৩. দুনিয়াতে যারা ঈমান ও নেক আমলের সাথে জীবন-যাপন করবে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অর্থাৎ উভয় জাহানেই প্রকৃত অশান্তি রয়েছে।

১৪. আর যারা আল্লাহর দীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্যই প্রকৃত শান্তি রয়েছে।

১৫. আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসকে গঠন-আকৃতি দিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তাদের নিজ নিজ কাজ করার নিয়ম-পদ্ধতিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

১৬. অতীতের যেসব লোক নবী-রাসূলের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে অস্বীকার করেছে, তাদের অবস্থা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

১৬. দুনিয়াতে যতো মানুষের আগমন হয়েছে তাদের সকলের কৃতকর্মের পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তা বিন্দু-বিসর্গও কম-বেশী হবে না।

১৭. আসমান থেকে পানি বর্ষণ এবং তার সাহায্যে উদ্ভিদ ও গাছ-পালার উদ্ভব ; তারপর নানারকম ফল-ফসলের সমারোহ—এসবের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ রয়েছে।

১৮. আমাদের পরিবেশে, এমন কি আমাদের অস্তিত্বের আল্লাহর অস্তিত্ব ও কুদরতের যেসব প্রমাণ বিরাজমান সেগুলো একমাত্র চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষরাই বুঝতে সক্ষম।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-৩
পারা হিসেবে রুক্ক'-১২
আয়াত সংখ্যা-২২

⑤ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ⑤

৫৫. তা (মাটি) থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, আর তা থেকেই তোমাদেরকে পরের বার বের করে আনবো। ৫৬

⑥ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ⑥ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا ⑥

৫৬. আর নিসন্দেহে আমি তাকে (ফিরআউনকে) দেখিয়েছি আমার সকল নিদর্শন, ৫৭ কিন্তু সে অবিশ্বাস করেছে ও অমান্য করেছে। ৫৮. সে বললো—তুমি কি আমাদের কাছে এসেছো আমাদেরকে বের করে দেয়ার জন্য—

⑦ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ⑦ فَلَنَّا تَيْنَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ ⑦

আমাদের দেশ থেকে তোমার যাদু দ্বারা ৫৮ হে মূসা ? ৫৮. তবে আমরাও অবশ্যই এর মতো যাদু নিয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হবো ; অতএব নির্ধারণ করো

⑤ - وَ ; -তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; -خَلَقْنَاكُمْ (কম+খল) ; -তা থেকে (من+হা)-مِنْهَا ⑤ - এবং ; -তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো ; -نُخْرِجُكُمْ (কম+নخرج) ; -তা থেকেই (من+হা)-مِنْهَا ; -আর وَ ; -لَقَدْ أَرَيْنَاهُ (+) -আমাদেরকে দেখিয়েছি ; -آيَاتِنَا كُلَّهَا (কল+ই) ; -আমার নিদর্শন (আইত+না)-آيَاتِنَا ; -তাকে (ফিরআউনকে) -فَكَذَّبَ وَأَبَى (কি+ফ+ক) -কিছু সে অবিশ্বাস করেছে ; -ও وَ ; -তুমি কি আমাদের কাছে এসেছো ; -أَجِئْتَنَا (+) -আমাদেরকে বের করে দেয়ার জন্য (আজিত+না)-أَجِئْتَنَا ⑥ - مِنْ ; -তোমার যাদু (ম+স+স) -بِسِحْرِكَ (ক+স+স) ; -আমাদের দেশ (আর+না)-أَرْضِنَا ; -হে মূসা (হে+মূসা)-يَمُوسَى ⑦ -তবে আমরাও অবশ্যই (ফ+ল+ত+ইন+ক)-فَلَنَّا تَيْنَكَ ⑦ -তোমার সামনে উপস্থিত হবো (ম+স+স)-بِسِحْرٍ ; -এর (ম+ল+ই)-مِثْلِهِ ⑦ -অতএব নির্ধারণ করো (ফ+আজেল)-فَاجْعَلْ ⑦

২৯. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হবে। প্রথম স্তর হচ্ছে দুনিয়ার জীবন—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তৃতীয় স্তর হচ্ছে কিয়ামতের পর পুনরুত্থান-এর পরবর্তী পর্যায়। এ আয়াতের মর্ম অনুসারে এ তিনটি পর্যায় অতিবাহিত হবে এ যমীনের ওপর।

بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا إِلَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوًى ۝ قَالَ

আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়—আমরাও তার খেলাফ করবো না এবং তুমিও না—স্থানটি হবে মধ্যখানে। ৫৯. তিনি মুসা. বললেন—

مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ ضَحًى ۝ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ

তোমাদের নির্দিষ্ট সময় উৎসবের দিন এবং লোকজনকে সমবেত করা হবে বেলা উঠলেই। ৬০. অতপর ফিরআউন ফিরে গেলো।

- مَوْعِدًا ; তোমার মধ্যে (بين+ك)-بَيْنَكَ ; ও-وَ ; আমাদের মধ্যে (بين+نا)-بَيْنَنَا ; একটি নির্দিষ্ট সময় ; তার খেলাফ করবো না (لَا نُخْلِفُهُ)-لَا نُخْلِفُ ; আমরাও ; না-لَا ; এবং-وَ ; তুমিও ; أَنْتَ ; স্থানটি হবে ; مَكَانًا ; মধ্যখানে।
- يَوْمَ ; তোমাদের নির্দিষ্ট সময় (موعد+كم)-مَوْعِدُكُمْ ; তিনি (মুসা) বললেন ; قَالَ-তিনি ৬০ ; দিন ; الزَّيْنَةِ (ال+زينة)-الزَّيْنَةِ ; এবং-وَ ; সমবেত করা হবে ; أَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ (ال+ناس)-لَوْعজনকে ; বেলা উঠলেই (ف+تولى)-فَتَوَلَّىٰ ৬০ ; অতপর ফিরে গেলো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ;

৩০. অর্থাৎ দুনিয়ার চলমান ব্যবস্থাপনা ও প্রাণী জগতের উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশ সংক্রান্ত যুক্তি-প্রমাণসমূহের নিদর্শনাবলী এবং মুসা আ.-কে প্রদত্ত যাবতীয় মু'জিয়ার নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শনসমূহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানেই উল্লিখিত হয়েছে।

৩১. এখানে মুসা আ.-এর মু'জিয়াকে ফিরআউন 'যাদু' বলে অভিহিত করেছে। এ মু'জিয়া ফিরআউনকে দিশেহারা করে তুলেছে। সে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে যে, এটা যাদু হতে পারে না। এটা তার কথা থেকেই বুঝতে পারা যায়। সে বলেছে যে, মুসা যাদু দিয়ে মিসরবাসীকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, অথচ যাদু দিয়ে দুনিয়ার কোথাও কখনো কোনো দেশের মানুষকে বের করে দিতে কেউ শোনেনি। আসলে এটা ছিল ফিরআউনের দিশেহারা মানসিকতার প্রকাশ। সে তার দেশের মানুষদেরকে সন্তোষিত করে বলেছে যে, মুসা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে যাদুর জোরে বের করে দিতে চায়, সে তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে জাহান্নামী গণ্য করেছে। সে আসলে এ দেশের ক্ষমতা দখল করতে চায়। বনী ইসরাঈলকে সে ক্ষমতায় বসাতে চায়। আসলে প্রত্যেক যুগেই ক্ষমতাসীন লোকেরা সত্যের পথের পথিকদেরকে একই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। বর্তমানেও সেই একই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

৩২. ফিরআউন চেয়েছিল যাদুকরদেরকে জড় করে লাঠি ও রশিকে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দিলে জনগণের ওপর মুসার মু'জিয়ার যে প্রভাব পড়েছে তা চলে যাবে। মুসা আ.-ও চেয়েছিলেন দেশের অধিকাংশ লোকের সামনে এ মু'জিয়ার প্রকাশ ঘটলে তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। তাই তিনি সমাগত উৎসবের দিনকে এ প্রতিযোগিতার দিন ধার্য করার

فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهُمُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ إِلَهَ كَذِبًا

এবং জমা করলো তার কলা-কৌশল, তারপর সে (মাঠে) আসলো।^{৩১} তিনি মূসা তাদেরকে বললেন^{৩২}—ধ্বংস তোমাদের জন্য ! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না^{৩৩}

فَيَسْجُتُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ﴿٥٩﴾ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم

তাহলে তিনি তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন এক কঠিন আঘাত দিয়ে ; আর যে মিথ্যা আরোপ করবে সে-ই ব্যর্থ হবে । ৬২. তারপর তারা (যাদুকররা) তাদের নিজেদের ব্যাপারে ঝগড়া করতে লাগলো

بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النِّجْوَى ۖ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا بِنُ لَسَجْرَيْنِ يَرِيذَانِ

নিজেদের মধ্যে এবং গোপনে পরামর্শ করলো।^{৩৬} ৬৩. তারা বললো^{৩৭}—এরাতো
দু'জন যাদুকর, তারা চায়

- ثُمَّ ; তার কলা-কৌশল - (কিদ+ه) - كَيْدٌ ; এবং জমা করলো ; (ف+جمع) - فَجَمَعَ
- (ل+هم) - لَهُمْ ; বললেন ; (مُوسَى) - قَالَ ﴿٥﴾ । সে (মার্টে) আসলো ; তারপর ;
তাদেরকে ; لا تَفْتَرُوا - তোমরা আরোপ
করো না ; (وَيْلَكُمْ) - وَيْلَكُمْ ; প্রতি-প্রতি ; عَلَى -
ফ+يسحت+) - فَيُسْحِتْكُمْ ; মিথ্যা-কذابًا ; আল্লাহর - الله ;
এক - (ب+عذاب) - بِعَذَابٍ ; তাহলে তিনি তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন ;
কঠিন আযাব দিয়ে ; (أَفْتَرِي) - أَفْتَرِي ; যে-যে ; مِنْ - مِنْ ;
আরোপ করবে ; (ف+تنازعوا) - فَتَنَازَعُوا ﴿٦﴾ । তারপর তারা ঝগড়া করতে লাগলো ;
وَ - وَ ; তাদের নিজেদের ব্যাপারে ; (يَبْنَهُمْ) - يَبْنَهُمْ ;
এবং ; (قَالُوا) - قَالُوا ﴿٧﴾ । পরামর্শ - النُّجْوَى ; গোপনে করতে লাগলো ;
هُذَانِ - هَذَا ; এরা তো ; لِسِحْرَانِ - দু'জন যাদুকর ; يُرِيدُنِ -

জন্য বলেছেন। জাতীয় উৎসবের দিনে দেশের অধিকাংশ লোকই রাজধানীতে হাজির হবে। সেই দিন সূর্যের আলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠলে বেশীর ভাগ লোকের সমাগম হবে।

৩৩. ফিরআউন ও তার সভাসদরা যাদুর এ প্রতিযোগিতায় তাদের বিজয়ের ওপর নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা জড়িত মনে করেছিল ; সে জন্য তারা সারা দেশে লোক পাঠিয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শি যাদুকরদেরকে রাজধানীতে সমবেত করেছিল। আর লোকদেরকে উৎসাহ দিয়ে এতে হাজির হওয়ার হুকুম জারী করেছিল। যাতে করে মূসার মু'জিয়ার প্রভাব থেকে নিজেরাও মুক্তি পেতে পারে এবং জনগণও তাদের ধর্মকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা শূরার ৩য় বন্ধুর তাফসীর দ্রষ্টব্য।)

﴿أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾

তোমাদেরকে তাদের যাদুর দ্বারা তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের আদর্শ ধর্মীয় জীবন-পদ্ধতিকে খতম করে দিতে। ৩৮

أَرْضَكُمْ ; থেকে-مِنْ ; তোমাদেরকে বের করে দিতে ; (ان يخرجكم)- (অন যিখরজাকুম) ; أَنْ يُخْرِجَكُمْ- (অন যিখরজাকুম) ; (ب) (সিহর+হিমা)- (বিসহরহিমা) ; তোমাদের দেশ ; (ارضكم)- (আরুসকুম) ; এবং ; (ب) (টরীফ+কুম)- (বিটরীফতুকুম) ; তোমাদের জীবন পদ্ধতিকে ; (ال-মুঠলী)- (আল-মুঠলী) ; আদর্শ ।

৩৪. মূসা আ.-এর একথা ফিরআউন ও তার সভাসদদের প্রতি ছিল। কেননা জনগণ মূসা আ.-এর মু'জিয়া সম্পর্কে অবহিত ছিল না। তারা মূসা আ.-এর মু'জিয়া কি যাদু ছিল, না মু'জিয়া, সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সম্মুখীন হয়নি।

৩৫. আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার অর্থ এখানে আল্লাহর নবীর মু'জিয়াকে 'যাদু' বলে মনে করা।

৩৬. অর্থাৎ তাদের মধ্যেও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল। তারা দো-টানায় ছিল—এ প্রতিযোগিতায় নামা ঠিক হবে কিনা, কারণ তারাও জানতো যে, মূসার দেখানো অস্বাভাবিক বিষয়গুলো যাদু নয়। এরপর মূসা আ. যখন তাদেরকে ডেকে সতর্ক করে দিলেন, তখন তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং ভাবছিল যে, এতোবড় অনুষ্ঠান যেখানে সারা দেশের লোকজন উপস্থিত হবে এবং প্রকাশ্য দিনের আলোকে প্রতিযোগিতা হবে, সেখানে হেরে গেলে মান-সম্মান সবই যাবে; কিন্তু এ মুহূর্তে পেছানোরও উপায় নেই—এসব বিষয়েই সম্ভবত তারা নিজেদের মধ্যে গোপনে পরামর্শ করেছে।

৩৭. তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল মূসা আ.-এর চরম বিরোধী। তারা যে কোনোভাবে মূসা আ.-কে হেনস্তা করতে প্রস্তুত ছিল। এসব লোকরাই যাদুকরদেরকে প্রতিযোগিতায় নেমে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। আর অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোকেরা এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে চিন্তা-ভাবনা করছিল।

৩৮. এখানে এ বক্তব্যের মধ্যে তাদের দু'টো উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে—(১) যাদুকরদের দ্বারা লাঠি ও রশিকে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে মূসা আ.-কে জনগণের সামনে যাদুকর হিসেবে প্রমাণ করে দেয়া।

(২) শাসক শ্রেণীর মনে তাদের ক্ষমতা হারাবার আশংকা সৃষ্টি করা। আর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী লোকদেরকে মূসা কর্তৃক তাদের আদর্শ জীবন-ব্যবস্থা বদলে দেয়ার ভয় দেখানো। অর্থাৎ প্রভাবশালী ধনিক শ্রেণীর লোকদেরকে এই বলে ভয় দেখাচ্ছিল যে, মূসা যদি বিজয় লাভ করে, তাহলে সে তোমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, তোমাদের শিল্পকলা, তোমাদের নারী স্বাধীনতা সবই বদলে ফেলবে। আর এসব ছাড়া

﴿فَاجْمَعُوا كَيْدَ كُرْتُمْ اَتْتُوا صَفًا وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى﴾

৬৪. অতএব তোমরা তোমাদের কলা-কৌশল একত্র করে নাও, তারপর সকলে সারিবদ্ধ হয়ে (ময়দানে) এসো, ^{৬৪} আর আজ সে-ই সফলকাম হবে, যে (ব্যক্তি) জয়ী হবে।

﴿قَالُوا يَمُوسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقٰى وَاِمَّا اَنْ نَّكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى﴾

৬৫. তারা (যাদুকররা) বললো^{৬৫}—হে মুসা ! হয়ত আপনি নিক্ষেপ করুন, আর না হয় আমরাই হই প্রথম। যারা নিক্ষেপ করবে।

﴿قَالَ بَلَّ الْقَوْمُ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يَخِيْلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهُمْ﴾

৬৬. তিনি (মুসা) বললেন—বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো, হঠাৎ (মুসার) মনে হলো, ^{৬৬} তাদের রশিগুলো ও তাদের লাঠিগুলো তাদের যাদুর ফলে

(-কিড+কম)-কَيْدُكُمْ; -অতএব তোমরা একত্র করে নাও-(ف+اجمعوا)-فَاجْمَعُوا ﴿৬৪﴾ তোমাদের কলা-কৌশল; كُرْتُمْ-তারপর; اَتْتُوا-সকলে (ময়দানে) এসো; صَفًا-সারিবদ্ধ হয়ে; وَ-আর; اَفْلَحَ-সে-ই সফলকাম হবে; الْيَوْمَ-আজ; مَنِ-যে; اسْتَعْلٰى-জয়ী হবে। ﴿৬৫﴾ তারা (যাদুকররা) বললো; يَمُوسٰى-হে মুসা; اِمَّا-হয়ত; اَنْ-আপনি নিক্ষেপ করুন; اَوْ-আর; اِمَّا-না হয়; اَنْ نَّكُونَ-আমরা হই; اَوَّلَ-প্রথম; مَنْ-যারা; اَلْقٰى-নিক্ষেপ করবে। ﴿৬৬﴾ তিনি (মুসা) বললেন; حِبَالُ+(-)حِبَالُهُمْ-হঠাৎ (ফ+اِذَا)-فَاِذَا; عِصِيَّهُمْ-তোমরাই নিক্ষেপ করো; يَخِيْلُ-তাদের রশিগুলো; اِلَيْهِ-তাঁর; مِنْ-তাদের লাঠিগুলো; سِحْرِهُمْ-তাদের যাদুর ফলে; مِنْ-তাদের যাদুর ফলে; مِنْ سِحْرِهُمْ-তাঁর; اِلَيْهِ-মনে হলো; مِنْ-তাদের যাদুর ফলে;

তোমাদের জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে। তোমাদের জীবন তখন নিরস মরুময় হয়ে পড়বে। আর তখন তোমাদের মৃত্যুই অধিক উত্তম হবে।

৩৯. অর্থাৎ মুসার মুকাবিলায় তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে এসো। এখন তোমাদের মতবিরোধ করার সময় নয়। যে কোনো প্রকারে হউক না কেন, মুসাকে পরাজিত করতে হবে। কারণ আজ যে বিজয় লাভ করবে, সেই সফলতা লাভ করবে।

৪০. এখানে এ কথাগুলো বলা হয়নি, ঘটনার ধারাবাহিকতায় আমাদের সামনে এসে যায়। আর তা হলো—উল্লিখিত কথার পর ফিরআউনের দলের লোকদের মধ্যে সাহস সঞ্চার হয় এবং তারা প্রতিযোগিতায় নামার জন্য যাদুকরদেরকে ময়দানে আসার ডাক দেয়।

৪১. অর্থাৎ যাদুর প্রভাব হয়রত মুসা আ.-এর ওপরও বিস্তার করেছিল। তাঁরও মনে হতে লাগলো যে, লাঠি ও দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে।

أَنَّمَا تَسْعَىٰ ۖ (٦١) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُّوسَىٰ ۖ (٦٢) قُلْنَا لَا تَخَفْ

যেন তা দৌড়াদৌড়ি করছে। ৬৭. তাই মূসা তাঁর মনে মনে ভয় অনুভব করলেন^{৪২}

৬৮. আমি বললাম—ভয় পাবেন না,

إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۝ وَالْقِيَامِ يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا

অবশ্যই আপনি বিজয়ী (হবেন)। ৬৯. আর আপনি তা নিক্ষেপ করুন, যা আপনার ডান হাতে আছে, তা সেসব গিলে ফেলবে, ^{৪০} যা তারা বানিয়েছে; তারা যা বানিয়েছে তাতো

كَيْدٌ سِحْرٌ وَلَا يَفْلَهُ السِّحْرُ حَيْثُ أَتَى ۖ ۝ فَالْقِيَ السَّحَرَةُ

যাদুকরের ধোঁকা মাত্র ; আর যাদুকর যেখানেই থাক, (কখনো) সফল হতে পারে না। ৭০. অবশেষে যাদুকরেরা পড়ে গেলো

سُجِدَ أَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ۖ قَالَ آمِنْتُمْ لَهُ

সিঁজদায়, ^{৪৪} তারা বললো—আমরা ঈমান আনলাম মুসা ও হারুনের প্রতিপালকের প্রতি। ^{৪৫} ৭১. সে (ফিরআউন) বললো—“তোমরা তার (মুসার) প্রতি ঈমান আনলে

তাই (ف+اوجس)-فَأَوْجَسَ ﴿٥٩﴾-দৌড়াদৌড়ি করছে। যেন সেগুলো ; تَسْعَى-অনুভব করলেন ; مُوسَى-মূসা ; خِيفَةً-ভয় ; مُوسَى-তঁার মনে মনে ; فِي نَفْسِهِ-আমি বললাম ; قُلْنَا ﴿٦٠﴾-অবশ্যই আপনি ; أَنْتَ (ان+ك)-আপনি নিষ্কেপ করুন ; مَا-তা, যা ; فَيُ-আপনার ডান হাতে আছে ; تَلْقَفُ-তা গিলে ফেলবে ; مَا-তঁা, কَيْدُ-তার বানিয়েছে ; صَنَعُوا-অবশ্যই তা, যা ; صَنَعُوا-তার বানিয়েছে ; السَّاحِرُ-যাদুকরের ; وَ-আর ; لَا يَفْلُحُ-সফল হতে পারে না ; حَيْثُ-যেখানেই ; أَنَى-যাক । فَأَلْقَى ﴿٦١﴾-অবশেষে পড়ে গেলো ; سَجْدًا-সিজদায় ; قَالُوا-তারা বললো ; آمَنَّا-আমরা ইমান আনলাম ; رَبِّ-প্রতিপালকের প্রতি ; هَرُونَ-হারুন ; وَ-ও ; مُوسَى-মূসার । فَالَ ﴿٦٢﴾-সে (ফিরআউন) বললো ; آمَنَّا-তোমরা ইমান আনলে ; تَارَ-তার প্রতি ;

৪২. অর্থাৎ যাদুকরদের লাঠি ও দড়িগুলো যখন সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে বলে তাঁর মনে হলো তখন তাঁর মনেও কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হলো। এটা একান্তই স্বাভাবিক। নবীরাও মানুষ। মানবীয় আবেগ-অনুভূতি, সুখ-দুখের অনুভূতি এবং অন্যান্য মানবিক বৈশিষ্ট্য সবই তাদের মধ্যে ছিল ; সুতরাং যাদুকরদের দেখানো ভয়ংকর দৃশ্য দেখে যদি কিছুটা

قَبْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّعْرَ

আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই ; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে।^{৪৬}

قَبْلَ-আগেই ; أَنْ-আমি অনুমতি দেয়ার ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; إِنَّهُ-(হা+)-
নিশ্চয়ই সে ; الَّذِي-যে ; كَبِيرُكُمْ-(ল+কবির+কম)-তোমাদের প্রধান ;
عَلَّمَكُمُ-তোমাদেরকে শিখিয়েছে ; السِّعْرُ-যাদু ;

ভয়ের ভাব তাঁদের মনে আসে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অথবা তাঁর মনে এ আশংকাও এসে থাকতে পারে যে, মু'জিয়ার সাথে মিল রেখে দেখানো এ দৃশ্য দেখে সাধারণ জনতা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে এবং তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে যেতে পারে।

৪৩. অর্থাৎ মুসা আ.-এর লাঠি ছেড়ে দেয়ার পর যে অজগর সৃষ্টি হয়েছিল তা যাদুকরদের যাদু দ্বারা তৈরি করা সাপগুলো থেকে যাদুর প্রভাব বিনষ্ট করে দিয়েছিল, যার ফলে সেগুলো আবার তাদের পূর্ব রূপে ফিরে গিয়েছিল।

৪৪. অর্থাৎ মুসা আ.-এর মু'জিয়ার প্রভাবে যখন যাদুকরদের যাদু অকার্যকর হয়ে গেলো, তখন যাদুকররা বুঝতে পারল যে, এটা কোনো যাদু নয়—এটা অবশ্যই 'মু'জিয়া' এবং মুসা অবশ্যই আল্লাহর নবী। তাই তারা স্বেচ্ছায় সিজদায় পড়ে গেলো এবং মুসা ও হারুনের প্রতিপালক সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনলো।

৪৫. মুসা আ. ও যাদুকরদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলছিল তা যে নিচক যাদুকরদের সাথে আর এক যাদুকরের যাদুর প্রতিযোগিতা ছিল না এটা উপস্থিত দর্শক সাধারণ সবাই জানতো। বরং সবাই এটাই জানতো যে, একদিকে মুসা আ. নিজেকে আল্লাহর নবী হিসেবে পেশ করছেন এবং তাঁর দাবীর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে তাঁর লাঠিকে অলৌকিকভাবে সাপে পরিণত করে দেখাচ্ছেন। আর অপরদিকে ফিরআউন (তৎকালীন দেশের শাসক) মুসার মু'জিয়াকে যাদু বলে অভিহিত করে প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, এটা কোনো মু'জিয়া নয়—এটা একটা যাদুর তেলসমাতী ; আমাদের দেশের যাদুকররাও এটা করতে পারে। এই প্রতিযোগিতায় তাই প্রমাণিত হলো কোন্টা যাদু আর কোন্টা যাদু নয়। আর সে জন্যই প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে যাদুকররা মুসা আ.-কে একজন বড় যাদুকর বলে অভিহিত করেনি ; বরং তারা মুসাকে আল্লাহর নবী এবং তাঁর অলৌকিক কাজকে মু'জিয়া হিসেবে মেনে নিয়ে ঈমান এনে মুসার দলে যোগদান করেছে।

৪৬. এটা ফিরআউনের কথা। সূরা আ'রাফে ফিরআউনের কথা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে “এটা অবশ্যই একটা গোপন ষড়যন্ত্র, যা তোমরা শহরে বসে নিজেদের মধ্যে করে নিয়েছ, যাতে তোমরা তার মূল বাসিন্দাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে পারো।” অর্থাৎ ফিরআউন যাদুকরদেরকে বললো—তোমরা মুসার সাথে গোপনে ষড়যন্ত্র করে মুসার দলে যোগ দিয়েছ। মুসা তোমাদের গুরু, সেই তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে; তোমরা পাতানো

فَلَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصْلِبَكُمْ

অতএব আমি অবশ্যই কেটে দেবো তোমাদের হাতগুলো ও পা গুলো বিপরীত দিক থেকে^{৪৭} এবং তোমাদেরকে আমি অবশ্যই শূলে চড়াবো

فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلِتَعْلَمُنَا أَنَا وَآبَاؤُنَا أَنَّا قَالُوا

খেজুর গাছের কাণ্ডে,^{৪৮} আর তোমরা অবশ্য-অবশ্যই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কে শাস্তি দানে অধিক কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী।^{৪৯} ৭২. তারা (যাদুকররা) বললো—

- (ایدی+کم)-اَيْدِيْكُمْ ; অতএব আমি অবশ্যই কেটে দেবো ; (ف+لاقطعن)-فَلَا تُقِطْنِ
-مَنْ ; তোমাদের হাতগুলো ; وَ- ; তোমাদের পাগুলো ; (ارجل+کم)-اَرْجُلُكُمْ ;
-তোমাদেরকে (لاوصلن+کم)-لَا وَصِلْنِكُمْ ; এবং وَ- ; বিপরীত দিক ; خلاف-
; আর وَ- ; খেজুর গাছের ; النخل-فِيْ جُدُوْع ; আমি শূলে চড়াবো ;
-اَشَدُّ ; তোমরা অবশ্য অবশ্যই জানতে পারবে ; اَيُّنَا-আমাদের মধ্যে কে ; لَتَعْلَمُنَّ
; তারা বললো ۞ (قَالُوْا) ۞-দীর্ঘস্থায়ী ; اَبْقَى-وَ- ; শাস্তিদানে ; عَذَابًا ;
অধিক কঠোর ;

প্রতিযোগিতায় তোমাদের গুরুত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য এ ষড়যন্ত্র করেছে। নচেৎ তোমরা আমার অনুমতির কোনো তোয়াক্কা না করেই তার ওপর ঈমান এনে ফেললে কেন? তোমরা চাচ্ছে মূসার সাথে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে বের করে দিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করবে। আমি এটা হতে দেবো না, আমি তোমাদেরকে হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো।

৪৭. বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়ার অর্থ ডান দিকের হাত ও বাম দিকের পা, অথবা বাম দিকের হাত ডান দিকের পা।

৪৮. অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার প্রাচীন একটি পদ্ধতি হলো শূলবিদ্ধ করা বা শূলিতে চড়ানো। এর পদ্ধতি ছিল—একটি কাঠের ময়বুত খুঁটি মাটিতে গেড়ে দিয়ে তার উপরের মাথার একটু নিচে একটি তক্তা বা চওড়া কাঠ আড়াআড়িভাবে আটকানো থাকে, অপরাধীকে কাঠটির সাথে পেরেক দিয়ে আটকে রাখা হতো। আর অপরাধী ব্যক্তি এভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরে যেতো। অতপর তাকে এভাবে রেখে দেয়া হতো জনগণকে দেখানোর জন্য, যাতে এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে।

৪৯. ফিরআউন কঠোর শাস্তির হুমকি দিয়ে যাদুকরদের থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে চাচ্ছিল যে, তারা মূসার সাথে ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছিল ; কিন্তু যাদুকররা যেহেতু আল্লাহর নবীর মু'জিয়া দেখেই ঈমান এনেছে এবং যাদু ও মু'জিয়ার পার্থক্য তাদের সামনে পরিষ্কার ছিল, তাই তারা ফিরআউনের হুমকীতে দমে গেলো না। আর তাদের দৃঢ়তাই ফিরআউনের সকল চালবাজী ব্যর্থ হয়ে গেলো।

لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْصِ مَا أَنْتَ

আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেবো না তার ওপর, যে নিদর্শনাবলী আমাদের কাছে এসেছে এবং তার ওপর যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন,^{৩০} সুতরাং তুমি করে ফেলো যা কিছু তুমি

قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضَىٰ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا

করতে চাও ; তুমিতো শুধুমাত্র এ দুনিয়ার জীবনেই (যা করার) তা করতে পারবে। ৭৩. আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন—

خَطِينًا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۖ إِنَّهُ

আমাদের গুনাহসমূহ এবং তুমি যে আমাদেরকে যাদু করতে বাধ্য করেছো তা ;
আর আল্লাহ-ই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী । ৭৪. নিশ্চয়ই

مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝

যে (ব্যক্তি) অপরাধী^{৫১} হিসেবে তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে, তার জন্য নিশ্চিত জাহান্নাম রয়েছে ; সে সেখানে মরবেও না আর না থাকবে জীবিত^{৫২}

[illegible]

وَمِنْ يَّاتِيهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ

৭৫. আর যে (ব্যক্তি) তার কাছে মু'মিনরূপে উপস্থিত হবে এ অবস্থায় যে, সে নেক কাজ করেছে, এমন লোকদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ

৭৬. চিরকাল স্থায়ী জান্নাত—যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে ;

وَذَٰلِكَ جَزَاؤُا مَن تَزَكَّىٰ ۖ

আর এটা তাদেরই পুরস্কার যারা পবিত্র-পরিশুদ্ধ থাকে।

৭৫-আর ; مُؤْمِنًا-যে (ব্যক্তি) ; يَّاتِيهِ-তার কাছে উপস্থিত হবে ; عَمِلَ-মু'মিনরূপে ; الصَّالِحَاتِ-নেক কাজ ; جَنَّاتُ ۖ-উচ্চ মর্যাদা ; الدَّرَجَاتُ-এমন লোকদের ; جَنَّاتُ عَدْنٍ-জান্নাত ; تَجْرِي-প্রবাহিত ; مِنْ-দিয়ে ; تَحْتِهَا-তার তলদেশ ; الْأَنْهَارُ-নহরসমূহ ; خَالِدِينَ-তারা চিরদিন থাকবে ; فِيهَا-সেখানে ; وَ-আর ; تَزَكَّىٰ-এটা ; جَزَاؤُا-পুরস্কার ; مَن-যারা ; পবিত্র-পরিশুদ্ধ থাকে।

৫০. অর্থাৎ আমাদের কাছে মুসা আ.-এর নবী হওয়ার প্রমাণ এসে গেছে এবং আমাদের দেখানো যাদু ও তাঁর দেখানো মু'জিয়ার মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এরপর আমরা তোমার কথাকে প্রাধান্য দিতে পারি না, আর না আমরা তোমার হুমকীতে ভীত হয়ে সত্য থেকে ফিরে আসতে পারি।

৫১. এটা যাদুকরদের কথা নয়। কেননা আলোচনার ধারাবাহিকতা এবং বাক্যের ধরন থেকে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, এটা যাদুকরদের কথা হতে পারে না।

৫২. এটা হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তির সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা। অপরাধী ব্যক্তি শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু মৃত্যু তার হবে না। অথচ সে জীবন বলতে যা বুঝায় তার আনন্দও সে লাভ করতে পারবে না। এক কথায় সে জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে।

৩ রুকু' (৫৫-৭৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানব জীবনের তিনটি স্তর। আমাদের সকলকেই এ তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হবে। প্রথম স্তর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তর মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তৃতীয় স্তর হচ্ছে পুনরায় উঠা এবং জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ।

২. দুনিয়ায় সকল যুগে সকল স্থানে বাতিলপন্থী শাসকগোষ্ঠী দীনের দিকে আহ্বানকারীদের প্রতি একই দোষারোপ করেছে। আর তা হলো—ক্ষমতা দখল করার ষড়যন্ত্র। বর্তমান যুগেও আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দিকে তাকাই তাহলে একই দৃশ্য দেখতে পাই।

৩. আল্লাহর পথের সৈনিকেরা বাতিলের সকল চ্যালেঞ্জই নির্ভয়ে গ্রহণ করে। যেমন মূসা আ. ফিরআউনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন।

৪. সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব সত্যই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে আর মিথ্যা হয় পরাজিত। যেমন মূসা আ.-ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন, আর ফিরআউন ও তার দল পরাজিত ও ধ্বংস হয়েছে।

৫. সত্যের পথের পথিকদের সত্যের ওপর দৃঢ়তা-ই বাতিলের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। বাতিলের পরাজয় নিশ্চিত এ বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল রাখতে হবে।

৬. সত্যিকার মু'মিনের নিকট দুনিয়ার জীবনের সফলতার-স্বচ্ছলতার কোনো গুরুত্ব নেই। তাদের সামনে থাকে আখিরাতে। আর তাই দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-মসীবত, বিপদ-আপদ ও যুল্ম-নির্যাতনের কোনো ভয় তাদের থাকে না।

৭. যালিমের যুল্ম করার ক্ষমতা দুনিয়ার জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা-ও সীমাহীন যুল্ম নয়। আখিরাতে জীবনে তার কিছুই করার ক্ষমতা থাকবে না।

৮. দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট আখিরাতে দুঃখ কষ্টের তুলনায় এতোই নগন্য যে, তা কোনো প্রকারেই তুলনা যোগ্য নয়।

৯. আল্লাহ তাআলার ক্ষমা পাওয়া ছাড়া আখিরাতে মুক্তির বিকল্প কোনো পথ নেই। নেক আমলের জোরে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারবে, এমন দাবী করার কোনো সুযোগ নেই।

১০. আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের ক্ষমা পেতে চাইলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যথাযথভাবে ক্ষমা চাইলে অবশ্যই তিনি ক্ষমা করে দেবেন—এ আশা মনে রেখেই ক্ষমা চাইতে হবে।

১১. যে দুর্ভাগা দুনিয়ার জীবনে শুনাহের ক্ষমা না চেয়ে অপরাধের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে জাহান্নাম-এর বাসিন্দা হয়ে গেল, জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার তার কোনো উপায়ই বাকী থাকলনা।

১২. জাহান্নামবাসীরা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু তাদের মৃত্যুতো আর হবে না। আর না তারা জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। বরং তারা জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় কাল কাটাবে।

১৩. আর যে নিষ্ঠাবান মু'মিনরূপে নেক আমল সহকারে তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তাকে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা দান করবেন এবং জান্নাতে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

১৪. উল্লিখিত লোকদের জন্যই রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ।

১৫. জান্নাত চিরস্থায়ী সুখের জায়গা। সেখানে দুঃখের লেশমাত্রও থাকবে না।

১৬. দুনিয়ার সুখের সাথে দুঃখের মিশ্রণ রয়েছে। আবার দুনিয়ার দুঃখের মধ্যেও সুখের কিছুটা অনুভূতি থাকে ; একেবারে নির্ভেজাল সুখ বা নির্ভেজাল দুঃখ দুনিয়াতে নেই। কিন্তু আখিরাতে সুখ-দুঃখ উভয়ই হবে নির্ভেজাল।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪
পারা হিসেবে রুকু'-১৩
আয়াত সংখ্যা-১৩

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُم مَّطَرِيقًا ۝

৭৭. আর আমি তো^{৭৭} ওহী পাঠিয়েছিলাম মূসার প্রতি যে, আপনি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতারাতি বেরিয়ে পড়ুন এবং তাদের জন্য করে দিন পথ

فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۖ لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ

সমুদ্রের মধ্যে^{৭৮} শুকনো ; (পেছন থেকে) ধরে ফেলার ভয় আপনি করবেন না এবং অন্য কোনো ভয়ও করবেন না । ৭৮. অতপর ফিরআউন তাদের পেছনে ধাওয়া করলো

৭৭-আর ; إِلَى-প্রতি ; (ل-قد اوحينا)-আমি তো ওহী পাঠিয়েছিলাম ; (ب+عباد)-বিবাদী ; (أَن-যে, ; أَسْرِ-আপনি রাতারাতি বেরিয়ে পড়ুন ; مُوسَى-মূসার ; لَهُمْ-আমার বান্দাদেরকে নিয়ে ; فَاضْرِبْ-এবং করে দিন ; تَخْشَى-আপনি ভয় করবেন না ; تَخَفْ-পেছন থেকে) ধরে ফেলার ভয় আপনি করবেন না ; (فِي الْبَحْرِ-সমুদ্রের মধ্যে ; يَبَسًا-শুকনো ; لَا تَخَفْ-অন্য কোনো ভয়ও আপনি করবেন না ; فَاتَّبَعَهُمْ-অতপর তাদের পেছনে ধাওয়া করলো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ;

৫৩. যাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতার ঘটনার পর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে বের হওয়ার নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের আলোচনা বাদ রেখে পরবর্তী ঘটনার বিবরণ দেয়া হচ্ছে। মাঝখানের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আ'রাফের ১২৭ আয়াত থেকে ১৪১ আয়াত, সূরা ইউনুস ৮৩ আয়াত থেকে ৯২ আয়াত, সূরা মু'মিন ২৩ থেকে ৫০ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৪. এখানে মূসা আ. এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনে মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা ফিরআউনের কবল থেকে কিভাবে রেহাই পেয়েছিলেন সে দিকে সংক্ষেপে ইশারা করা হয়েছে। ঘটনাটির বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, আল্লাহ তাআলা একটি রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কথা ছিল, সে রাতে মিসরের সকল এলাকা থেকে ইসরাঈলী-অইসরাঈলী সকল মু'মিন বান্দাহগণ হিজরত করার জন্য বের হয়ে পড়বে। তারা সবাই একটি নির্ধারিত স্থানে একত্রিত হবে এবং এক সাথে সবাই সাগরের তীর ধরে সিনাই উপদ্বীপের দিকে হিজরত করবে; কিন্তু তারা যখন রওয়ানা হলো তখন তারা দেখলো যে, পেছন থেকে ফিরআউন একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের ধাওয়া করে এগিয়ে আসছে। মুহাজিরদের

بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ السَّمَاءِ غَاشِيَهُمْ ۖ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ

তার সেনাবাহিনী নিয়ে এবং সমুদ্রে তাদেরকে ডুবিয়ে দিলো ডুবানোর মতোই।^{৫৫}

৭৯. আর ফিরআউনই তার লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।

وَمَا هَدَىٰ ۖ يَبْنِيٓٔ إِسْرَءِٔلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِّنْ عَدُوِّكَ وَمِنْ نَّكَرٍ

এবং তাদেরকে ভালো পথ দেখায়নি।^{৫৬} ৮০. হে বনী ইসরাঈল, নিসন্দেহে আমি তোমাদেরকে তোমাদের

শত্রুর (কবল) থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম^{৫৭}

এবং- (ف+غشى+هم)-ফেগশিহুম; তার সেনাবাহিনী নিয়ে; (ب+حنود+ه)-বিহনুদেহ- তাদেরকে ডুবিয়ে দিল; (ما+غشى+)-মাগশিহুম; সমুদ্রে- (من+ال+يم)-মিনায়েম; তাদেরকে ডুবানোর মতোই।^{৫৫} আর; (و-)-আর; (ف+غشى+هم)-তাদেরকে ডুবানোর মতোই।^{৫৫} ফিরআউন; (و-)-আর; (ف+غشى+هم)-তাদেরকে ডুবানোর মতোই।^{৫৫} তার লোকদেরকে; এবং; (و-)-আর; (ف+غشى+هم)-তাদেরকে ডুবানোর মতোই।^{৫৫} ভালপথ দেখায়নি।^{৫৬} (و-)-আর; (ف+غشى+هم)-তাদেরকে ডুবানোর মতোই।^{৫৫} হে বনী ইসরাঈল; (و-)-আর; (ف+غشى+هم)-তাদেরকে ডুবানোর মতোই।^{৫৫} নিসন্দেহে আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম; (و-)-আর; (ف+غشى+هم)-তাদেরকে ডুবানোর মতোই।^{৫৫} থেকে; (و-)-আর; (ف+غشى+هم)-তাদেরকে ডুবানোর মতোই।^{৫৫} তোমাদের শত্রুর (কবল) থেকে; এবং; (و-)-আর; (ف+غشى+هم)-তাদেরকে ডুবানোর মতোই।^{৫৫} তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম;

দলটি যখন সাগর তীরে এসে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই ফিরআউনের বাহিনী তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছিল। আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-কে বললেন—‘সমুদ্রে আপনার লাঠি দ্বারা আঘাত করুন’। অতপর দেখা গেলো যে, সাগর ফেটে গিয়ে ১২টি রাস্তা হয়ে গেলো। সমুদ্রের পানি প্রতিটি রাস্তার দু’পাশে পাহাড়ের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো এবং রাস্তাগুলো শুকানো রাস্তায় পরিণত হলো, এটা ছিল মহান আল্লাহর কুদরত এবং তাঁর নবীর সুস্পষ্ট মু’জিয়া। অতপর মুসা আ. তাঁর অনুসারী মুসলমানদেরকে নিয়ে সেই রাস্তা ধরে সাগরের অপর পাড়ে গিয়ে পৌঁছলেন। এদিকে ফিরআউন সাগর তীরে এসে পৌঁছলো এবং শুকনো রাস্তা দেখে পুরো বাহিনী নিয়ে নেমে পড়লো। (সূরা শুয়ারা ৬৩-৬৪ আয়াত দ্রষ্টব্য)

৫৫. এ সূরায় বলা হয়েছে যে, সমুদ্র ফিরআউন ও তার সেনা বাহিনীকে ডুবিয়ে মারলো, সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল সমুদ্রের অপর পাড় থেকে ফিরআউনের বাহিনীকে ডুবে যেতে দেখেছে। সূরা ইউনুসেও উল্লিখিত হয়েছে যে, ডুবে যাবার সময় ফিরআউন চিৎকার করে বলেছিল—

“আমি সেই আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং যার ওপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে; আর আমি মুসলিমদের মধ্যে শামিল।” কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ফিরআউনের এ ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি। অতপর আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব এসেছে—“এখন! অথচ এর একটু আগেও তুমি নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলে এবং তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে; তবে আজ আমি তোমার লাশটিকে রক্ষা করবো যাতে তা তোমার পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়।”

جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى ۝ كَلُوا

তুর পাহাড়ের ডানপাশে^{৫৭} এবং তোমাদের প্রতি নাযিল করেছিলাম ‘মন্’ ও ‘সালওয়া’।^{৫৮} ৮১. (আর বলেছিলাম) খাও তোমরা

جَانِبِ-পাশে ; الطُّورِ-(আল+টুর)-তুর পাহাড়ের ; الْأَيْمَنِ-ডান ; وَ-এবং ; نَزَّلْنَا-নাযিল করেছিলাম ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; الْمَنَّ-(আল+মন)-মন্-এক প্রকার শিশিরজাত আটা জাতীয় খাদ্য যা ‘তীহ’ প্রান্তরে ভ্রমণরত বনী ইসরাঈলের খাদ্য হিসেবে আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন গাছের পাতার উপর জমিয়ে রাখতেন । وَ-ও ; السَّلْوى-(আল+সলু)-সালওয়া-এক প্রকার ছোট ছোট লড়াইবাজ পাখি । ৮১. (আর বলেছিলাম) খাও তোমরা ;

৫৬. অর্থাৎ ফিরআউন তার লোকদেরকে সঠিক ও সত্য পথে পরিচালিত করেনি । এ কথার দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মক্কার কাফিরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, ফিরআউনের মতো তোমাদের সরদার-মাতব্বররাও তোমাদেরকে সত্য-সঠিক পথে পরিচালিত করছে না । একইভাবে বর্তমান কালের কাফির-মুশরিকদের প্রতিও একই সতর্কবাণী এতে রয়েছে যে, তাদের নেতা-নেত্রিরাও তাদেরকে ভুল পথেই চালাচ্ছে । এ কাহিনী এখানেই আপাতত শেষ হয়েছে ।

ফিরআউন ও মূসা আ.-এর এ কাহিনী বাইবেলেও বর্ণিত হয়েছে । তবে বাইবেলের বর্ণনা আর কুরআনের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । বাইবেলের বর্ণনা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ত্বা-হা’র টীকা ৫৫ দ্রষ্টব্য ।

বাইবেলের বর্ণনায় এ কাহিনীর মূল বিষয়ের মধ্যে অনেক রদ-বদল করে ফেলেছে । যেমন যাদুকরদের সাথে যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল জাতীয় উৎসবের দিন খোলা ময়দানে যথারীতি পরস্পর চ্যালেঞ্জের-পর এবং পরাজয়ের পর যাদুকররা আত্মসমর্পণ করে ইমান এনেছিল । বাইবেলের বর্ণনায় এসব বিষয় এড়িয়ে গেছে । অথচ এ কাহিনীতে এগুলোই মূল বিষয় ।

৫৭. মূসা আ. বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে সিনাই উপত্যকায় পৌঁছলেন । সমুদ্র পার হওয়া থেকে এখানে পৌঁছা পর্যন্ত ঘটনাবলী এখানে উল্লিখিত হয়নি । তবে সূরা আ’রাফের ১৪২ থেকে ১৫৬ আয়াতে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে ।

৫৮. মূসা আ.-কে পাথরের ফলকে লিখিত বিধান দেয়ার আগে বনী ইসরাঈলকে শরীয়তের বিধি-নিষেধ দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা ৪০ দিনের একটি সময়-সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন । এখানে ‘ওয়াদা’ দ্বারা সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে ।

৫৯. অর্থাৎ তুর পাহাড়ের পূর্ব পাশের পাহাড়ের গোড়ায় এ ওয়াদা দেয়া হয়েছিলো ।

৬০. ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ও মূসা আ.-এর আর একটি মু’জিয়া । দীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে এ খাদ্য সরবরাহ করেছিলেন । অতপর তারা যখন জীবন ধারণের স্বাভাবিক উপায়-উপাদান লাভ করেছে তখনই আল্লাহ তাআলা খাদ্য সরবরাহের এ অলৌকিক ব্যবস্থাটি বন্ধ করে দেন ।

مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْفَؤْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ

পবিত্র বস্তু থেকে—যে রিয়ক আমি তোমাদেরকে দান করেছি কিন্তু তাতে সীমা ছেড়ে যেও না, তাহলে তোমাদের ওপর আমার গযব পড়বে ;

وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۖ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ

আর যার ওপর আমার গযব পড়বে সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। ৮২. আর আমি তার প্রতি অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে,

وَأَمِنْ وَعَمِلَ صَالِحًا تَرَاهُ تَذِي ۖ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ

ও ঈমান আনে ‘এবং করে নেক কাজ অতপর সৎপথে অটল থাকে।’ ৮৩. আর ৮২ কিসে আপনাকে আপনার কাওম থেকে আগে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসলো—

থেকে ; طَيِّبَاتٍ-পবিত্র বস্তু ; مَا-যে ; رَزَقْنَكُمْ-(রَزَقْنَا+কম)-রিয়ক আমি তোমাদেরকে দান করেছি ; وَ-কিন্তু ; لَا تَطْفَؤْ-সীমা ছেড়ে যেও না ; فِيهِ-তাতে ; (غَضَبِي+ي)-গযব+আমি-গযব ; غَضَبِي-তোমাদের ওপর ; عَلَيْكُمْ-তাহলে পড়বে ; (ف+يَحِل)-ফি-হল-আমার গযব ; وَ-আর ; مَنْ-যার ; يَحِل-পড়বে ; عَلَيْهِ-তার ওপর ; غَضَبِي-আমার গযব ; فَقَدْ هَوَىٰ-(ف+قَدْ+هَوَى)-সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। ৮২. আর ; تَابَ-আমি অবশ্যই ; لِّمَنْ تَابَ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; تَابَ-তার জন্য যে ; تَابَ-তাওবা করে ; وَ-ও ; آمِنْ-ঈমান আনে ; وَ-এবং ; وَعَمِلَ-কাজ করে ; صَالِحًا-নেক ; مَا-কিসে ; أَعْجَلَكَ-(أَعَجَلَ+ك)-আপনাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসলো ; عَنْ-থেকে ; قَوْمِكَ-(قَوْم+ك)-আপনার কাওম ;

বনী ইসরাঈলের ওপর আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নিয়ামত বর্ষণ করেছেন ; কিন্তু এ অকৃতজ্ঞ জাতি সবকিছু ভুলে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। হযরত মূসা আ.-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ফিরআউনের অবর্ণনীয় যুলম-নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সাগর তীরের অলৌকিক ঘটনার তারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও মুক্তি পাওয়ার পরই তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করা শুরু করে। অতরপর তাদেরকে ‘তীহ’ উপত্যকায় ৪০ বছর আটকে রাখা হয়। এ সময়ই তাদের জন্য খাদ্য হিসেবে ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ নাযিল করা হয়।

৬১. আল্লাহ তাআলার ক্ষমা লাভ করার জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে। সেই শর্তগুলো পূরণ করলেই তাঁর ক্ষমা লাভ করার আশা করা যায়। শর্তগুলো হলো :

(১) সকল প্রকার শিরক, কুফর, নাফরমানী ও আল্লাহ-বিরোধিতা থেকে একনিষ্ঠভাবে তাওবা করা।

يَمُوسَى ۝ قَالَ هَـؤُلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۝

হে মুসা! ৮৪. তিনি (মুসা) বললেন। এইতো তারা আমার পেছনে (আসছে), আর হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার কাছে তাড়াতাড়ি এসেছি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

يَمُوسَى ۝ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝

৮৫. তিনি (আল্লাহ) বললেন—“আমি আপনার (চলে আসার) পরে আপনার জাতির লোকদেরকে অবশ্যই পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী^{৬৪} তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।

- عَلَىٰ أَثَرِي ; এইতো ; هَؤُلَاءِ ; তারা ; مُوسَى ; তিনি বললেন ; قَالَ ৮৪। হে মুসা। - يَمُوسَى - (على+অثر+ي) - আমার পেছনে (আসছে) ; وَ- আর ; عَجِلْتُ - আমি তাড়াতাড়ি এসেছি ; إِلَيْكَ - আপনার কাছে ; رَبِّ - হে আমার প্রতিপালক ; لِتَرْضَى - যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। - قَالَ ৮৫. তিনি (আল্লাহ) বললেন ; فَإِنَّا - (ف+إنا) - আমি অবশ্যই ; فَتَنَّا - (ف+توم+ك) - আপনার জাতির লোকদেরকে ; قَوْمَكَ - (من+بعد+ك) - আপনার পরে ; وَ- এবং ; أَضَلَّهُمْ - (اضل+هم) - তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে ; السَّامِرِيُّ - সামেরী।

(২) অতপর বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ, রাসূল, আসমানী কিতাব, কিয়ামত, ফেরেশতা, তাকদীরে ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া এবং পুনরায় জীবন লাভ, অতপর জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ ইত্যাদি বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

(৩) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর দেখানো নিয়মে নেক কাজ করা এবং

(৪) অনুকূল বা প্রতিকূল সকল অবস্থায় সৎপথে অটল-অবিচল থাকা।

৬২. এখানে মুসা আ.-কে লক্ষ করেই বলা হচ্ছে যে, (তুর পাহাড়ের গোড়ায় পূর্ব পাশে আসার জন্য বলার পর তিনি কাওমের লোকদের পেছনে রেখে আগেই পৌঁছে গেছেন, তাই) আপনি তাদেরকে রেখেই আগে এসে গেলেন কেন ?

৬৩. এখানে মক্কার কাফিরদেরকে জানানো হচ্ছে যে, একটা জাতির মধ্যে কিভাবে মূর্তীপূজার সূচনা হয়, এবং এতে সমসাময়িক নবীর মধ্যে কেমন অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এটা জানিয়ে কাফিরদেরকে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য। আর সে জন্যই ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। মুসা আ. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের অগ্রহের আধিক্যের কারণেই তাঁর কাওমকে পেছনে রেখেই চলে এসেছেন। আর তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশ্ন এবং মুসা আ.-এর পক্ষ থেকে এ জবাব দেয়া হয়েছে।

৬৪. মুফাসসিরীনে কিরামের মতে ‘সামেরী’ (سامري) এ ব্যক্তির নাম নয়। নামের সাথে যে ى (ইয়া) অক্ষরটি রয়েছে তা সম্বন্ধবাচক ‘ইয়া’। অর্থাৎ ‘সামের’ নামক স্থান বা গোত্রের এক বিশেষ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের মধ্যে স্বর্ণের তৈরী গরুর বাছুর পূজার প্রচলন জারী করেছে।

﴿٥٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقُولُوا لِمَ يَعَذِّبُكُمْ

৮৬. তারপর মূসা ফিরে আসলেন তাঁর জাতির লোকদের নিকট রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়—তিনি বললেন—‘হে আমার কাওম, তোমাদেরকে কি ওয়াদা দেননি

رَبِّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَأَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ

তোমাদের প্রতিপালক উত্তম ওয়াদা ?^{৬৫} তবে কি দীর্ঘ হয়ে গেছে তোমাদের জন্য ওয়াদার সময়,^{৬৬} না-কি তোমরা চেয়েছো যে, তোমাদের ওপর পড়ুক

غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَاخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ۖ ﴿٦﴾ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ

গঁয়ব, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, আর তাই তোমরা ভঙ্গ করেছো আমার (সাথে কৃত) ওয়াদা। ৬৭

৮৭. তারা বললো—আমরাতো আপনার (সাথে কৃত) ওয়াদা ভঙ্গ করিনি

- قَوْمٌ ; নিকট-الى ; মুসা-مُوسَى ; আসলেন ; ফিরে-তারপর (ফ+رجع)-فَرَجَ (১১)
 : অবস্থায়-অনুতপ্ত-أَسَفًا ; রাগান্বিত-غَضَبًا ; লোকদের-তার জাতির (قوم+ه)
 : (+لم يعد)-الْمَ يَعِدْكُمْ ; আমার কাওম- (يا+قومى)-يَقُومُ ; তিনি বললেন-قَالَ
 ; প্রতিপালক-তোমাদের (رب+كم)-رَبُّكُمْ ; নিঃসন্দেহ-তোমাদেরকে কি ওয়াদা (كم)
 : عَلَيْكُمْ ; দীর্ঘ-তবে (ا+ف+طال)-أَطَالَ ; উত্তম-وَعَدًا ; ওয়াদা-وَعْدًا
 : তোমরা-أَرَدْتُمْ ; না-না-أَمْ ; সময়-ওয়াদার (ال+عهد)-العَهْدُ ; জন্য-তোমাদের
 : পক্ষ-مَنْ ; গযব-غَضَبٌ ; ওপর-তোমাদের (عَلَيْكُمْ) ; পড়ুক-يَحِلْ ; যে-أَنْ
 : তাই-আর (ف+اخلفتم)-فَاخْلَفْتُمْ ; প্রতিপালকের-তোমাদের (رب+كم)-رَبُّكُمْ ; থেকে-
 : ওয়াদা (সাথে কৃত)-আমার (موعد+ى)-مَوْعِدِي ; তোমরা ভঙ্গ করেছো-فَالَوْ (১২)
 : আপনার- (موعد+ك)-مَوْعِدَكَ ; করিনি-আমরাতো (مَا أَخْلَفْنَا ; তার বললো-
 : ওয়াদা (সাথে কৃত)

৬৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাথে ইতিপূর্বে যেসব ওয়াদা করেছিলেন তার সবইতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে। তোমাদেরকে মিসর থেকে নিরাপদে বাইরে নিয়ে এসেছেন ; ফিরআউন ও কিব্‌তীদের দাসত্ব থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন ; তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, মরু অঞ্চলেও তোমাদের জন্য ছায়া ও খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া, তোমাদের জন্য যে শরীআতের বিধি-বিধান ও আনুগত্যনামা দেয়ার ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেছেন, তাও তোমাদের জন্য কল্যাণকরই প্রমাণিত হবে।

৬৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দীর্ঘকাল যাবত যেসব দয়া-অনুগ্রহ করে আসছেন, তা মাত্র ৪০ দিনের সময়ের মধ্যে তোমরা ভুলে গেলে ? তাই তোমরা অর্ধৈক্য হয়ে গরুর বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছো।

بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حِمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ

আমাদের নিজ ইচ্ছায়, বরং আমাদের ওপর লোকদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অতপর আমরা সেগুলো ফেলে দিয়েছি* (অগ্নিকূণ্ডে) এবং একইভাবে**

أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۖ فَأَخْرَجَ لَمْرَعَةً جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا

সামেরীও ফেলেছে। ৮৮. অতপর সে (সামেরী) তাদের জন্য গরুর বাছুরের আকৃতি বের করলো, তার ছিল ‘হাষা’ ‘হাষা’ ডাক, তখন তারা বললো—এ হলো,

حِمَلْنَا-আমাদের ; ب-+ملك+না)-بِمَلِكِنَا-আমাদের নিজ ইচ্ছায় ; وَلَكِنَّا-বরং ; أَوْزَارًا-বোঝা ; مِّنْ زِينَةِ-লোকদের ; الْقَوْمِ-লোকদের ; فَكَذَلِكَ-অতপর আমরা সেগুলো ফেলে দিয়েছি (আগুনে) ; فَكَذَلِكَ-সামেরীও ; أَلْقَى-ফেলেছে ; السَّامِرِيُّ-সামেরীও ; جَسَدًا-গরুর ; لَمْرَعَةً-তাদের জন্য ; خُورٌ-তার ছিল ; هَذَا-‘হাষা’ শব্দ ; فَقَالُوا-‘হাষা’ শব্দ ; هَذَا-এ হলো ;

৬৭. মুসা আ.-এর সাথে তাদের সেই ওয়াদা-ই ছিল, যা প্রত্যেক নবীর সাথে তাঁর উম্মতদের থাকে। আর তা হলো—আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব না করা, এবং নবীর প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য পোষণ করা।

৬৮. ‘হাদীসে ফুতুনে’ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত হারুন আ. সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সব গলে গিয়ে জমাট বেঁধে পড়ে থাকবে। অতপর মুসা আ. ফিরে আসার পর যা হোক একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। এতে বুঝা যায় যে, বাছুর তৈরি করার ইচ্ছা তাদের ছিল না। সামেরী তার কুমতলব পূরণ করার জন্য বাছুর তৈরি করেছে। সে যাই হোক ‘সামেরী’ই যে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বাছুর পূজায় মুশরিকী প্রথার উদ্যোক্তা—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

‘আমরা ফেলে দিয়েছি’ কথা দ্বারাও একথাই বুঝা যায় যে, কোনো কুমতলব নিয়ে তারা সেগুলো আগুনের গর্তে ফেলেনি ; বরং এসব অলংকারের বোঝা বহন করতে করতে তারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত তারা ভেবে ছিল যে, অলংকারগুলো গলিয়ে পাত বা ইট বানিয়ে সংরক্ষণ করলে তা অন্যান্য মালপত্রের সাথে গাধা বা গরুর পিঠে বহণ করতে সুবিধা হবে ; কিন্তু সামেরী নিজের মন্দ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অলংকার গলাবার দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নেয় এবং পাত বা ইট বসাবার পরিবর্তে গরুর বাছুর বানিয়ে ফেলে। তারপর বনী ইসরাঈলকে বলে যে, দেখো গলিত সোনা থেকে তোমাদের দেবতা নিজেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছেন। এটা তোমাদেরও দেবতা, মুসারও দেবতা।

الْمُكْرَمَاتِ وَالْهَمَامَاتِ ۖ فَنَسِيَ ۖ أَفَلَا يَرَوْنَ ۖ أَلَا يَرْجِعُ الْيَوْمَ قَوْلًا ۚ

তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ ; কিন্তু তিনি (মূসা) ভুলে গেছেন । ৮৯. তবে কি তারা (ভেবে) দেখেনা যে, সে তাদের কথার কোনো উত্তরও দেয় না ।

وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ

আর না রাখে ক্ষমতা তাদের কোনো ক্ষতি করার আর না উপকার করার ।

মূসারও-مُوسَى ; ইলাহ-إِلَه ; এবং-وَ ; তোমাদের ইলাহ-(إِلَه+كُمْ)-الْهَكُمْ ; তিনি ভুলে গেছেন-(ف+نَسِيَ)-فَنَسِيَ । তবে কি তারা-(إِذَا+ف+لَا يَرَوْنَ)-أَفَلَا يَرَوْنَ ৷ যা, সে কোনো উত্তরও দেয় না-إِلَّا يَرْجِعُ ; তাদের-الْيَوْمَ ; (ভেবে) দেখে না ; কোনো-ضَرًّا ; তাদের-لَهُمْ ; না রাখে কোনো ক্ষমতা-لَا يَمْلِكُ ; আর-وَ ; ক্ষতি করার ; আর-وَ ; না উপকার করার-لَا نَفْعًا ।

৬৯. ‘একইভাবে সামেরীও ফেলেছে’ এখান থেকে আল্লাহ তাআলা নিজেই এ ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন। সামেরী যখন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে গলিত সোনা দিয়ে গরুর বাছুর তৈরি করলো এবং তার মধ্যে—জিবরাঈল আ.-এর ঘোড়ার পায়ের নীচ থেকে সংগ্রহীত মাটি ঢুকিয়ে দিল, তখন বাছুরটি ‘হাযা’ ‘হাযা’ শব্দ করতে থাকলো ।

৪ রুক্ব’ (৭৭-৮৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলকে অত্যন্ত কঠিন মুহূর্তে যেমন নিজ কুদরতে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি পরবর্তী সময়ে এবং বর্তমানেও আল্লাহ তাআলা এভাবেই তাঁর খাঁটি বান্দাহদেরকে রক্ষা করে থাকেন ।

২. ফিরআউন যেমন তার অনুগামী-অনুসারীদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ করেছে, ঠিক তেমনি সকল যুগেই বে-ইমান, ফাসিক-ফাজির নেতৃত্ব তাদের অনুসারীদের উভয় জাহান-ই বরবাদ করে দেয় । আমাদের চোখের সামনেও এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে ।

৩. দুনিয়াতে সকল প্রাণীর রিয়কের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার । তিনি যে কোনো উসীলায় রিয়ক দান করেন । আবার কোনো উসীলা ছাড়াও তিনি রিয়ক দিতে পারেন ।

৪. আল্লাহ তাআলা কাউকে একান্ত প্রয়োজনীয় রিয়ক দান করেন । আবার কাউকে অনেক বেশী রিয়ক দিয়ে থাকে । যাকে একান্ত প্রয়োজন পরিমাণ রিয়ক দান করেন, তার ওপর তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে । আবার যাকে প্রচুর রিয়ক দান করেন তাকেও ভোগ-ব্যবহারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে । যাতে করে আল্লাহ এদন্ত সীমা লংঘিত না হয় ।

৫. ভোগ-বিলাসে বাহুল্যতা তথা সীমালংঘন আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে । সুতরাং ভোগ-ব্যবহারে আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রতি অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে ।

৬. আল্লাহর ক্ষমা লাভের জন্য অতীতের সকল গুনাহের জন্য তাওবা করে, ভবিষ্যতে সে সব না করার সুদৃঢ় মানসিকতা নিয়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে ; নবী-রাসূলদের দেখানো পন্থায় সংকাজ করতে হবে এবং সকল অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থায় সৎপথে অটল-অবিচল থাকতে হবে।

৭. আল্লাহর ডাকে সব কিছু ত্যাগ করে আত্মহ সহকারে সাড়া দিতে হবে। সে জন্য প্রতিদিন যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত তথা 'নামাযের জন্য আযানের মাধ্যমে ডাক আসে' তখন অবশ্যই সকল কাজ-কর্ম ছেড়ে মাসজিদে উপস্থিত হতে হবে।

৮. ঈমানের দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সবাইকে পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হবে। ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই মু'মিন হিসেবে আল্লাহর দরবারে স্বীকৃতি লাভের আশা করা যায়।

৯. আল্লাহ প্রদত্ত সকল ওয়াদাই বাস্তবায়িত হবে—এ বিশ্বাসকে অন্তরে বদ্ধমূল করে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ধৈর্যহারা হওয়া যাবে না।

১০. আদিকাল থেকে মূর্তি-প্রীতির মধ্য দিয়েই মানব সমাজে গুমরাহী অনুপ্রবেশ করে। সুতরাং কোনো অবস্থাতে মূর্তি-প্রীতির প্রতি নমনীয় আচরণ দেখানো যাবে না।



সূরা হিসেবে রুক'-৫
পারা হিসেবে রুক'-১৪
আয়াত সংখ্যা-১৫

﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقُومُوا إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ

৯০. আর হারুন তো তাদেরকে ইতিপূর্বে বলেছিলেন—‘হে আমার জাতি, তোমাদেরকে তো এর দ্বারা শুধুমাত্র পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে ; আর নিশ্চয়ই

رَبِّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٥٠﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ

তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়, অতএব তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো।' ৯১. তারা বললো—‘আমরা কখনো বিরত হবো না তার

عَكْفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ۖ قَالَ يَمُورُنَّ مَا مَنَعَكَ إِذْ

পূজারত অবস্থা থেকে, যতক্ষণ না মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসে।^{৭০} ৯২. তিনি (মূসা এসে) বললেন—‘হে হারুন ! কিসে তোমাকে নিষেধ করলো, যখন

হাক্কন-هُرُونَ ; তাদেরকে-لَهُمْ ; বলেই ছিলেন-(ل+قد قال)-لَقَدْ قَالَ ; আর-وَ ❶
 (ان+)-إِنَّمَا فَتَنَّتُمْ ; হে আমার জাতি-(يا+قوم+ی)-يَقَوْمُ ; ইতিপূর্বে-مِنْ قَبْلُ ; তো
 -وَ ; এর দ্বারা-بِهِ ; তোমাদেরকে তো শুধুমাত্র পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে-(ما+فتننم
 ; দয়াময়-الرَّحْمَنُ ; তোমাদের প্রতিপালক-(رب+کم)-رَبُّكُمْ ; নিশ্চয়ই-إِنَّ ; আর
 ; এবং-وَ ; অতএব তোমরা আমার অনুসরণ করো-(ف+اتبعوا+نی)-فَاتَّبِعُونِي
 ; তারা বললো-قَالُوا ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿
 -حَتَّى ; পূজারত অবস্থা-عُكْفَيْنَ ; তার-عَلَيْهِ ; আমরা কখনো বিরত হবো না-تَبْرَحَ
 -مُوسَى ; আর্মাদের কাছে-(الى+نا)-الْبَيْتَا ; ফিরে আসে-يَرْجِعَ ; যতক্ষণ না
 ; কি সে-مَا ; হে হাক্কন-(يا+هارون)-يَاهُ رُونَ ; তিনি (মূসা) قَالَ ❶
 ; যখন-إِذْ ; তোমাকে নিষেধ করলো-(منع+ك)-مَنْعَكَ

৭০. হযরত হারুন আ.-ও যেহেতু নবী ছিলেন, তাই তিনি বনী ইসরাঈলকে তাদের গো-বাছুর পূজা থেকে বিরত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। লোকেরা মূসা আ.-কে যতটুকু সমীহ করতো, হারুন আ.-কে ততটুকু করতো না। এর কারণ সম্ভবত এটাই ছিল যে, মূসা আ. ছিলেন মূল-নবী, আর হারুন আ. ছিলেন তাঁর সহকারী। আর এ কারণেই হযরত হারুন আ. বনী ইসরাঈলকে গো-বাছুর পূজা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হননি। বনী ইসরাঈলকে এ শিরক থেকে বাঁচানোর চেষ্টায় তাঁর কোনো

www.amarboi.org

بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ۝

বনী ইসরাঈলের মধ্যে এবং আমার কথা রক্ষা করোনি।^{৭৩} ৯৫. তিনি (মূসা)

বললেন—‘হে সামেরী’, তাহলে তোমার কথা কি ?

﴿قَالَ بَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ۖ

৯৬. সে বললো—আমি দেখেছিলাম যা, তা তারা দেখেনি, তখন আমি হস্তগত

করেছিলাম একমুষ্টি (ধূলা) প্রেরিত দূতের পায়ের চিহ্ন থেকে

فَنَبَذْنَاهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ۖ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ

এবং আমি তা ফেলে দিলাম, আর আমার মন একুপ করাকে আমার জন্য শোভন করে তুলেছিল।^{১৪} ৯৭. তিনি

(মূসা) বললেন—তবে দূর হয়ে যা, অতপর নিশ্চিত তোমার জন্য

[illegible]

৭৩. অর্থাৎ হারুন আ. তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করার পরও যখন তাদেরকে শিরক থেকে বিরত রাখতে পারলেন না, তখন তিনি মুসা আ.-এর অনুপস্থিতিতে গৃহ যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশংকায় নীরব হয়ে যান। বনী ইসরাঈলের মুশরিক অংশটি তাঁকে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হয়েছিল। মুসা আ.-এর অনুপস্থিতিতে তিনি যদি নীরব না হয়ে চরম ব্যবস্থা নিতেন, তাহলে মুসা আ. তাঁকে এই বলে অভিযুক্ত করতে পারতেন যে, তুমি যখন তাদেরকে শিরক থেকে বিরত রাখতে পারলে না, তাহলে আমার অপেক্ষা কেন করলে না।

৭৪. মুসা আ.-এর প্রশ্নের জবাবে সামেরী যে জবাব দিয়েছে তা ৭৬ আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রাচীন ও আধুনিক কালের তাফসীরকারদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সামেরীর জবাবে কথিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে কুরআন কোনো মন্তব্য করেনি। কুরআনে শুধুমাত্র তার কথা উদ্ধৃত করেছে। সুতরাং এটা তার বানানো কথাও হতে

فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تَخْلَفَهُ

সারাটি জীবন (এটাই) রইলো যে, তুই বলে বেড়াবি 'আমি অস্পৃশ্য'^{৭৫} এবং অবশ্যই
তোর জন্য রইলো একটি ওয়াদা যা কখনো খেলাফ হবে না ;

وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ

আর তুই লক্ষ কর তোর সেই ইলাহর দিকে, যার সাথে তুই হামেশা পূজারত ছিলি ; আমরা অবশ্য অবশ্যই
তাকে জ্বালিয়ে দেবো, অতপর তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে দেবো

فِي الْمَرْنَسَفِ ۚ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ

সাগরে ছড়ানোর মতই । ৯৮. তোমাদের ইলাহ-তো শুধুমাত্র সেই আল্লাহ-ই, যিনি
ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ; তিনি পরিব্যপ্ত রয়েছেন

আমি-لَا مِسَاسَ ; তুই বলে বেড়াবি-تَقُولُ ; যে-أَنْ ; সারাটি জীবন-فِي الْحَيَاةِ ;
অস্পৃশ্য ; এবং-وَ ; অবশ্যই-إِنَّ ; তোর জন্য রইলো-لَكَ ; একটি ওয়াদা-مَوْعِدًا ;
আর-وَ ; তুই লক্ষ্য কর-وَانْظُرْ ; তোর ইলাহের-(إِلَهُكَ)-দিকে-إِلَى ;
সর্বদা-ظَلْتَ ; সেই-الَّذِي ; আমরা অবশ্য-لَنُحَرِّقَنَّهُ ; তা ছড়িয়ে-لَنَنْسِفَنَّهُ ;
অতপর-ثُمَّ ; তাকে জ্বালিয়ে দেবো-لَنُحَرِّقَنَّهُ ; ছড়ানোর মতোই-فِي الْمَرْنَسَفِ ;
শুধুমাত্র-إِنَّمَا ; তোমাদের ইলাহ তো-إِلَهُكُمْ ; সেই আল্লাহ-ই-اللَّهُ ;
তিনি-وَسِعَ ; তিনি-هُوَ ; ছাড়া-إِلَّا ; আর কোনো ইলাহ-إِلَهَ ; নেই-لَا ; যিনি-الَّذِي ;
পরিব্যপ্ত রয়েছেন ;

পারে এবং এরূপ হওয়ার-ই সম্ভাবনা অধিক । কারণ কুরআন এটাকে সত্য ঘটনা হিসেবে
পেশ করেনি বরং সামেরীর প্রতারণা হিসেবেই পেশ করেছে । অপরদিকে পরবর্তী
আয়াতে মূসা আ. তাকে যেভাবে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তার জন্য যেরূপ শাস্তি নির্ধারণ
করেছেন, তাতেও এটা সামেরীর প্রতারণামূলক গল্প বলে প্রমাণিত হয় ; না হয় মূসা আ.
এরূপ করতেন বলে মনে হয় না ।

৭৫. অর্থাৎ সামেরীর শাস্তি শুধু এতটুকুই নয় যে, সারাটি জীবন তাকে মানব সমাজ
থেকে এক ঘরে অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য হয়ে কাল কাটাতে হবে, বরং এ দায়িত্বও তার ওপর
চাপিয়েছে যে, তার নিজেকেই অস্পৃশ্য হওয়ার কথাটি মানুষকে বলতে হবে যাতে
কোনো মানুষ তাকে না ছোয় এবং সে-ও কাউকে ছুয়ে দিতে না পারে ।

كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ

সর্ব বিষয়ে জ্ঞানের দিক থেকে। ৯৯. হে মুহাম্মদ ! এভাবেই^{৭৬} আমি আপনার নিকট
কিছু কিছু সংবাদ বর্ণনা করছি যা আগে ঘটে গেছে ;

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ (١٠٠) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ

আর নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে 'যিক্র' (কুরআন) দান করেছি,^{১১} ১০০. যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে অবশ্যই বহন করবে

يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَرًّا ﴿٥٠﴾ خُلِيَيْنَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لِمُؤَيَّدِ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝

কিয়ামতের দিন (শাস্তির) ভারী বোঝা। ১০১. ওরা তাতে চিরকাল থাকবে ; আর
কিয়ামতের দিন তাদের জন্য বোঝা হিসেবে তা হবে অত্যন্ত মন্দ,^{৭৮}

[illegible]

৭৬. সূরার শুরুতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছিল, এখান থেকে পুনরায় সেদিকে আলোচনার গতিকে ফেরানো হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয়কে সহজে বুঝার জন্যই মাঝখানে মুসা আ.-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

৭৭. সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, আমি এ কুরআনকে আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য নাখিল করিনি ; বরং এটাকে সেই ব্যক্তির জন্য উপদেশ হিসেবে নাখিল করেছি যার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি রয়েছে, এখানে তার সূত্র ধরেই বলা হচ্ছে যে, আপনাকে কুরআন দান করেছি উপদেশ হিসেবে। যে এ উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাকে তার এ ভুলের জন্য মহাভার বহণ করতে হবে।

৭৮. অর্থাৎ কুরআন মাজীদে নসীহত গ্রহণ করতে গরিমসি করলে, কিয়ামতের দিন তাকে যে সাজা ভোগ করতে হবে, তা থেকে তার রেহাই নেই। চিরদিন তাকে সেই সাজা ভোগ করে যেতে হবে। আয়াতের এ বিধান কোনো স্থান, কাল বা পাত্রের সাথে শর্তযুক্ত নয়। অর্থাৎ এটা একটা সাধারণ বিধান।

﴿يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقًا ۝﴾

১০২. যেদিন ফুঁক দেয়া হবে শিংগায়^{১৯} এবং আমি যেদিন একত্র করবো অপরাধীদেরকে ফ্যাকাশে নীল চোখ বিশিষ্ট অবস্থায় ;^{২০}

﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴿۝﴾

১০৩. (সেদিন) তারা নিজেদের মধ্যে চুপে চুপে বলাবলি করবে—তোমরাতো দশ (দিন) ছাড়া অবস্থান করেনি।^{২১} ১০৪. আমি তা ভালই জানি,^{২২} সে সম্পর্কে যা তারা বলবে,

১০২. - (শিংগায়) (ফী+আল+সুর) - ফী الصُّورِ ; ফুঁক দেয়া হবে ; يَنْفَخُ - যেদিন ; يَوْمَ - এবং ; نَحْشُرُ - আমি একত্র করবো ; الْمُجْرِمِينَ - অপরাধীদেরকে ; زُرْقًا - ফ্যাকাশে নীল চোখ বিশিষ্ট অবস্থায় ; يَوْمِئِذٍ - যে দিন ; يَتَخَفَتُونَ - তারা চুপে চুপে বলাবলি করবে ; بَيْنَهُمْ - (বিন+হম) - নিজেদের মধ্যে ; إِنْ لَبِثْتُمْ - তোমরাতো ; عَشْرًا - দশ (দিন) ; نَحْنُ - আমরা ; أَعْلَمُ - ভালোই জানি ; يَقُولُونَ - তারা বলবে ;

৭৯. ‘শিঙ্গা’ আকার-আকৃতিতে কেমন হবে তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। তবে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন যে, এটাতে যখন ফুঁক দেয়া হবে, তখন এর আওয়াজে আগে পরের সব মৃত মানুষ জীবিত হয়ে যাবে। তবে শিংগা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আনয়ামের ৮৭ ও ৮৮ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮০. অত্যধিক ভয়ে অপরাধীদের চোখ সাদা হয়ে যাবে এবং চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ করবে।

৮১. অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে হাশর পর্যন্ত সময় সম্পর্কে তারা বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করবে। তাদের ধারণা হবে যে, বড়জোর দিন দশেক সময় অতিবাহিত হয়েছে। আসলে কিয়ামতের দিন লোকেরা তাদের দুনিয়ার জীবন সম্পর্কেও ধারণা করবে যে, তারা দুনিয়াতে কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে। আর ‘আলমে বরজখ’ অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কাল সম্পর্কেও তাদের ধারণা প্রায় একইরূপ হবে।

কুরআন মাজীদের সূরা আল-মু‘মিনূনের ১১২ ও ১১৩ আয়াতে বলা হয়েছে—“আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, ‘তোমরা দুনিয়াতে ক’বছর ছিলে?’ তারা জবাব দেবে—‘আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ ছিলাম, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।”

সূরা আর-রুম-এর ৫৫ ও ৫৬ আয়াতেও এ রকম কথা বলা হয়েছে—“কিয়ামত যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন অপরাধীরা কসম করে বলবে যে, ‘আমরা এক ঘন্টার বেশী পড়ে থাকিনি’ দুনিয়াতেও তারা এভাবে ধোঁকা খেয়েই চলছিল। আর যারা ঈমান ও ইলমের অধিকারী ছিল তারা বলবে—‘আল্লাহর কিতাবের কথা অনুযায়ী তোমরাতো

إِذْ يَقُولُ امْكُثِرْ طَرِيقَةً ۖ إِنَّ لَبِئْسَ ثَرًا إِلَّا يَوْمًا ۚ

তখন রীতি-নীতির দিক থেকে তাদের মধ্যকার অপেক্ষাকৃত ভালো লোকটি বলবে—‘তোমরা তো মাত্র একদিন ছাড়া অবস্থান করোনি।’

অ-তখন ; -বলবে ; -আমূল (ম+হম)-তাদের মধ্যকার অপেক্ষাকৃত ভালো লোকটি ; -রীতি-নীতির দিক থেকে ; -তোমরা অবস্থান করোনি ; -আ-ছাড়া ; -মাত্র একদিন।

পুনরুত্থান দিবস পর্যন্তই পড়েছিল; এবং আজ সেই পুনরুত্থান দিবস ; কিন্তু তোমরা তা জানতে না।

৮২. এটা একটা প্রাসংগিক কথা শ্রোতাদের (বা পাঠকদের) সন্দেহ দূর করার জন্য বলা হয়েছে। তারা মনে করতে পারে যে, হাশরের ময়দানে দুনিয়ার সব মানুষ যেখানে সমবেত হবে, সেখানে কিছু কিছু লোকের ফিসফিস করে বলা কথা এখানে কেমন করে বলা হচ্ছে। শ্রোতাদের মনের সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরে এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, তারা কি বলবে তাতো আমি ভালো করেই জানি। তাদের কিছু লোকতো বলবে যে, তারা দুনিয়াতে বড় জোর দশদিন ছিল ; কিন্তু তাদের মধ্যকার তুলনামূলক বুদ্ধিমান ও ভালো লোকটিরও দুনিয়ার জীবনের অবস্থান-কাল সম্পর্কে একদিনের বেশী অনুমান হবে না।

৫ রুকু' (৯০-১০৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার পরে মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বেশী দরদী হলেন নবী-রাসূলগণ। মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল পাঠিয়ে মানুষের ওপর এক অতুলনীয় দয়া করেছেন।

২. শিরক-এর মতো মহা অপরাধও আল্লাহ নবীদের সঠিক আনুগত্যের ফলে ক্ষমা করে দেন। এটা আল্লাহ তাআলার এক বড় অনুগ্রহ।

৩. হযরত হারুন আ. ছিলেন মুসা আ.-এর বড় ভাই। তিনিও নবী ছিলেন। মুসা আ. ত্বর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে হারুন আ.-কে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বনী ইসরাঈলের তত্ত্বাবধানের জন্য রেখে যান।

৪. হযরত হারুন আ. জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বনী ইসরাঈলকে বাছুর পূজা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু তারা তাঁর কথা মেনে নেয়নি। আসলে এ জাতি ছিল একটি হঠকারী জাতি।

৫. সামেরী ছিল এক প্রতারক ও ফিতনাবাজ লোক। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে সে-ই বাছুর পূজার মধ্য দিয়ে মূর্তি পূজার প্রচলন করে।

৬. মুসা আ.-এর প্রশ্নের সে যে কাহিনী বলেছে তা ছিল সবই তার বানানো কাহিনী। কেননা কুরআন মাজীদে এ কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৭. সামেরী শিরক-এর প্রচলন করার কারণে যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিরক থেকে বাঁচতে হলে দীনী ইলম তথা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। মূলত কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ছাড়া মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা অসম্ভব।

৮. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র ইলাহ। ইলাহ-এর এক অর্থ আইন বা বিধান দাতা। ইলাহ তিনিই যিনি একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য। সুতরাং ইবাদাত তথা দাসত্ব একমাত্র তাঁরই করা যাবে এবং হুকুম তথা বিধি-বিধানও একমাত্র তাঁরই মানায়। তিনি ছাড়া অন্য কারো বিধান মানা যাবে না।

৯. আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন তা থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করে আমাদের জীবনের সকল দিককে সুন্দর করতে পারি, তাহলেই কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

১০. যারা কুরআনের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে অর্থাৎ তা গ্রহণ করবে না, তাদের জন্য কিয়ামতের দিন থাকবে এক মহা-বোঝা। আর সেই বোঝা তাকে চিরকাল বহন করতে হবে এবং তা হবে অত্যন্ত মন্দ।

১১. ইস্রাফীলের শিংগায় ফুঁকের সাথে সাথে আগের ও পরের সকল মানুষ হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে। সেদিন অপরাধীদের চেহারা ও চোখ আতংকে নীলাভ ফ্যাকাশে রং ধারণ করবে।

১২. আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের সময় নিতান্ত নগন্য অর্থাৎ কোনো হিসাবের আওতায়ই পড়ে না। হাশরের মাঠে যখন মানুষ একত্রিত হবে তখন দুনিয়ার জীবনকে এক দিনের মতো মনে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৬
পারা হিসেবে রুকু'-১৫
আয়াত সংখ্যা-১১

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۚ

১০৫. আর তারা^{৩৩} আপনাকে পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, অতএব আপনি বলে দিন—‘আমার প্রতিপালক সেসব মূলসহ তুলে উড়ানোর মতোই উড়িয়ে দেবেন। ১০৬. অতপর তিনি তাকে চকচকে সমতল ময়দান করে ছাড়বেন।

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۚ

১০৭. তুমি তাতে কোনো ভাজ দেখতে পাবে না,^{৩৪} আর না কোনো উঁচু নিচু। ১০৮. সেদিন তারা সবাই আহ্বানকারীকে অনুসরণ করবে, তাতে কোনো হেরফের হবে না ;

১০৫-আর ; عَنِ-সম্পর্কে; (يَسْأَلُونَ+ك)-তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ; (فَقُلْ)-অতএব আপনি বলে দিন ; (الْجِبَالِ)-পাহাড়-পর্বত ; (يَنْسِفُهَا)-মূলসহ তুলে উড়িয়ে দেবেন ; (رَبِّي)-আমার প্রতিপালক ; (يَذَرُهَا)-অতপর তিনি তাকে করে ছাড়বেন ; (صَفْصَفًا)-চকচকে ; (قَاعًا)-সমতল ময়দান। ১০৬-তুমি দেখতে পাবে না ; (عِوَجًا)-তাতে ; (فِيهَا)-আর ; (لَا)-না ; (وَلَا)-আর ; (أَمْتًا)-কোনো উঁচু-নিচু। ১০৭-সেদিন ; (يَتَّبِعُونَ)-তারা সবাই অনুসরণ করবে ; (الدَّاعِيَ)-আহ্বানকারীর ; (لَهُ)-তাতে ;

৮৩. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর যখন সারা দুনিয়া একটি সমতল মসৃণ ময়দানে পরিণত হবে, তখন পাহাড়-পর্বতগুলো কি হবে? কারো এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে যে, তখন পাহাড়-পর্বতগুলোকে মূলসহ উপড়ে নিয়ে ধুলায় পরিণত করে উড়িয়ে দেবেন। অর্থাৎ পাহাড় ও সাগর কোনোটারই অস্তিত্ব থাকবে না। সারা দুনিয়া তখন একটি সমতল ময়দানে পরিণত হবে।

৮৪. কিয়ামত-এর সময় দুনিয়ার যমীনের অবস্থা সম্পর্কে কুরআন মাজীদের সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে যে, ‘পর্বতসমূহকে চলমান করে দেয়া হবে’ ‘সাগরকে ভরে দেয়া হবে।’ এখানে সাগর সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘সুজ্জিরাত’ অভিধানে এর মূল শব্দের অর্থ ‘আগুন দিয়ে ভরে দেয়া’ ‘পানি বইয়ে দেয়’, ‘খালি করে ফেলা’, ‘ভরে দেয়া’। সবগুলো অর্থই এখানে খাটে। সূরা ইনফিতারে বলা হয়েছে ‘সাগরকে ফাটিয়ে দেয়া হবে।’ সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে ‘যমীনকে বিস্তৃত করে দেয়া হবে।’ কুরআন মাজীদের এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তখন এক নতুন দুনিয়া তৈরি হবে।

وَضَعُفِ الْأَصَوَاتِ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿٥٩﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ

এবং দয়াময়ের সামনে সকল আওয়াজই নিরব হয়ে যাবে, অতএব হালকা পায়ের আওয়াজ^৭ ছাড়া কিছুই তুমি শুনতে পাবে না। ১০৯. সেদিন কোনো উপকারে আসবে না

الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

কারো সুপারিশ সে ছাড়া, যাকে দয়াময় অনুমতি দেবেন এবং তার কথা তিনি পসন্দ করবেন।^৬ ১১০. তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١١﴾ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ

আর যা আছে তাদের পেছনে, কিন্তু তারা তাঁকে জ্ঞানের মাধ্যমে আয়ত্তে আনতে পারে না।^{১১১} আর (সেদিন) সকল চেহারা-ই চিরস্থায়ী চিরজীবিতের সামনে নিচুমুখী থাকবে ;

[illegible]

৮৫. অর্থাৎ সেখানে চলাচলকারীদের পায়ের মৃদু আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যাবে না। চারিদিকে একটি ভয়াল পরিবেশ বিরাজ করবে।

৮৬. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেউ কারো জন্য নিজে উদ্যোগ হয়ে সুপারিশ করা তো দূরের কথা, কেউ টু শব্দটিও করতে পারবে না। তবে করুণাময় আল্লাহ যদি কারো জন্য সুপারিশ করার জন্য অনুমতি দেন এবং যতটুকু বলার অনুমতি দেন, সে-ই ততটুকু সুপারিশ করতে পারবে।

সূরা আল-বাকারার ২৫৫ আয়াতে আছে—“তঁার অনুমতি ছাড়া তঁার সামনে সুপারিশ করতে পারে এমন কে আছে?”

সূরা আন-নাবা ৩৮ আয়াতে আছে—

“সেদিন রুহ তথা জিবরাইল ও ফেরেশতারা কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

আর নিসন্দেহে সে ব্যর্থ হবে, যে বইবে যুলুমের বোঝা। ১১২. আর যে নেক কাজ সমূহ থেকে কাজ করবে—এবং সে মুমিন হবে।

فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

তখন তার থাকবেনা কোনো ভয় যুলমের, আর না কোনো ক্ষতির।^{৮৮} ১১৩. আর এভাবেই আমি তাকে (কিতাবকে) নাথিল করেছি কুরআনরূপে আরবি ভাষায়^{৮৯}

-যুলমের **ظُلُمًا** ; **حَمَلَ**-বইবে ; **مَنْ**-যে ; **وَقَدْ خَابَ** ; **وَأَر** ; **وَمَنْ**-যে ; **يُفْعَلُ**-কাজ করবে ; **وَالصَّلَاحُ** (+) **مِنْ** ; **وَالصَّلَاحُ** -নেক কাজসমূহ থেকে ; **وَأَبْوَ** ; **وَأَبْوَ** -সে ; **وَأَبْوَ** -মু'মিন হবে ; **وَأَبْوَ** -না ; **وَأَبْوَ** -কোনো যুলমের ; **وَأَبْوَ** -কোনো ক্ষতির । **وَأَبْوَ** -আমি নাযিল করেছি তাকে (কিতাবকে) ; **وَأَبْوَ** -কুরআন রূপে ; **وَأَبْوَ** -আরবি ভাষায় ;

কোনো কথা বলতে পারবে না ; তবে দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন শুধুমাত্র সে-ই বলতে পারবে এবং সে ন্যায়সংগত কথা-ই বলবে।

এছাড়া সূরা আল-আম্বিয়া ২৮ আয়াতে এবং সূরা আন-নাজমে ২৬ আয়াতে এ ধরনের কথাই উল্লিখিত হয়েছে।

৮৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই সকল মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী। কোনো মানুষ তা নবী বা অলী—যেই হোক না কেন মানুষের কাজের রেকর্ড তার কাছে নেই। ফেরেশতাদের কাছেও কোনো মানুষের সকল কিছু জানার ক্ষমতা নেই। সুতরাং যাদের কাছে কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাজ-কর্মের কোনো প্রতিবেদন নেই। তারা কি করে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে সুপারিশ করার অধিকার পেতে পারে? আর এটা ন্যায়-ইনসাফ ও বুদ্ধি-বিবেচনার দৃষ্টিতেও সংগত হতে পারে না। এজন্যই সুপারিশ সম্পর্কে এতো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাই সুপারিশ সম্পর্কে আল্লাহ যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন, তা-ই সঠিক, যুক্তিসংগত ও ন্যায়ভিত্তিক। তবে সুপারিশের দরজা একেবারে বন্ধ থাকবে না। আল্লাহর নেক বান্দাহরা যারা দুনিয়াতে মানুষের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করেছেন, তাদেরকে আখিরাতেও সহানুভূতির অধিকার আদায়ের সুযোগ দেয়া হবে। তবে তাঁরাও যা ইচ্ছা তা, বা যার জন্য ইচ্ছা হয় তার জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। তারাও আগেই সুপারিশ করার অনুমতি চেয়ে নেবেন এবং যার জন্য ন্যায়ভিত্তিক যতটুকু কথা বলার অনুমতি দেবেন, কেবল মাত্র ততটুকু কথা বলতে পারবে।

৮৮. অর্থাৎ আখিরতে ফায়সালা হবে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক। কেউ দুনিয়াতে আল্লাহর অধিকার আদায় না করে-যলম করেছে অথবা মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে যলম

وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَكُمْ

এবং আমি তাতে সতর্কবাণী দিয়ে বারবার বুঝিয়েছি, যাতে তারা ভয় করে অথবা
তা কুরআন পয়দা করে দেয় তাদের জন্য

ذِكْرًا ۝ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِئِكَةُ الْحَقُّ ۖ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ

উপদেশ।^{১০} ১১৪. মূলত আল্লাহ অত্যন্ত মহান একমাত্র আসল বাদশাহ।^{১১} আর আপনি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়ো করবেন না—

(من+ال+وعید)-من الـوعید ; তাতে-فيه ; বুঝিয়েছি-বারবার-حَرَفْنَا ; -এবং-و-
তা-يُحَدِّثُ ; অথবা-أَوْ ; ভয়-يَتَّقُونَ ; যাতে তারা-لَعَلَّهُمْ ; সতর্কবাণী দিয়ে ;
মূলত-(ف+تعالی)-فَتَعَلَّى ۝۱۱۸ ; উপদেশ-ذِكْرًا ; তাদের জন্য-لَهُمْ ; দেয় ;
অত্যন্ত মহান-الْحَقُّ ; একমাত্র বাদশা-(ال+ملك)-الْمَلِكُ ; আল্লাহ-اللَّهُ ;
ব+ال+)-بِالْقُرْآنِ ; না-لَا تَعْجَلْ ; আর-و- (حق)-
কুরআন পাঠে- (قرآن)-

করেছে অথবা নিজের নফসের বিরুদ্ধে যুলম করেছে। এগুলোর বোঝা মাথায় নিয়েই কিয়ামতের দিন তাকে হাশর ময়দানে উপস্থিত হতে হবে। আর এটাই হবে তার জন্য চরম ব্যর্থতা।

আর যে নির্ভেজাল ঈমান ও সৎকাজ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তার প্রতি কোনো যুলম করা হবে না। তার ঈমান ও আমল নষ্ট হওয়ার বা তার অধিকার লংঘিত হওয়ার কোনো ভয়ই সেখানে থাকবে না।

৮৯. এ আয়াতের সম্পর্ক সূরার প্রথম দিকে বর্ণিত (১ থেকে ৮ আয়াত) অংশের সাথে। অর্থাৎ এটা এ রকম শিক্ষা ও উপদেশ সম্বলিত যাতে উপদেশমালার সাথে সাথে ‘ওয়াযীদ’ তথা সতর্কবাণীও রয়েছে। শিক্ষা ও উপদেশ বলে শুধুমাত্র সূরার শুরুতে মূসা আ.-এর ঘটনার শেষে এবং এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ই বুঝানো হয়নি বরং সমগ্র কুরআনে বর্ণিত শিক্ষা ও উপদেশ সম্বলিত আয়াতগুলোর দিকেও ইংগিত করা হয়েছে।

৯০. অর্থাৎ তারা যেন আখিরাতের পাকড়াও সম্পর্কে সজাগ-সচেতন হয়ে ভুল পথ ছেড়ে সঠিক পথে চলে এবং ভুল পথে চলার পরিণাম সম্পর্কে ভয় করে। আর তাদের মধ্যে যেন কুরআনে বর্ণিত উপদেশমালার আলোকে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

৯১. এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে এবং এরপর থেকে আরেকটি বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনার সমাপ্তিতে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে। এর অর্থ তিনি যে, তোমাদের জন্য করআনকে উপদেশ, স্মরণ ও সতর্কবাণী হিসেবে

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَرَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

আপনার প্রতি তাঁর ওহী পূর্ণ হওয়ার আগেই ; আর বলুন, 'হে আমার প্রতিপালক !
বাড়িয়ে দিন আমাকে জ্ঞান ।'^{৯২}

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝

১১৫. আর নিঃসন্দেহে আমি^{৯৩} তাকিদ দিয়েছিলাম ইতিপূর্বে আদমের প্রতি,^{৯৪} কিন্তু
সে ভুলে গেছে এবং আমি তার সংকল্পে দৃঢ়তা পাইনি ।^{৯৫}

- وَحْيُهُ ; আপনার প্রতি (إِلَىٰ-إِلَيْكَ) -পূর্ণ হওয়ার ; أَنْ يُقْضَىٰ ; আগেই ; مِنْ قَبْلِ -
زِدْنِي ; হে আমার প্রতিপালক ; رَبِّ ; বলুন ; قُلْ ; আর ; وَ- ; তাঁর ওহী ; (وَحْيًا)-
বাড়িয়ে দিন আমাকে ; عِلْمًا ; জ্ঞান । ১১৫. -আর ; وَلَقَدْ-নিঃসন্দেহে আমি
তাকিদ দিয়েছিলাম ; آدَمَ-আদমের ; مِنْ قَبْلِ-ইতিপূর্বে ; فَنَسَىٰ ; প্রতি (إِلَىٰ-إِلَيْكَ) ;
- عَزْمًا ; তার ; لَهُ-আমি পাইনি ; لَمْ نَجِدْ ; এবং ; وَ- ; সে ভুলে গেছে ; (نَسِيَ)-
সংকল্পে দৃঢ়তা ।

নাযিল করেছেন, সে জন্যই এ প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। তাঁর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। তিনিই প্রকৃত বাদশাহ।

৯২. কুরআন নাযিলের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ স. ওহীর বাণীকে স্মরণ রাখার জন্য বারবার বলতে চেষ্টা করতেন। তিনি জিবরাঈল আ.-এর উচ্চারণের সাথে সাথে সেটা বলতে চেষ্টা করতেন, যাতে করে ভুলে না যান। এরকম প্রচেষ্টা রাসূলুল্লাহ স. কয়েকবার চালিয়েছেন। সূরা কিয়ামাহর ১৬ আয়াত থেকে ১৯ আয়াতেও তাঁর এরকম প্রচেষ্টার ওপর সংশোধনী আনা হয়েছে। সেখানেও বলা হয়েছে—

“আপনি এটাকে (ওহীকে) দ্রুত আয়ত্ব করার জন্য আপনার জিহ্বাকে বারবার নাড়াচাড়া করবেন না। এটাকে (আপনার মনে) জমিয়ে দেয়া এবং আপনাকে পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। অতপর তা (আপনাকে) বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।”

সূরা আল-আ'লা'র ৬ আয়াতেও বলা হয়েছে—“অবশ্যই আমি আপনাকে (এ কুরআন) পড়িয়ে দেবো, অতএব আপনি তা ভুলে যাবেন না।”

রাসূলুল্লাহ স.-এর এরূপ অবস্থা যেহেতু ওহী নাযিলের প্রথম দিকে হয়েছিল, এতে করে বুঝা যায় যে, সূরা ত্বা-হা'র এ অংশও প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। সূরার এ অংশে এ উপদেশও সে সঙ্গে দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাড়াহুড়ো না করে বরং এ দোয়া করুন যে, “হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।”

৯৩. এখান থেকে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে উপরের আলোচনা মিল খাকায় এটাকেও এ সূরার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ উভয় আলোচনায় যেসব বিষয়ের মিল পাওয়া যায় তাহলো—

(১) কুরআন মাজীদকে ‘যিকর’ বলা হয়েছে এর অর্থ স্মরণ, শিক্ষা, উপদেশ ইত্যাদি। এখানে কুরআন ভুলে যাওয়ার কথা বলে বুঝাতে চেয়েছে যে, মানব জাতিকে সৃষ্টির শুরুতে যে শিক্ষা বা উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তা-ই মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, না হয় মানুষ তা ভুলে যায়। আল্লাহ তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য দুনিয়াতে বারবার কিতাব পাঠিয়েছেন। কুরআনের আগেও অনেক কিতাব এসেছে, কুরআন হলো সর্বশেষ স্মারক।

২. মানুষের ভুলে যাওয়ার কারণ হলো শয়তানের কুমন্ত্রণা। সৃষ্টির প্রথম থেকেই শয়তানের একাজ অব্যাহত আছে, তাই মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়।

(৩) আল্লাহর পাঠানো এ কিতাবের সাথে মানুষ যেমন আচরণ করবে, মানুষের ভাগ্যও সেরূপ হবে। তাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এর ওপরই নির্ভরশীল। সৃষ্টির শুরুতেও এটা বলে দেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর দেয়া এ ‘যিকর’ অনুসরণ করলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে দুর্ভাগ্য থেকে নিরাপদ থাকবে, না হয় উভয় স্থানেই বিপদে পড়বে।

(৪) মানুষ ভুল করে, সংকল্পে দৃঢ় থাকতে পারে না। মনে দুর্বলতা দেখা দেয়—এসব কারণে মানুষ শয়তানের ধোকায় পড়ে যায়; কিন্তু এসব সম্পর্কে তার মনে অনুভূতিও আসে না তেমন নয়; আর যখন-ই তার মনে ভুল বা সংকল্প তথা ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার ব্যাপারে অনুভূতি জেগে উঠে, তখন-ই তার কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে শুধরে নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আবার মানুষ সীমালংঘন করে, বিদ্রোহ করে এবং বুঝে শুনে আল্লাহর বিপরীতে শয়তানের পায়রবী করে। এমতাবস্থায় সে ক্ষমা পেতে পারে না। ফিরআউন, নমরুদ এবং এ সূরায় উল্লিখিত সামেরী, আর বর্তমান কালেও এরূপ চরিত্রের যেসব লোকের দেখা মিলে তাদের সকলের পরিণতি একই হবে।

৯৪. দুনিয়ার প্রথম মানুষ আদম আ.-এর ঘটনা কুরআন মাজীদে বারবার এসেছে। তবে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে, ততটুকুই আলোচিত হয়েছে। এসব জায়গায় বর্ণিত অংশগুলো পাঠ করে নিলে পুরো ঘটনা ও তার মর্ম বুঝা সহজ হবে। সে জন্য নিচে উল্লিখিত অংশগুলো টীকাসহ পাঠ করে নেয়া উচিত :

১. সূরা বাকারা ৩১ আয়াত ৩৯ পর্যন্ত
২. ,, আরাফ ১১ আয়াত ২৫ পর্যন্ত
৩. ,, আরাফ ১৭২ আয়াত ১৭৩ পর্যন্ত
৪. ,, হিজর ২৮ আয়াত ৪৪ পর্যন্ত
৫. ,, বনী ইসরাঈল ৬১ আয়াত ৬৫ পর্যন্ত
৬. ,, কাহাফ ১৫০ আয়াত
৬. ,, ত্বা-হা ১১৬ আয়াত ১২৩ পর্যন্ত

৯৫. “তিনি [আদম আ.] ভুলে গেছেন, আমি তাঁর সংকল্পে দৃঢ়তা পাইনি।” অর্থাৎ তিনি যা করেছেন তা বিদ্রোহ ছিল না, বরং ভুল করে ফেলেছেন। আল্লাহর নির্দেশ ভুলে গিয়েই তিনি শয়তানের উষ্কানীতে পা দিয়েছেন। আল্লাহর আদেশ পালনে যতটুকু দৃঢ়তা তাঁর অন্তরে থাকা প্রয়োজন ছিল, তা তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়নি।

৬ রুকু' (১০৫-১১৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামতের সময় পাহাড় পর্বতগুলো নিজ অবস্থান থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে।

২. দুনিয়ার যমীন উঁচু নিচু সব সমান হয়ে চকচকে মসৃণ সমতল কোনো প্রকার নি ভাঁজ ভূমিতে পরিণত হবে। এটাই হাশরের ময়দানে পরিণত হবে।

৩. ইসরাফীলের শিংগার আওয়াজ শোনামাত্রই সকল মানুষ নিজ নিজ নিদ্রাস্থান থেকে উঠে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। কেউ-ই হাশরের ময়দানে হাজির না হয়ে পালিয়ে থাকতে পারবে না।

৪. হাশরের ময়দানে দয়াময় আল্লাহর সামনে কেউ কোনো প্রকার শব্দ করতে পারবে না। গুণগুণ বা ফিসফাস করেও কোনো কথা বলা যাবে না। অন্য কোনো প্রাণীর আওয়াজ বা ডাকও সেখানে শোনা যাবে না। কেবলমাত্র মানুষের চলাচলের কারণে তাদের পায়ের খসখসে আওয়াজই শোনা যাবে।

৫. কেউ কোনো লোকের জন্য আল্লাহর দরবারে কোনো প্রকার সুপারিশ করতে পারবে না। তবে দয়াময় যার কথা শুনতে পসন্দ করবেন তাকে সুপারিশ করার জন্য অনুমতি দেবেন এবং তাকে যা বলার অনুমতি দেবেন কেবলমাত্র ততটুকু সে বলতে পারবে।

৬. মানুষ অন্য মানুষের ভেতর-বাইর, পূর্ণ অতীত ও পূর্ণ বর্তমান সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকুফহাল নয়। আর ভবিষ্যত সম্পর্কে তার জানার কোনো উপায়ই নেই। তাই মানুষ মানুষের প্রতি কোনো সুবিচার করতে পারে না। অতএব সে কারো জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করারও কোনো অধিকার পেতে পারে না।

৭. মানুষের ভেতর বাইর ; অতীত-বর্তমান ভবিষ্যত ; সামনে পেছনে এমনকি মনের গভীর কোণে লুকাইত ইচ্ছা সম্পর্কে খবর রাখেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সুতরাং তিনিই একমাত্র সুবিচার করতে পারেন।

৮. হাশরের ময়দানে সকল মানুষের চেহারা সর্ব শক্তিমান আল্লাহর সামনে নতমুখী হয়ে থাকবে। কেউ মুখ তুলে মহান আল্লাহর দিকে তাকাতে পারবে না।

৯. যারা দুনিয়াতে নিজের ওপর যুলম করেছে—তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে, মানুষের অধিকার হরণ করেছে। এসব কাজই তাদের বিরুদ্ধে গেছে; প্রকারান্তরে সকল অপরাধ তাদের নিজের ওপর যুলমে পরিণত হয়েছে। হাশরের দিন তারা এ যুলমের মহাভার বোঝা বহন করে বেড়াবে। এসব লোক অবশ্য-অবশ্যই ব্যর্থ হবে। এ ব্যর্থতা চরম ব্যর্থতা। কামিয়াব হওয়ার আর কোনো সুযোগ কোনোদিন তারা পাবে না।

১০. যারা খালেস তথা নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান ও সৎকাজ নিয়ে হাশরের ময়দানে হাজির হবে—দুনিয়াতে তারা যতোই দুর্বল, নিঃস্ব বা মাযলুম অবস্থায় জীবন-যাপন করুক না কেন ; সেখানে

তারা হবে সফল। তাদের ওপর যুলমের বা তাদের কোনো ক্ষতিতো হবে না ; এমনকি তাদের ওপর যুলম বা ক্ষতির কোনো আশংকাও থাকবে না।

১১. আখিরাতের সেই চরম ব্যর্থতা থেকে রেহাই পেতে হলে মহাম্মদ আল-কুরআন এবং তাঁর বাহক ও শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর আনীত দীনের আলোকে জীবনকে আলোকিত করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

১২. আল কুরআন-এর হুকুম-আহকাম মেনে চলতে হবে। এর নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ পথের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে আশ্রয় প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১৩. কুরআনকে আরবী ভাষায় নাখিল করা হয়েছে। যাতে আল্লাহর নবী কুরআনের বিধি-বিধান, সতর্কবাণী ও সুসংবাদ এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো মানুষকে যথাযথ বুঝিয়ে দিতে পারেন, যেহেতু নবীর মাতৃভাষা আরবী সুতরাং এ প্রশ্ন অবান্তর যে কুরআন আরবী ভাষায় নাখিল করা হলো কেন ? কারণ আরবী ভাষায় নাখিল না হলে অন্য যে কোনো ভাষায়তো নাখিল করতে হতো ; তখনও এ প্রশ্ন উঠতো।

১৪. আল্লাহ তাআলার মর্যাদা ও মহানত্বের ব্যাপারে কোনো সীমা পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। তিনি কাউকে শান্তি দেন না, যতক্ষণ না তাদের নিকট নবী-রাসূল পাঠিয়ে সতর্ক করেন।

১৫. যারা নবী রাসূলের শিক্ষা ও স্মরণকে মেনে চলে, তারা উভয় জাহানে শান্তিতে থাকবে আর যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাদের জন্য উভয় জাহানে ধ্বংস ও বরবাদী রয়েছে।

১৬. মানুষ ভুল করবে, কিন্তু যখনই ভুলের অনুভূতি তার মধ্যে জাগবে, তখনই নিজেকে সুধরে নেবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। আল্লাহ অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেবেন ; যেমন প্রথম মানব আমাদের আদি পিতা ক্ষমা পেয়েছিলেন।

১৭. আল্লাহর নাফরমানী, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তা থেকে ফিরে না আসা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-৭
পারা হিসেবে রুক্ক'-১৬
আয়াত সংখ্যা-১৩

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾

১১৬. আর, (স্মরণ করুন) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম—তোমরা সিজদা করো আদমকে, তখন সবাই সিজদা করলো 'ইবলীস ছাড়া ; সে অস্বীকার করলো ।

﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ﴾

১১৭. অতপর আমি বললাম—হে আদম ! নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুশমন^{১১৭} সুতরাং সে যেন কখনো তোমাদের দু'জনকে জান্নাত থেকে বের করে দিতে না পারে^{১১৮}

﴿اسْجُدُوا-আর ; اسْجُدُوا-যখন ; قُلْنَا-আমি বললাম ; الْمَلَائِكَةِ-ফেরেশতাদেরকে ; وَ-তোমরা সিজদা করো ; لَآدَمَ-আদমকে ; فَسَجَدُوا-তখন সবাই সিজদা করলো ; إِلَّا-ছাড়া ; إِبْلِيسَ-ইবলীস ; أَبَى-সে অস্বীকার করলো । ﴿فَقُلْنَا﴾ (+) ; هَذَا-এ ; عَدُوٌّ-নিশ্চয়ই ; لَكَ-হে আদম ; وَلِزَوْجِكَ-তোমার স্ত্রীর ; فَلا-তোমার দু'জনকে কখনো বের করে দিতে না পারে ; مِنَ-থেকে ; الْجَنَّةِ-জান্নাত ;

১১৬. কুরআন মাজীদে অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আদম আ.-কে একটি বিশেষ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে সেই গাছের ফল খেয়েছিলেন। অতপর তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী 'হাওয়া' আ.-কে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। এখানে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে তা আরও আগের ঘটনা। আদম আ.-কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদমকে সিজদা করার জন্য; কিন্তু ইবলীস ছাড়া ফেরেশতারা সবাই তাঁকে সিজদা করেছে। আর তখনই আল্লাহ আদম আ.-কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এ ইবলীস তোমাদের চিরশত্রু। সে যেন তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে না পারে সে ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকেও ; কিন্তু আদম আ. আল্লাহর এ সতর্কবাণী ভুলে গিয়ে ইবলীসের ধোঁকায় পড়ে এবং জান্নাত ত্যাগ করে তাঁকে দুনিয়াতে আসতে হয়েছে। এখানে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১১৭. অর্থাৎ ইবলীস যে প্রকাশ্য শত্রু তাতো প্রথমেই প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং সে প্রকাশ্যভাবেই আল্লাহর কাছে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চেয়ে নিয়েছে, যাতে সে আদমের সন্তানদের ওপর তার শত্রুতা উদ্ধার করতে পারে। সূরা আল-আ'রাফ-এর ১২ আয়াত ও

فَتَشْفِي^{١٥٦} إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى^{١٥٧} وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا

তাহলে কষ্টে পড়বে। ১১৮. নিশ্চয়ই (এখানে) তোমার জন্য (এমন অবস্থা) রয়েছে যে, এখানে তুমি ক্ষুধার্ত থাকবে না এবং উলঙ্গও থাকবে না। ১১৯. আর অবশ্যই এখানে তুমি পিপাসার্তও হবে না,

وَلَا تَضْحَى ﴿٥٥﴾ فَوْسَوْسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دَأُّ هَلْ آدُكَ

আর না তুমি কষ্ট পাবে রোদের তাপে।^{১২০} অতপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল,^{১০০} সে বললো—হে আদম ! আমি কি তোমাকে খোঁজ দেবো

فَتَشْقَى - তাহলে কষ্টে পড়বে। ﴿١١٧﴾ انْ - নিশ্চয়ই ; لَكَ - তোমার জন্য রয়েছে
 ; وَ - এবং ; فِيهَا - এখানে ; اَلَا تَجُوعُ - যে, তুমি ক্ষুধার্ত থাকবে না ;
 - لَا تَطْمَئِنُّ - তুমি উলঙ্গও থাকবে না। ﴿١١٨﴾ اِنَّكَ - অবশ্যই তুমি ; وَ - আর ;
 اَلَا تَرْضَى - না তুমি রোদের তাপে কষ্ট
 পাবে ; وَ - আর ; فِيهَا - এখানে ; اَلَا تَشْرَبُ - তুমি পানীয়ও পাবে না ;
 - الشَّيْطَانُ ; اِلَيْهِ - তাকে ; (ف+وَسَّوَسَ) - فَوَسَّوَسَ ﴿١١٩﴾
 اَذْكَى ; كِي - কি ; هَلْ - হে আদম ; - يَادُمْ ; اَلَا تَرَى - তুমি দেখ না ; اَلشَّيْطَانُ -
 (ال+شيطان) - শয়তান ; اَلَا تَرَى - তুমি দেখ না ; اَلشَّيْطَانُ - শয়তান ; اَلَا تَرَى -
 (ادل+ك) - আমি তোমাকে খোঁজ দেবো ;

সূরা সা'দ-এর ৭৬ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইবলীস অহংকার করে বলেছে—
 “আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো, আর তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।”
 সুতরাং তার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। আমি তাকে সিঁদুর করতে পারি না। সূরা বনী ইসরাঈলের ৬১
 ও ৬২ আয়াতেও এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইবলীস যে প্রকাশ্য দুষমন, তা গোপন
 ছিল না। তারপরও আদম আ. ভুল করেছেন, আর সন্তান-সন্ততিরাও ভুল করে ইবলীসের
 ধোঁকায় পড়ে।

৯৮. অর্থাৎ তোমরা যদি ইবলীসের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করো, তাহলে তোমরা আর জান্নাতে থাকতে পারবে না। তোমাদেরকে জান্নাতে যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে তা থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে।

৯৯. অর্থাৎ তোমরা যদি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করো তাহলে জান্নাতের অনেক নিয়ামতের মধ্যে মৌলিক ৪টি নিয়ামত—খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থান এগুলোও পূরণের জন্যও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এখানেতো সবই ভোগ করছে বিনা শ্রমে। শয়তান যদি তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে নিতে পারে তাহলে উল্লিখিত ৪টি মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তোমাদের সময় ও শক্তির এক বিরাট অংশ ব্যয় করতে হবে। তখন আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য কোনো অবকাশ পাবে না।

১০০. এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান প্রথমে আদম আ.-কে-ই প্ররোচিত করেছে। সুতরাং হযরত হাওয়া আ.-কে প্রথমে প্ররোচিত করেছে বলে যে কথা প্রচলিত আছে, তা সঠিক নয়।

عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ۝ فَآكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا

চিরস্থায়ীত্বের গাছ সম্পর্কে? এবং এমন রাজ্যের যা (কখনো) বিনাশ হবে না।^{১০১} ১২১. অতপর তারা উভয়ে তা (গাছ) থেকে খেলো। তখন প্রকাশিত হয়ে গেলো তাদের সামনে

سَوَاتِهِمَا وَطَفِقًا يَخْصِفُ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ زَوْعَصَىٰ أَدَمُ رَبَّهُ

তাদের লজ্জাস্থান এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে ঢাকতে লাগলো তাদের নিজেদেরকে; ^{১০২} আর আদম নিজ প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলো

فَقَوَىٰ ۝ ثُمَّ رَاجَتْهُ رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا

ফলে সে পথ হারিয়ে ফেললো।^{১০৩} ১২২. এরপর তাঁর প্রতিপালক তাকে বাছাই করলেন^{১০৪} ও তাঁর তাওবা কবুল করলেন এবং (তাকে) সৎপথ দেখালেন।^{১০৫} ১২৩. তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে এখান থেকে এক সাথে নেমে যাও

- مُلْكٍ ; এবং ; وَ- চিরস্থায়ীত্বের ; (ال+خلد)-ال-খল্দ ; গাছ-شَجَرَةٍ ; সম্পর্কে-عَلَى
এমন রাজ্যের ; لَّا يَبْلَى-যা বিনাশ হবে না ৥ ১২১) فَآكَلَا- (ফ+আকল)-অতপর তারা উভয়ে
খেলো ; (ف+بَدَتْ)-বদত-তখন-ই প্রকাশিত
হয়ে গেলো ; لَهُمَا-তাদের সামনে ; سَوَاتِهِمَا- (সো+আতহিমা)-তাদের লজ্জাস্থান ; وَ-
এবং ; عَلَيْهِمَا-নিজেদেরকে ; طَفِقًا يَخْصِفُ- (তফ+ফ+ইখসিফ)-তারা ঢাকতে লাগলো ; زَوْعَصَىٰ-
অদম- (অ+দম)-আদম ; رَبَّهُ-অবাধ্যতা করলো ; وَرَقِ-পাতা ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; دِي-দিয়ে ; مِنْ-
আদম- (অ+দম)-আদম ; فَتَابَ- (ফ+তাব)-তার প্রতিপালকের ; هَدَىٰ- (হ+দী)-তাকে বাছাই করলেন ; رَبَّهُ- (র+ব)-
তাদের প্রতিপালক ; وَ-তাঁর ; عَلَيْهِ-ও তাওবা কবুল করলেন ; فَتَابَ- (ফ+তাব)-তার প্রতিপালক ; هَدَىٰ- (হ+দী)-
এবং ; جَمِيعًا-এক সাথে ; مِنْهَا- (ম+না)-এখান থেকে ;

১০১. শয়তান যে আদম আ.-কে প্ররোচিত করেছে সে সম্পর্কে সূরা আ'রাফের ২০ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—“সে (শয়তান) বললো—তোমাদেরকে যে, তোমাদের প্রতিপালক এ গাছটি থেকে নিষেধ করেছেন, তা শুধুমাত্র এ জন্যে যে, তোমরা দু'জনে ফেরেশতা হয়ে যাও অথবা তোমরা চিরজীবী হয়ে যাও।”

১০২. আদম আ. আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সামান্যতম ভুলের কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁকে পাকড়াও করেছেন। নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার সাথে সাথেই তাদের পোশাক কেড়ে নেয়া হয়েছে। জান্নাতে খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থান—এ চারটি মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথমেই পোশাক

কেড়ে নেয়া হয়েছে। খাদ্য-পানীয়তো ক্ষুধা-পিপাসা লাগলেই প্রয়োজন হবে—এ দু'টোই পরের ব্যাপার। তারপর তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো।

১০৩. 'আসা' (عصى) শব্দের অভিধানিক অর্থ 'সে আদেশ পালনে টাল-বাহানা করেছে'; 'সে নাফরমানী করেছে'; 'সে কথা মানলোনা'; 'সে আনুগত্য করলো না' ?

আর 'গাওয়া' (غوى) শব্দের অর্থ—'সে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে'; 'রাস্তা থেকে সরে গেছে'—(কামুস)। 'সে মূর্খ হয়ে গেছে'—(রাগিব)। 'সে ব্যর্থ হয়ে গেছে'—(তাজ, লিসান, রাগিব)।

আদম আ.-এর মাধ্যমে মানব জাতির মধ্যে যে মানবিক দুর্বলতা প্রকাশের সূচনা হয়েছিল তার ধরন কি ছিল সে সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। আদম আ.-এর সামনে সবকিছু স্পষ্ট ছিল—তিনি আল্লাহকে নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তা-ও তাঁর সামনে ছিল; তাঁর প্রতি শয়তানের হিংসা ও শত্রুতা সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দান করার সাথে সাথেই এটা বলে দিয়েছিলেন যে, 'এ (শয়তান) তোমার শত্রু', আর শয়তানও তাঁর সামনেই দাবি করে বলেছিল—'আমি তাকে গুমরাহী করে দেবো, তার শিকড় উৎপাটন করে ফেলবো'। আল্লাহ তাআলা এটাও বলে দিয়েছিলেন যে, এ শয়তান তোমাকে জান্নাত থেকে বের করে দিতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থেকো।

এতো সব কিছুর পরও শয়তান যখন তাঁর সামনে স্নেহশীল-উপদেশদাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে চিরন্তন জীবন ও চিরস্থায়ী রাজ্যের স্বপ্ন তাঁর সামনে তুলে ধরলো তখন তিনি এক দুর্বল মানসিক অবস্থায় মনের দৃঢ়তা থেকে পা ফসকে পড়ে গেলেন; কিন্তু তিনি আল্লাহর ওপর থেকে এক চুলও পেছনে হঠলেন না। তিনি প্রথম মানুষ। তাঁর ভুলের মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে ভুলের প্রকাশ ঘটছিল এবং পরবর্তীতে সেই ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্তও বিচ্ছিন্ন হয়নি। তবে মানুষের কর্তব্য হলো ভুলের অনুভূতি আসার সাথে সাথে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে এবং নিজের ভুলের জন্য অনুশোচিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন, যেমন ক্ষমা করে দিয়েছেন আদম আ.-কে।

১০৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে ভুলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেননি, তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁকে নবুওয়াতের মর্যাদায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মধ্যে স্বৈচ্ছায়-সজ্ঞানে নাফরমানী করার মানসিকতা ছিল না, ছিল না অহংকার ও বিদ্রোহের মনোভাব। শয়তান আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিল অহংকার ও বিদ্রোহের মানসিকতায়, তাই তার সাথে আল্লাহ যে আচরণ করেছেন, আদম আ.-এর সাথে সেরূপ আচরণ করেননি। কেননা আদম আ. ভুলের অনুভূতি আসার সাথে সাথেই বলে উঠেছিলেন—“হে আমার প্রতিপালক! আমরা নিজেদের ওপর যুলম করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।”—আ'রাফ ২৩ আয়াত

১০৫. অর্থাৎ তাঁকে ক্ষমা করার সাথে সাথে ভবিষ্যত জীবনে চলার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ

তোমরা একে অপরের দুষমন ; অতপর আমার তরফ থেকে তোমাদের কাছে যে হিদায়াত পৌঁছে, তখন যে মেনে চলবে

هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿٥٨﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ

আমার হিদায়াত, সে পথ হারাতে না এবং কষ্টও পাবে না। ১২৪. আর যে আমার যিকুর বা স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে অবশ্যই তার

مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿٥٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي

জীবন-যাপন হবে কষ্টকর^{১০৬} এবং কিয়ামতের দিন তাকে হাশরে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়।^{১০৭} ১২৫. সে বলবে হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আপনি উঠালেন কেন

; دُشْمَن -দুশমন ; اَلْ-اَبْعَضُ -অপরের ; اَلْ-اَبْعَضُ -তোমরা একে ; اَلْ-اَبْعَضُ (بعض+كم) -بعضكم
 ; مَنِيْ -মনি ; اَلْ-اَبْعَضُ (بعض+كم) -তোমাদের কাছে পৌঁছে ; اَلْ-اَبْعَضُ (ف+اما) -فاما
 ; اَلْ-اَبْعَضُ (ف+من) -তখন যে ; اَلْ-اَبْعَضُ (من+نِي) -আমার তরফ থেকে ; اَلْ-اَبْعَضُ (من+نِي)
 ; اَلْ-اَبْعَضُ (ف+لا يضل) -সে পথ হারাবে ; اَلْ-اَبْعَضُ (هُدًى) -আমার হিদায়াত ; اَلْ-اَبْعَضُ (من+نِي)
 ; اَلْ-اَبْعَضُ (و-وَ) -আর ; اَلْ-اَبْعَضُ (من+و) -এবং ; اَلْ-اَبْعَضُ (و-وَ) -কষ্টও করবে না । ১৪
 ; اَلْ-اَبْعَضُ (ف+ان) -তবে ; اَلْ-اَبْعَضُ (فان) -আমার যিকর বা স্বরণ ; اَلْ-اَبْعَضُ (عن+و) -থেকে ; اَلْ-اَبْعَضُ (عن+و)
 ; اَلْ-اَبْعَضُ (و-وَ) -এবং ; اَلْ-اَبْعَضُ (و-وَ) -কষ্টকর ; اَلْ-اَبْعَضُ (و-وَ) -তার ; اَلْ-اَبْعَضُ (و-وَ)
 ; اَلْ-اَبْعَضُ (ال+قيامه) -কিয়ামতের ; اَلْ-اَبْعَضُ (يوم) -দিন ; اَلْ-اَبْعَضُ (و-وَ) -তাকে হাশরে উঠাবো ; اَلْ-اَبْعَضُ (و-وَ)
 ; اَلْ-اَبْعَضُ (لِ-لِ) -কেন ; اَلْ-اَبْعَضُ (رَبِّ) -হে আমার প্রতিপালক ; اَلْ-اَبْعَضُ (قَالَ) -সে বলবে । ১৫
 ; اَلْ-اَبْعَضُ (نِي) -আপনি উঠালেন কেন ?

“আমি বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও, পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়াত আসবে। তখন যাবা আমার হেদায়াত অনুসারে চলবে, তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না।”

১০৬. এখানে ‘যিকর’ দ্বারা কুরআন অথবা রাসূলুল্লাহ স.-এর মুবারক সত্তাও হতে পারে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ‘কুরআন’ অথবা ‘রাসূল’ স.-এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে।

জীবিকা সংকীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। দুনিয়ায় সংকর্মপরায়ণ লোকদের জীবনও সংকীর্ণ হয়ে থাকে। যেমন দেখা যায় নবী-রাসূলদের জীবনও অনেক কষ্টকর জীবন হিসেবে কেটেছে। আবার কাফির ও পাপাচারী লোকদের

أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا ﴿١٢٦﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ

অন্ধ অবস্থায়, অথচ আমি তো (দুনিয়াতে) চোখওয়ালা ছিলাম। ১২৬. তিনি (আল্লাহ) বলবেন আমার আয়াতসমূহ এরকম তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে।

وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٧﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يَرْؤُفْ ۖ

আর আজ একই ভাবে তোমাদেরও ভুলে যাওয়া হবে। ১২৭. আর এমনিভাবেই আমি তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকি, যে সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং ঈমান আনে না।

-أَعْمَى-অন্ধ করে ; -و-অথচ ; -قَدْ كُنْتَ-আমি তো ছিলাম (দুনিয়াতে) ; -بَصِيرًا-
- (انت+ك)-তিনি (আল্লাহ) বলবেন ; -كَذَلِكَ-এ রকম ; -أَتَتْكَ-তোমার কাছে এসেছিল ; -فَنَسِيتَهَا-
- (ف+نসيت+ها)-আমার আয়াতসমূহ ; -وَ-আর ; -كَذَلِكَ-একইভাবে ; -الْيَوْمَ-আজ ;
-وَكَذَلِكَ-তোমাদেরও ভুলে যাওয়া হবে ; -تُنْسَى-আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি ; -و-এবং ;
-لَمْ يَرْؤُفْ-সীমা ছাড়িয়ে যায় ; -و-এবং ; -و-ঈমান আনে না ;

জীবনকে খুবই স্বাচ্ছন্দময় হতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—পয়গাম্বরদের প্রতি দুনিয়ার বালা-মসিবত সবচেয়ে কঠিন হয়ে থাকে। তাদের পরে যে যত বেশী সংকীর্ণতার উপর সে অনুযায়ী বালা-মসিবত আসতে দেখা যায়। তাহলে জীবন সংকীর্ণ হওয়ার এ ব্যাপারটাকে পরকালীন জীবনের জন্যে হতে পারে। কারণ দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত হতে দেখা যায়। এর সমাধান ‘জীবন সংকীর্ণ’ হওয়ার অর্থ কবরের জীবন সংকীর্ণ হওয়া বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—এর তাফসীর এরূপ করেছেন।—(মাযহারী) হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ করেছেন যে, তাদের নিকট থেকে অল্পে তৃপ্তির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে, (মাযহারী)। যার ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদ-ই থাকুক না কেন, মনের শান্তি তাদের জুটেবে না। সবসময় ধন-সম্পদ বাড়ানোর ফিকিরে সে থাকবে এবং ক্ষতি বা লোকসানের ভয়ে সে অস্থির থাকবে। সাধারণ ধনীদেব মধ্যও এ অবস্থা দেখা যায়। আর বড় বড় ধনীদেব অবস্থা আরও করুণ। এর ফলে তাদের নিকট প্রচুর সুখের উপকরণ থাকলেও সুখ কাকে বলে তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। এটা মনের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ছাড়া লাভ হয় না।

১০৭. জীবিকার সংকীর্ণতা আল্লাহর কুরআনের প্রতি বিমুখ ও অবজ্ঞা-অবহেলা দেখানোর প্রথম শাস্তি। এটা দুনিয়াতে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় শাস্তি তাকে দেয়া হবে আখিরাতে। আর তাহলো হাশরের দিন তাকে অন্ধ করে উঠানো হবে। সে তখন বলবে যে, হে আল্লাহ! আমি তো চোখওয়ালা ছিলাম অর্থাৎ দৃষ্টি-শক্তি ছিল, আমাকে অন্ধ করে উঠানো হয়েছে কেন? আল্লাহ বলবেন—‘হাঁ এভাবে তুমিও আমার আয়াত তথা কিতাবকে

بِأَيِّ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ

তার প্রতিপালকের আয়াতের প্রতি ; আর আখিরাতের আযাবতো অত্যন্ত কঠিন ও
অধিক স্থায়ী । ১২৮. এটাও কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না^{১১০}—

আর ; (ব+হ)-রَبِّهِ-তার প্রতিপালকের ; (ব+ইত)-بِأَيِّ-আয়াতের প্রতি ; (ল+عذاب)-لَعَذَابُ-আযাব তো ; (অ+শ)-أَشَدُّ-অত্যন্ত কঠিন ; (ও-ও)-و-ও ; (অ+ফ+লম+ইহ)-أَفَلَمْ يَهْدِ-এটাও কি সৎপথ দেখালো না ; (তাদেরকে)-لَهُمْ-তাদেরকে ;

ভুলে গিয়েছিলে। আমার কিতাবের দাওয়াত নিয়ে যারা এসেছিল, সেই দাওয়াত তুমি গ্রহণ করোনি, দেখেও না দেখার ভান করেছো, শুনেও না শোনার ভান করেছো। তুমি যেভাবে আমার কিতাবকে, আমার রাসূলকে এবং আল্লাহ ও রাসূলের দাওয়াত নিয়ে তোমার কাছে গিয়েছিল তাদেরকে উপেক্ষা করেছো, আজ একইভাবে তোমাকেও উপেক্ষা করা হবে, তোমার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হবে।

১০৮. কিয়ামত সংঘটিত হবার পর থেকে জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত অপরাধী যেসব অবস্থার মুখোমুখী হবে, তন্মধ্যে একটি অবস্থা এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ‘যেভাবে আমার আয়াতগুলোকে তুমি ভুলে গিয়েছিলে, আজ তেমনি তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।’

সূরা ‘কাফ’-এর ২২ আয়াতে বলা হয়েছে, “তুমিতো এ জিনিস (আখিরাত) সম্পর্কে গাফলতের মধ্যে ডুবেছিলে, আজ আমি তোমার সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, আজ তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর” অর্থাৎ তুমি আখিরাতকে অবিশ্বাস করতে ; কিন্তু আজ তুমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে।

সূরা ইবরাহীমের ৪২ ও ৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে—“আল্লাহতো (তাদের শাস্তিকে) এমন একদিনের জন্য পিছিয়ে দিচ্ছেন, যেদিন চোখগুলো বড় বড় করে তাকিয়ে থাকবে, তারা মাথা নিচু করে চোখ উপরে তুলে ছুটেভেই থাকবে। তাদের চোখের পলক পড়বে না এবং তারা দিশেহারা ও অস্থির থাকবে।”

সূরা বনী ইসরাঈলের ১৩ ও ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে—“আর কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি একটি লিখিত দলীল বের করবো, যাকে সে খোলা অবস্থায় পাবে। (তাকে বলা হবে) পড়ো তুমি নিজের আমলনামা, আজ তুমি নিজেই তোমার নিজের হিসেবের জন্য যথেষ্ট।”

১০৯. এখানে প্রতিদান দেয়ার দ্বারা যারা আল্লাহর প্রেরিত কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে দুনিয়াতে তাদের যে ‘তৃপ্তিহীন জীবন’ যাপন করানো হবে, সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

১১০. এখানে ‘তাদেরকে সৎপথ দেখালোনা’ বলে মক্কাবাসীদের কথা বলা হয়েছে। কারণ তারা আদ জাতি, সামুদ জাতি এবং কাওমে লূত-এর ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্য দিয়েই যাতায়াত করে।

كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكَنتِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ

আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের আগে কত জনগোষ্ঠীকে, তারা যাতায়াত করে
ওদের বাসস্থানসমূহের মধ্য দিয়ে ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে

لَا يَتَّبِعُ لَأُولَى النَّهْيِ

বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন ।^{১১১}

مِنْ ; -তাদের আগে (قَبْلَهُمْ-হম) ; -আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; -أَهْلَكْنَا ; -কত ; -كَمْ
فِي (مَسَاكِنَ+) -فِي مَسْكَنِهِمْ ; -তারা যাতায়াত করে ; -يَمْشُونَ ; -জনগোষ্ঠীকে ; -الْقُرُونِ
-لَا يَتَّبِعُ ; -এতে রয়েছে ; -فِي ذَلِكَ ; -নিশ্চয়ই ; -إِنَّ ; -ওদের বাসস্থানসমূহের মধ্য দিয়ে ; -
-বিবেকবানদের জন্য (لِ-أُولَى+أَل+نَهْيِ) ; -لَا يُؤْتِي النَّهْيِ ; -নিদর্শন (لِ-إِيت)

১১১. অর্থাৎ বিবেকবান লোকেরা ইতিহাস থেকে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখে এ থেকে
আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে ।

৭ রুকু' (১১৬-১২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এখানে আদম আ.-কে সৃষ্টি করার পর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ
ফেরেশতাদের প্রতি আদমকে সিজদা করার আদেশ দান করেন ।

২. 'ইবলীস' আদম আ.-এর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাকে স্বীকার করতে চাইলো না, তাই সে অহংকার
বশত আল্লাহর আদেশ অমান্য করলো ।

৩. আদম আ.-কে সৃষ্টি এবং তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইবলীস মানুষের সাথে শত্রুতা শুরু
করলো । সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে শত্রুতা শুরু করলো, সে জন্য তাকে 'আদুওম যুবীন' অর্থাৎ
'প্রকাশ্য শত্রু' মনে করতে হবে ।

৪. এ শত্রু থেকে বাঁচার জন্য সদা-সর্বদা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে । আল্লাহ নিজেই তা
শিখিয়ে দিয়েছেন—'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম' অর্থাৎ "আমি বিতাজিত শয়তান
থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ।"

৫. আল্লাহ তাআলাও ইবলীস তথা শয়তানের শত্রুতা সম্পর্কে আদম আ.-কে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক
করে দিয়েছেন এই বলে—'এই শয়তান তোমাদের দু'জনের শত্রু ; সে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে
বের করার ষড়যন্ত্র করতে পারে । তোমরা সতর্ক থেকো ।'

৬. শয়তান থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হলে সদা সচেতন থাকতে হবে । তার থেকে বাঁচার বড়
অস্ত্র হচ্ছে দীনী জ্ঞান । এজন্য দীনী জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে সাহায্যও চাইতে
হবে ।

৭. আদম আ.-এর জন্য জান্নাত ছিল খিলাফতের আসল স্থান । সেখানে প্রাথমিক পরীক্ষায় তাঁর
মধ্যে যে দুর্বলতা পাওয়া গেলো, তা দূর করার জন্য তাঁকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে । এ পরীক্ষার
সময়সীমা কিয়ামত পর্যন্ত ।

৮. কিয়ামত পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে যারা যুগে যুগে আল্লাহর প্রেরিত কিতাব ও নবী-রাসূলদের দিক-নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে নিজেদেরকে আসল খিলাফতের যোগ্য বলে প্রমাণ দিতে পারবে তাদেরকে জান্নাতে আসল খিলাফতের দায়িত্ব দান করা হবে। তাই প্রত্যেক মানুষের আসল খিলাফতের জন্য নিজেদেরকে তৈরি করে নিতে হবে।

৯. আল্লাহর খলিফা আদম আ.-এর সকল প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ-ই পূরণ করেছেন। তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁকে কোনো চিন্তা করার প্রয়োজন পড়েনি। যাতে করে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আর সেখানে তাঁর সেবক ছিল ফেরেশতাগণ।

১০. প্রাথমিক পরীক্ষায় তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর নিকট থেকে জান্নাতের পোশাক খুলে নেয়া হলো। অতপর তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে দুনিয়াতে পাঠানো হলো, দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠে মূল খিলাফতের যোগ্য করে নিজেদেরকে গড়ে তোলার জন্য। সুতরাং তাঁর সন্তানদের জন্য একই দায়িত্ব নির্ধারিত হয়ে গেলো যে, তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলে উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

১১. আদম আ. যেমন ভুল করেছেন এবং ভুলের অনুভূতি আসার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে নিজের ভুলের জন্য অনুশোচিত হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আমাদেরও ভুল হবে; কিন্তু সে ভুলের জন্য অনুভূতি আসার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

১২. আদম আ.-কে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তেমনি আমাদেরকেও ক্ষমা করে দেবেন যদি আমরা সেভাবে ক্ষমা চাইতে পারি।

১৩. আদম ও হাওয়া আ.-কে যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই একই দিক নির্দেশনা দিয়ে দুনিয়াতে অগণিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। আমরা যদি সেসব নির্দেশনা পালন করে আখিরাতে নিজেদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির করতে পারি, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত দান করবেন।

১৪. আমরা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দিক-নির্দেশনা তথা আল্লাহর কিতাব 'আল-কুরআন' থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখি তাহলে দুনিয়াতে আমাদের জীবন হবে কষ্টকর। ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও আমাদের মন থাকবে অতৃপ্ত। মানসিক প্রশান্তি আমাদের থাকবে না। অতএব আল্লাহর দীন পালনের মাধ্যমেই আমাদেরকে শান্তি লাভ করতে হবে।

১৫. আল কুরআনকে উপেক্ষা-অবমাননার দ্বিতীয় শাস্তি হবে আখিরাতে। আর তাহলো, হাশরে অঙ্ক করে উঠানো হবে। সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর কিতাবকে বুঝে-শুনে সে অনুসারে জীবন গড়তে হবে। তাহলেই আখিরাতে অঙ্ক হয়ে উঠার শাস্তি থেকে রেহাই পাবো।

১৬. অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস এবং সেসব জাতির ধ্বংসাবশেষ থেকে আমাদেরকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।



সূরা হিসেবে রুক্ব'-৮
পারা হিসেবে রুক্ব'-১৭
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاجِلٌ مسمى ١٢٩﴾

১২৯. আর যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি কথা এবং একটি নির্দিষ্ট সময় আগেই ঠিক হয়ে না থাকতো। তাহলে অবধারিত হয়ে যেতো (তাদের শাস্তি)।

﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ١٣০﴾

১৩০. সুতরাং ওরা যা বলে, তার ওপর আপনি সবর করুন এবং আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করুন—সূর্য উদয়ের আগে

﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَايِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣১﴾

এবং তা ডোবার আগে ; আর রাতের কিছু অংশেও পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন এবং দিনের প্রান্তভাগেও^{১৩১} যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।

﴿১২৯-আর ; وَلَوْلَا-যদি না ; كَلِمَةٌ-একটি কথা ; سَبَقَتْ-আগেই ঠিক হয়ে থাকতো ; ل+)-لَكَانَ لِزَامًا-আপনার প্রতিপালকের ; رَبِّكَ-(رب+ك)-পক্ষ থেকে ; مسمى-নির্দিষ্ট ; وَ-এবং ; وَاجِلٌ-সময় ; ১৩০-فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-সুতরাং আপনি সবর করুন ; عَلَى-ওপর ; مَا-যা ; يَقُولُونَ-ওরা বলে ; وَسَبِّحْ-আপনি পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করুন ; بِحَمْدِ-(ب+حمد)-প্রশংসাসহ ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; قَبْلَ-আগে ; طُلُوعِ-উদয়ের ; الشَّمْسِ-সূর্য ; وَ-এবং ; قَبْلَ-আগে ; غُرُوبِهَا-(غروب+ها)-তা ডোবার ; وَأَطْرَافَ-প্রান্তভাগেও ; النَّهَارِ-দিনের ; لَعَلَّكَ-যাতে আপনি ; تَرْضَى-সন্তুষ্ট হতে পারেন।

১১২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেহেতু আগেই তাদেরকে একটি সময় অবকাশ হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এ অবকাশকালীন সময়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান না, তাই তারা যেমন আচরণই করুক না কেন আপনি সবরের সাথে তা সহ্য করে যান। নামাযের মাধ্যমেই আপনি সবরের গুণ অর্জন করতে পারবেন। এ নির্ধারিত সময়-গুলোতে আপনি প্রতিদিন নিয়মিত নামায আদায় করুন।

﴿وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

১৩১. আর আপনি দু'চোখ তুলেও সে দিকে তাকাবেন না, যে দ্রব্য সামগ্রী আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য স্বরূপ দিয়েছি

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾

যাতে করে তাতে পরীক্ষা করতে পারি তাদেরকে ; আর আপনার প্রতিপালকের রিয়ক^{১১৪} অত্যন্ত ভালো ও অনেক বেশী স্থায়ী। ১৩২. আর আপনি আদেশ দিন আপনার পরিবার-পরিজনকে নামাযের^{১১৫}

﴿و-আর ; لَا تَمْدَنَّ-আপনি তাকাবেন না ; عَيْنَيْكَ-আপনার দু'চোখ তুলেও ; إِلَى-দিকে ; مَا-যে ; مَتَّعْنَا-দ্রব্য-সামগ্রী আমি দিয়েছি ; زَهْرَةَ-সেই ; أَزْوَاجًا-বিভিন্ন শ্রেণীকে ; مِنْهُمْ-তাদের ; زَهْرَةَ-চাকচিক্য স্বরূপ ; الْحَيَاةِ-জীবনের ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; لِنَفْتِنَهُمْ-যাতে করে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি ; فِيهِ-তাতে ; وَ-আর ; رِزْقُ-রিয়ক ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; وَأَبْقَى-অত্যন্ত ভাল ; وَ-আর ; أَهْلَكَ-আপনার পরিবার-পরিজনকে ; الصَّلَاةِ-নামাযের ;﴾

“প্রশংসাসহ পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করা” নামায-ই বুঝানো হয়েছে।

এখানে নামাযের সময়গুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। ‘সূর্যোদয়ের আগে’ দ্বারা ফজরের নামায ; ‘সূর্যাস্তের আগে’ দ্বারা আসরের নামায ; ‘রাতের কিছু অংশ’ দ্বারা ‘ইশা’ ও ‘তাহাজ্জুদ’ নামায; আর ‘দিনের প্রান্তভাগে’ দ্বারা ‘ফজর’ ‘যোহর’ ও ‘মাগরিব’ নামায বুঝানো হয়েছে।

১১৩. অর্থাৎ দুশমনের সকল প্রকার খারাপ আচরণের জবাব আপনি সবর ও নামাযের সাহায্যে প্রদান করুন। অবশেষে এ পস্থা-অবলম্বনের ফলাফল দেখে আপনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। কুরআন মাজীদে সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৯ আয়াতে এ অর্থে নামাযের হুকুম দেয়ার পর বলা হয়েছে—

“আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক ‘মাকামে মাহমুদ’ তথা প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দেবেন।”

সূরা আদ-দুহার ৪ ও ৫ আয়াতে বলা হয়েছে—“আপনার জন্য পূর্ববর্তী সময় থেকে পরবর্তী সময় অবশ্যই ভাল। আর শীঘ্রই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এতো কিছু দেবেন। যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।”

১১৪. অর্থাৎ ‘তোমাদের পরিশ্রমের ফলে তোমরা বৈধ পথে যে উপার্জন কর সেই রিয়ক-ই হলো তোমাদের প্রতিপালকের রিয়ক।’ আর অসৎ, লুটেরা, চরিত্রহীন লোকেরা অবৈধ

وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِمَا ۖ لَآ نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ

এবং তার ওপর আপনিও দৃঢ় থাকুন ; আমিতো আপনার কাছে কোনো রিয়ক চাই না ; আমিইতো আপনাকে রিয়ক দেই ; আর শুভ পরিণামতো

لِلتَّقْوَى ۝ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا

মুস্বাকীদের জন্য।^{১১৬} ১৩৩. আর তারা বলে—সে কেন তার প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট কোনো নিদর্শন আমাদের কাছে নিয়ে আসে না'; তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট নিদর্শন যা আছে

- لَأَسْأَلَنَّكَ ; -তার ওপর-(على+ها)-عَلَيْهَا ; আপনিও দৃঢ় থাকুন ; اَصْطَبِرْ ; -এবং-و-
আমিই نَحْنُ ; কোনো রিয়ক ; رِزْقًا ; আমিতো আপনার কাছে চাই না ; (لأنسئل+ك)-
(-ال+عاقبة)-العَاقِبَةُ ; আর وَ ; আপনাকে রিয়ক দেই ; (-نرزقك+ك)-رِزْقُكَ ;
তো قَالَوْا ; আর (وَ) ১০০। মুত্তাকীদের জন্য (ل+ال+تقوى)-لِلتَّقْوَى ; শুভ পরিণাম তো
তারা বলে তারা আমাদের কাছে কেন নিয়ে আসে না ; (-لو+لاياتي+نا)-لَوْ لَا يَأْتِيْنَا ;
-اولم تاتهم ; তার প্রতিপালকের ; رَبِّهِمْ ; থেকে مَنْ ; কোনো নিদর্শন ; (-ب+اية)-بَايَةِ
; যা-مَا ; সুস্পষ্ট নিদর্শন ; بَيِّنَةٍ ; তাদের নিকট কি আসেনি ; (-او+لم تات+هم)

পথে যে টাকা পয়সা সংগ্রহ ও জমা করে এবং তা দিয়ে বাহ্যিক একটা চাকচিক্য সৃষ্টি করে, তা যেনো মু'মিনদের মধ্যে ঈর্ষার জন্ম না দেয়। এসব অবৈধ সম্পদ মোটেই ঈর্ষণীয় ব্যাপার নয় ; বরং এ মূর্থ অপরিণামদর্শী লোকটার প্রতি করুণা হওয়া উচিত। সে আদৌ বুঝতেই পারছে না তার এ অবৈধ সম্পদ তার জন্য কত বড় অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে। সে যে সুখের সোনার হরিণ ধরার জন্য এ অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়েছে তার নাগাল সে পাবে না। অপর দিকে মু'মিনদের পরিশ্রমের ফলে হালাল পথে উপার্জিত অর্থ যত সামান্যই হোকনা কেন, তাদের জন্য এটাই পবিত্র পরিচ্ছন্ন রিয়ক। এর মধ্যে এমন কল্যাণ রয়েছে যার সুফল দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই পাওয়া যাবে।

১১৫. অর্থাৎ আপনার পরিবারের লোকদেরকে—আপনার সম্ভান-সম্ভৃতিকে নামায আদায়ের আদেশ দিন। নামায তাদের মধ্যে এমন গুণ সৃষ্টি করবে, যার ফলে তারা হারামখোর, লুটেরা ও অবৈধ পথে ধন-সম্পদ সংগ্রহকারীদের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তারা হালাল, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রিয়ক-এর উপরে সন্তুষ্ট থাকবে। ফাসেকী-দুশ্চরিত্রতা ও দুনিয়ার লোভ-লালসার মাধ্যমে যে ভোগ বিলাসিতা করা হয় তার ওপর ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণকে তারা অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম হবে।

১১৬. আপনার প্রতি যে আদেশগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো পালন করলে আমার কোনো কল্যাণ হবে না। এগুলোর কল্যাণকারিতা আপনিই উপভোগ করবেন। এ

فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا

আগের কিতাবগুলোতে ১৩৪। আর যদি আমি এর আগে তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করেই দিতাম, তাহলে তারা (তখন) অবশ্যই বলতো—

رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَنْ نَّذِلَّ

হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল কেন পাঠালেন না, তাহলে আমরা আগেই আপনার আদেশ মেনে চলতাম—লাঞ্ছিত হওয়ার

وَنُخْزَى ۝ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَن

এবং অপমানিত হওয়ার। ১৩৫। আপনি বলে দিন—প্রত্যেকে অপেক্ষমান তাই তোমরাও অপেক্ষা করো ; তখন অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে—কারা

লু-আর ; ১৩৪। আগের-الْأُولَى-কিতাবগুলোতে ; (ফী+আল+সুহুফ)-ফী الصُّحُف-যদি ; بِعَذَابٍ-আমি তাদেরকে ধ্বংস করেই দিতাম ; (আনা+আহলকনা+হম)-أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ ; (ল+)-لَقَالُوا ; এর আগে ; (ম+কবল+হ)-مِّن قَبْلِهِ ; আযাব দিয়ে ; (ব+এজাব)-(-লো)-لَوْلَا أَرْسَلْتَ ; হে আমাদের প্রতিপালক ; رَبَّنَا ; তারা অবশ্যই বলতো ; (লা+আরসলত)-আপনি কেন পাঠালেন না ; إِلَيْنَا ; আমাদের কাছে ; (আইত+ক)-آيَاتِكَ ; আপনার আদেশ ; (ফ+নত্বিগ)-فَنَتَّبِعَ ; তাহলে আমরা মেনে চলতাম ; (অন+কবল)-أَنْ نَّذِلَّ ; লাঞ্ছিত হওয়ার ; (ও-এবং) ; وَ-অপমানিত-نُخْزَى ; অপেক্ষমান-مُتَرَبِّصٍ ; প্রত্যেক-كُلُّ ; আপনি বলে দিন-قُلْ-১৩৫। (ফ+সত্বলমুন)-فَسَتَعْلَمُونَ ; তাই তোমরাও অপেক্ষা করো ; (ফ+তব্বিসা)-تَرَبِّصُوا ; তখনই অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে ; (ম-কারা) ;

হুকুমগুলো যথাযথভাবে পালন করলে আপনাদের মধ্যে যে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হবে তা-ই দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের সফলতার মূল চাবিকাঠি।

১১৭. অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও ইবরাহীম আ.-এর ওপর নাযিলকৃত সহীফা-সমূহ। এসব আসমানী কিতাবে নবী মুহাম্মদ স.-এর রিসালাত সম্পর্কে যে সাক্ষ্য রয়েছে, তা-কি মু'জিয়া বা নিদর্শন দাবীকারীদের জন্য কোনো নিদর্শন নয় ? তাছাড়া আল-কুরআন হলো একটি বড় মু'জিয়া, যার মধ্যে আগের সমস্ত আসমানী কিতাব ও সহীফাগুলোর সারবস্তু এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মুহাম্মাদ স.-এর মতো একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মাধ্যমে এই যে বিরাট কাজটি সম্পাদিত হয়েছে, তা-ওতো বিশ্বয়কর মু'জিয়া।

১১৮. অর্থাৎ মুহাম্মাদ স.-এর এই যে দাওয়াত যা তোমাদের মধ্যে দেয়া হয়েছে

أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝

সরল পথের পথিক আর কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে। ১১৯

‘أَصْحَابُ’-পথিক ; ‘الصِّرَاطِ’-(ال+صراط)-পথের ; ‘السَّوِيِّ’-(ال+সুوى)-সরল ; ‘و’-আর ; ‘مَنِ’-কারা ; ‘اهْتَدَى’-সৎপথ অবলম্বন করেছে।

তার সূচনাকাল থেকেই তোমাদের আশে-পাশের এলাকার প্রতিটি লোকই এর শেষ পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। অতএব তোমরাও অপেক্ষা করতে থাকো।

১১৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন আজতো সরাই-তার তরীকা ও ধর্মকে সর্বোত্তম বলে দাবী করতে পারছে ; কিন্তু এ দাবী কোনো কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তা-ই হতে পারে যা আল্লাহর কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহর কাছে কোনটি বিশুদ্ধ তা কিয়ামতের দিন সবাই জানতে পারবে। তখন সবাই এ-ও জানতে পারবে—কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট আর কে সরল-সত্য পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

৮ রুকু’ (১২৯-১৩৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। কোনো ক্রিয়া-ই প্রতিক্রিয়াহীন নয়। আমরা অনেক অপরাধীর অপরাধের বিচার হতে দেখি না। আবার কোনো অপরাধের বিচার হলেও সুবিচার হতে দেখা যায় না। এর দ্বারা এটা মনে করা যাবে না যে, এর বুঝি কোনো বিচার হবে না।

২. আল্লাহর দূশমন, তাঁর রাসুলের দূশমন, দীনের মুবাল্লিগদের দূশমন, ওলামায়ে কিরাম এবং মু’মিন নারী-পুরুষের দূশমনদেরকে আল্লাহ তাআলা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, সেজন্য তাদের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অবকাশকাল পর্যন্ত স্থগিত থাকে। তা না হলে দীনের প্রতি তাদের আচরণের শাস্তি তাৎক্ষণিক পেয়ে যেতো।

৩. ‘আহলে দীন’ মু’মিন নারী-পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে বাতিলপন্থীদের অপপ্রচার ও অসদাচরণকে সবর এবং নামাযের মাধ্যমে মুকাবিলা করা।

৪. সকল অবস্থাতেই সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া আমাদের কর্তব্য।

৫. সবর ও নামাযের পরিণাম অত্যন্ত সুখকর। আল্লাহর ইরশাদ অনুসারে যারা সকল সমস্যাতে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নামাযের মাধ্যমে সমাধান করেছেন, তারা এ কাজের প্রতিফল দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর দেয়া পথ-পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে।

৬. ফাসিক-ফাজির, লুটেরা, ঘুষখোর, সুদখোর, জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনকারী, প্রতারক ও ধোঁকাবাজ শ্রেণীর ধন-সম্পদ ও দ্রব্য-সামগ্রীর চাকচিক্য দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এরা ঈর্ষার পাত্র নয় বরং করুণার পাত্র।

৭. অবৈধ পথে ধন-সম্পদ সংগ্রহকারী ব্যক্তিতো বিরাট বিপদের সম্মুখীন। বৈধ পথে উপাঙ্গ নকারী অধিক সম্পদের মালিককেও কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে।

৮. যাদেরকে আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন তার ওপর ‘কানায়াত’ তথা অল্পে তৃষ্টির মতো মহা মূল্যবান সম্পদ দিয়েছেন তাদের প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত কল্যাণ দান করেছেন।

৯. আমাদের সকলের পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দিতে হবে। পরিবার-পরিজন বলতে দ্বী সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্ত লোকজন সবাইকে বুঝায়। আমাদের সন্তান-সন্ততিকে নামায শিক্ষা দিতে হবে। নিজেরা নামাযের প্রতি সচেতন থাকতে হবে, তাদেরকে নামাযের প্রতি সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে।

১০. মু'মিন-মুস্তাকী লোকদের দুনিয়ার জীবন বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতো দুঃখময় ও কষ্টকর বলে মনে হোক না কেন, তাদের 'অল্পেতুষ্টি' গুণ থাকার কারণে তারা মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্ত থাকে। আসলে মানসিক প্রশান্তিই আসল শান্তি।

১১. রিসালাতের সত্যতা প্রমাণের জন্য আগেকার আসমানী কিতাবগুলোর সাক্ষ্য-প্রমাণ যথেষ্ট। এসব কিতাবেই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাছাড়া মহামুহূ আল-কুরআন রাসূলুছাহ স.-এর সবচেয়ে বড় মু'জিয়া। কারণ এ কিতাবের ছোট্ট একটি আয়াতের মতো একটি আয়াতও আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেনি। আর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ তা পারবেও না।

১২. আল্লাহ তাআলা যদি অপরায়ীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ না দিতেন তাহলে এখন তাদের শান্তি তাদের ওপর কার্যকরী হয়ে যেতো।

১৩. আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের সম্পূর্ণ বাস্তব জীবন আমাদের সামনে উপস্থিত থাকার পরও যদি আমরা তার যথাযথ অনুসরণ না করি তাহলে সে দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যেদিন প্রমাণিত হয়ে যাবে কারা সত্যপথের অনুসারী, আর কারা পথভ্রষ্ট।

৭ম খণ্ড শেষ